Printer—N. C. Biswas, Akshoy Press. 27/5, Tarak Chatterjee Lane, Calcutta.

রামপ্রসাদ

ধর্ম্মমূলক নাটক

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

সুপ্রসিদ্ধ "সত্যম্বর অপেরায়"
সুখ্যাতির সহিত অভিনীত।

প্রকাশক—শ্রীগোবর্দ্ধন শীল
স্বর্ণলতা লাইব্রেরী,
৯৭।১এ অপার চিৎপুর রোড—কলিকাতা।

১৩৬৬

নাট্যকারের কথা

সাধক-শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ "রামপ্রসাদের" সমগ্র জীবনীর উপর ভিত্তি করিয়া ইতিহাসকে অটুট রাখিয়া নাটক লিখিবার প্রচেষ্টা শুধু যে দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক তাহা নহে, ইহাকে অসাধ্যসাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণেই এই নাটকখানি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন শীলের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই এই নাটক রচনায় হাত দিয়াছি। তবে নাটক—নাটক, ইতিহাস নয়, এটুকু মনে রাখা সকলেরই উচিত।

মহাপুরুষের জীবনের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য ঘটনাই এই নাটকের ভিত্তি। তাছাড়া তখনকার দিনের স্বার্থান্বেষী অহঙ্কারী জমিদারের দীনদরিদ্র প্রজাদের উপর অত্যাচারে দেশে যে ভীষণ দুর্দ্দিন আনিয়াছিল এবং সেই দুর্দ্দিনের মহাপুরুষের অনন্ত করুণার নিদর্শনগুলি নাটকের ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।

পরশমণির পরশ পাইয়া লৌহ সুবর্ণে পরিণত হয় শোনা যায়, এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া দুর্ব্বৃত্ত নরহন্তা দস্যু কেমন করিয়া সত্যিকারের মানুষ হইয়াছিল, তাহার একটী দৃষ্টান্ত ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি।

দেশের তদানীন্তন আবহাওয়ার মধ্যেও আধুনিক যুগের যে ছাপ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা নাট্য-সৌকর্য্যার্থে নিতান্ত অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে করি। অলমেতি বিস্তারেণ।

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

অশেষ গুণালঙ্কৃত, ধর্ম্মপ্রাণ, আশ্রিত-বৎসল, মহানুভব

শ্রীযুক্ত বাবু বলাইচাঁদ দত্ত

ঘুঁটিয়াবাজার, হুগলী

—মহাশয় করকমলেষু—

আপনার মহানুভবতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় অনেকদিন থেকেই পেয়েছি, কিন্তু কর্ম্মময় জীবনের শ্রান্তি ক্লান্তি ও অবসাদের মাঝেও এতটুকু অবসর হয় না তখন—যখন দারিদ্র্যতার পেষণে মানুষ হয় প্রতিটি মুহূর্ত্ত নিপীড়িত—নিষ্পেষিত। ঠিক এই কারণেই আজ এতদিন পরে জীবনের অপরাহ্ণে আমার রচিত ধর্ম্মমূলক নাটকখানি আপনার হাতে দিয়া আমি ধন্য হইলাম।

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

পুরুষ

রামপ্রসাদ	...	...	সিদ্ধ-মহাপুরুষ
ভজহরি	...	...	ঐ শিষ্য
সুপ্রকাশ রায়	...	...	জমিদার
পরেশ	...	...	ঐ ভ্রাতা
ব্রজগোপাল	...	...	ঐ নায়েব
জয়রামপ্রসাদ	...	...	ঐ পুত্র
নরহরি	...	...	জয়রামের বন্ধু
নরেশ	...	...	সুহৃদসঙ্ঘের কর্ম্মী
মাখন	...	...	গ্রামের মোড়ল
পুঁটীরাম, তারু	...	...	পাইকদ্বয়
কেলো	...	...	ডাকাত

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান, খেঁদা, ছিদেম, পাইকগণ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নাগরিকগণ, পুলিস ইনস্পেক্টর, আশ্রম-বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

কল্যাণী	...	...	আশ্রমবাসিনী
গীতা	...	...	সুপ্রকাশের কন্যা
জগদীশ্বরী	...	...	রামপ্রসাদের কন্যা
মায়া বাগ্দিনী	...	...	ছদ্মবেশিনী কালিকা

আশ্রম-বালিকাগণ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতা নাগরিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

সুহৃদসঙ্ঘের আশ্রম

বালক-বালিকাগণ গাহিতেছিল

গান

ধাত্রীরূপিনী বঙ্গজননি, বন্দে।
তোমার তুলনা জগতে মেলে না, করি বন্দনা নব ছন্দে ॥
অপার তোমার স্নেহ-পারাবার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধরেছ,
জাতি-বর্ণভেদ ভুলিয়া জননি, সন্তানে কোলে নিয়েছ,
দিয়েছ দিতেছ অন্ন পানি,
পারে নাকো যা রাজার রাণী,
তোমার মলয়-বীজনে তিরপিত হিয়া পুলকিত ফুলগন্ধে ॥
তোমারই শেখানো শক্তিসাধনা,
তোমারই ইঙ্গিতে মুক্তি কামনা,
তোমারই দীক্ষায় ভেদাভেদ ভুলি
ভায়ে ভায়ে মোরা করি কোলাকুলি,
একই স্নেহরসে হয়েছি পুষ্ট বর্দ্ধিত মহানন্দে ॥
একতা মন্ত্র সাধনা মোদের—শক্তিতে নই কম,
কণ্ঠে নিয়েছি মাতৃমন্ত্র বন্দে মাতরম্,
মায়ের সেবায় রেখেছি প্রাণ,
প্রয়োজন হ'লে দিব বলিদান,
কর্ণকুহরে 'জাগো—জাগো' বাণী ধ্বনিছে মেঘমন্দ্রে ॥

[প্রস্থান

রামপ্রসাদ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গ্রাম্যপথ

ব্রজগোপাল, পুঁটীরাম ও তারুর প্রবেশ

ব্রজগোপাল। পুঁটী, তারু, আর নেত্য এই মোড়টা আগ্‌লাবে, আর ও মোড়ে থাক্‌বে পেল্লাদ, হারু, খ্যাঁদা আর ভোঁদা। মাখ্‌না মোড়ল গাঁয়ের চাষীদের সঙ্গে একজোট হ'য়ে ঐ যে সুহৃদসঙ্ঘ না কি—ঐ যে গাঁয়ের যত গুণ্ডা ছোঁড়ার আড্ডা—ওদের দলকে নামিয়েছে মুক্ষী নদীর বাঁধ কাট্‌বে ব'লে। তাদের বুঝিয়ে দিয়েছে, বাঁধ না কাট্‌লে গাঁয়ের এক ছটাক জমিও আবাদ হবে না। বর্ষাকাল শেষ হ'য়ে এলো—বৃষ্টি হ'লো না, এর পর আবাদ না হ'লে অজন্মায় যা হয়, সেই আকাল পড়্‌বে—লোকে না খেয়ে মারা যাবে।

পুঁটীরাম। তারা তো অন্যায় বল্‌ছে না নায়েব মশায়! আবাদ না হ'লে লোকে খাবে কি ?

তারু। পুঁটে খুড়ো ঠিক কথাই বলেছে—গাঁয়ের লোকের দুঃখু হ'লে আমরা তো আর বাদ যাবো না গো!

ব্রজগোপাল। তোরা জানিস্ নে পুঁটীরাম, বেটারা ভারি পাজী, গত সন থেকে ওরা খাজনা বন্ধ করেছে; বেটাদের জব্দ কর্‌বো না?

পুঁটীরাম। খাজনা কি আর ওরা ইচ্ছে ক'রে বন্ধ করেছে লায়েব মশায়? দু'বছর থেকে দেশে অজন্মা। গত সনে ঐ মুক্ষী নদীর বাঁধ কাট্‌তে দাও নি আপনারা, এ সনেও বাধা দিচ্ছো; খাজনার টাকা তো আর শুক্‌নো মাটী খুঁড়্‌লে বেরুবে না? ওরা দেবে কোত্থেকে?

তারু। এই আমরা—আমাদের যা দু'এক বিঘে জোত-জমি আছে, তারও খাজনা দু' সন দিতে পারি নি। পাইক-গিরি ক'রে যা পাই, তাতে এক রকম আধপেটা খেয়ে বেঁচে আছি। খাজনা চাইলেই কি দিতে পার্‌বো লায়েব মশায়?

ব্রজগোপাল। বলি, তোদের কি তার জন্যে কিছু বল্‌ছি? তোদের কথা আলাদা।

পুঁটীরাম। আমাদের কথাই বা আলাদা হবে কেনে লায়েব মশায়? আমরাও পের্‌জা, তারাও পের্‌জা—

তারু। হক্ কথা বল্‌তে গেলে তাদের উপর জুলুম করাটাও অন্যায়।

ব্রজগোপাল। তোদের আর মুরুব্বী কর্‌তে হবে না—যা কর্‌তে এসেছিস্, কর্। ধান ভান্‌তে শিবের গীত থো কর্।

হ্যাঁ, এখন যা বল্‌তে এসেছি—পেল্লাদের দলকে বুঝিয়ে দিয়ে এসেছি যা যা কর্‌তে হবে। এখন এ মোড়টা আগ্‌লাতে হবে তোদের। খুব হুঁসিয়ার! এ মোড় পার হ'য়ে যেন কোন বেটা যেতে না পারে ঐ বাঁধের দিকে। রক্তারক্তি তো দূরের কথা, দু' একটা মাথা যদি ঘাড় থেকে নামিয়ে নিতে হয়, তাতেও পেছপাও হোস্ নি। বড় বাবু বলেছেন—বেশ মোটা রকম বক্‌শিস্ কর্‌বেন। আর গাফলতি কর্‌লে—

পুঁটীরাম। আমাদের মাথা নেবে এই কথা তো আপনি বল্‌তে চাও?

ব্রজগোপাল। হ্যাঁ,—তা—বড় বাবুর ঐ রকম কড়া হুকুম বৈকি। খুব হুঁসিয়ার!

তারু। নুণ খাইয়ে মাথা কিনে রেখেছ, নেমকহারামী কর্‌বো না; তবে একটা কথা নায়েব মশায়, কাজটা কিন্তু ভাল কর্‌ছো না আপনারা। পেরজাই জমিদারের নক্ষী, তাদের সর্ব্বনাশ ক'রে—

ব্রজগোপাল। থাম্ তোরা, ভারি বুলিদার হয়েছিস্ যে! চাব্‌কে লাল ক'রে দেবো জানিস্?

তারু। দোষ করি ঘাট করি চাবুকের ভয় কর্‌বো, বিনি দোষে চাবুক তুল্‌তে পারে—

পুঁটীরাম। থাম্ তেরো—মনিবের মুখের উপর কথা ক'স্ নি।

তারু। অন্যায় বলি, আমার কান ম'লে দাও, তা ব'লে অন্যায় বরদাস্ত কর্‌তে হবে?

পুঁটীরাম। করতে হয় রে করতে হয়। চাকর-মনিব সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে একটু আধটু করতে হয় বৈকি! কাঁচা বয়েস তোদের—রক্ত গরম—বুদ্ধিটে একটু পাকলে সব বুঝতে পারবি। যাও আপনি নায়েব মশায়, আমি আছি যখন, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

ব্রজগোপাল। খুব হুঁসিয়ার কিন্তু পুঁটীরাম! ঠিক্ ঠিক্ হুকুম তামিল করলে মোটা বকশিস্—বুঝেছ?

পুঁটীরাম। নুণ খেয়ে পুঁটীরাম কখনো বেইমানী করে না।

[ব্রজগোপালের প্রস্থান।

তারু। আচ্ছা পুঁটী খুড়ো, তুমিই বল, কাজটা কি ভাল হ'চ্ছে?

পুঁটীরাম। ভাল মন্দ বুঝবে যারা হুকুম দিয়েছে, তারা। আমরা চাকর—নুণ খেয়েছি, হুকুম তামিল করবো। ঐ বুঝি সব আসছে! গানের আওয়াজ আসছে না?

তারু। তা তো আসছে! তারা তো আসছে নদীর বাঁধ কাটতে, মনে মনে জানে একটা দাঙ্গা বাধবে; অথচ এরা গান গাইছে ফুর্তি ক'রে?

পুঁটীরাম। তা জানিস্ নে বুঝি? আজকালকার লেখা-পড়া শেখা ছোক্‌রার দল সব কাজেরই মুখপাত ধরে গান গেয়ে। ছেলের ভুজনোতেও গান গায়, আবার মানুষ ম'লেও গান গায়। দেশে মড়ক হ'লো, বান এলো, ভূমিকম্প হ'লো, দেশ শ্মশান হ'য়ে গেল, ওরা গান গেয়ে চাঁদা আদায় সুরু করলে।

তারু। কালে কালে কি হ'লো বল তো খুড়ো ?

পুঁটীরাম। কালের হাওয়া বাবাজি, কালের হাওয়া !

গান গাহিতে গাহিতে সুহৃদসঙ্ঘের যুবক ও বালকগণের সঙ্গে মাখন, নরেশ ও পরেশের প্রবেশ

বালকগণ।—

গান

ওরে ও মায়ের ছেলে,
মায়ের ডাকে দেশের কাজে এগিয়ে চল্।
বাঁচাতে আপনজনে—ভাই বোনে,
দেখাতে মনের সনে বুকের বল॥
জোঁকের মত করছে শোষণ,
বুকের রক্ত তোদের যে জন,
তার নিঠুর হাতের চাবুক দেখে
কেন ফেলিস্ চোখের জল॥
ছেড়ে দিয়ে দলাদলি,
কর্ ভায়ে ভায়ে গলাগলি,
জোঁকের মুখে পড়্বে নুণ,
তার খাটবে নাকো ছল॥

পুঁটীরাম। এ পথে নয় মোড়লের পো, এ পথ বন্ধ। পেছন দিকে মুখ ক'রে যেখান থেকে এসেছ, সেখানে ফিরে যাও।

মাখন। পেছন ফির্বো ব'লে আসি নি পুঁটীরাম, এগিয়ে যাবো ব'লেই এসেছি।

পুঁটীরাম। তাহ'লে মাথাটী রেখেই এগুতে হবে।

পরেশ। মুখ সাম্‌লে কথা কও পুঁটীরাম, সরকারী পথ ধ'রে আমরা যাচ্ছি, কার সাধ্য বাধা দেয়? পথ ছাড়, আমাদের যেতে হবে।

পুঁটীরাম। হুকুম নেই ছোট বাবু—

পরেশ। কার হুকুমে পথ আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছ, শুনি?

পুঁটীরাম। বড় বাবুর হুকুমে হুজুর—

পরেশ। রাস্তাটা কি বড় বাবুর?

পুঁটীরাম। হুকুমের চাকর আমরা হুজুর, হুকুম তামিল না কর্‌লে আমাদের সাজা হবে।

পরেশ। বড় বাবু হুকুম দিয়েছেন রাস্তা আট্‌কাও, আমি হুকুম দিচ্ছি রাস্তা ছেড়ে দাও।

পুঁটীরাম। তিনি জমিদার—

পরেশ। বাবা এখনো বর্ত্তমান, বাবা থাক্‌তে জমিদারীর মালিক আর কেউ নয়।

পুঁটীরাম। কিন্তু সকল ভার তো তাঁরই উপর।

পরেশ। তর্ক ক'রো না পুঁটীরাম, পথ ছাড়।

পুঁটীরাম। ভুলে যাচ্ছেন কেন হুজুর, আমরা হুকুমের চাকর? পথ আমরা ছেড়ে দিতে পারি, কিন্তু যে মতলবে যাচ্ছেন হুজুর, সে মতলব হাঁসিল কর্‌তে দোব না; মুক্ষী নদীর বাঁধ আমরা আট্‌কাবো।

পরেশ। অবুঝ হ'য়ো না পুঁটীরাম! ঐ মুক্ষী নদীর জল-

টুকুর উপর নির্ভর করছে দেশের লোকের প্রাণ। পর পর দু'বছর অজন্মায় দেশে দুর্ভিক্ষের সূচনা হয়েছে। এ বছর যদি জলের অভাবে আবাদ না হয়, তাহ'লে এখন যে দুর্ভিক্ষের সূচনা দেখ্ছো, সেই করাল দুর্ভিক্ষের কবলে পড়্বে শুধু এ গ্রামের লোকেরা নয়—আশপাশের আট দশখানা গ্রামের লোক না খেয়ে শুকিয়ে কুঁক্ড়ে মারা যাবে। তোমরাও বাদ যাবে না পুঁটীরাম, আজ যার হুকুম তামিল কর্তে এত বড় একটা সর্ব্বনাশকে .আমন্ত্রণ ক'রে আন্তে চলেছ, সেই হুকুম-কর্ত্তাও তখন তোমাদের বাঁচাতে পার্বেন না।

পুঁটীরাম। না—না, আমি পার্বো না। নুণ খেয়ে নেমকহারামী কর্তে পার্বো না ছোট বাবু! আমরা ছোট-লোক, যার নেমক খাই, তার লেগে জান দিতে পারি, কিন্তু নেমকহারামী কর্তে জানি না—পারি না।

নরেশ। একটা ছোটলোক পাইকের সঙ্গে মিছিমিছি তর্ক ক'রে সময় নষ্ট করিস্ নি পরেশ, চ'—এগিয়ে চ'—ওরা যা কর্তে পারে, করুক্!

পরেশ। পুঁটীরাম! পথ ছাড়্বে কি না?

পুঁটীরাম। মাপ কর্বেন হুজুর—হুকুম নেই।

পরেশ। বটে! আয় নরু, এসো মাখন খুড়ো—

[সুহৃদসঙ্ঘের সভ্যগণ অগ্রসর হইল, পাইকগণ বাধা দিতে লাগিল। পুঁটীরাম ও তাহার দলবল কাহাকেও আঘাত না করিয়া প্রথমটা বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে

যখন কৃতকার্য্য হইল না এবং যুবকদল ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিল, অগত্যা পুঁটীরাম আঘাত করিতে বাধ্য হইল। তাহার লাঠির প্রথম আঘাত পড়িল পরেশের মাথায়। মাথা ফাটিয়া রক্তস্রোত বহিল—জ্ঞানহারা পরেশ ভূপতিত হইল। অপর পাইকদের লাঠির আঘাতে আহত হইল আরও কয়েকটী যুবক—তাহাদের তুইজন হইল ধরাশায়ী। মাখন অপর সঙ্গীদের লইয়া আহতদের শুশ্রূষায় ব্যস্ত হইল। অনুতপ্ত পুঁটীরাম পরেশের নিকট গেল।]

পুঁটীরাম। গোঁয়ারের মত কাজ কেন কর্‌লে ছোট বাবু?

নরেশ। স'রে যা রাস্কেল ছোটলোক! ছোট বাবু ব'লে আর দরদ দেখাতে হবে না। নেমকের চাকর—নেমকহারামী করিস্ নি, এই আনন্দে মস্‌গুল হ'য়ে ছুটে যা তোদের মনিবের কাছে বক্‌শিস্ আদায় কর্‌তে। তোদের গায়ের হাওয়া ওর নাকের কাছে গেলে ওর শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে যাবে। যা—দূর হ এখান থেকে।

মাখন। আর দেরী কর্‌লে চল্‌বে না বাবাজি! চল, এক্ষুণি এদের নিয়ে যাই। ফটিক! কালু! আয় এগিয়ে—

[মাখন ও নরেশ পরেশকে ধরিয়া তুলিল, পরেশ কাঁপিতে লাগিল। সুহৃদসঙ্ঘের অবশিষ্ট যুবকগণ অপর তুই জন আহত যুবককে ধরিয়া লইয়া গেল।]

মাখন। নরু, দেখ্‌ছো বড্ড কাঁপ্‌ছে। কোলে তুলে নিই, তুমি একটু হাত দাও।

পরেশ। কিছু কর্‌তে হবে না মাখন খুড়ো, এখনো মরি নি, আমি যেতে পার্‌বো তোমাদের কাঁধে ভর দিয়ে।

মাখন। অনেকখানি পথ যে বাবাজি—

পরেশ। তা হোক্‌, পার্‌বো। কিন্তু পার্‌লুম না বাঁধ কাট্‌তে। বাঁধ কেটে ম'লেও পেতুম শান্তি—পেতুম তৃপ্তি। কিন্তু হ'লো না—সব গেল—

নরেশ। তোমাদের তিনজনের জন্যেই ফির্‌তে হ'লো ভাই, একসঙ্গে যদি সবাই মর্‌তে পার্‌তুম, এতটা আপশোষ হ'তো না।

মাখন। পার্‌বে নাকি বাবাজি, একটু পা চালিয়ে যেতে ?

পরেশ। একটু বেশী রক্ত বেরিয়ে যাবে, যাক্‌—দেহের সবটুকু রক্ত নিংড়ে বেরিয়ে যাক্‌। চল খুড়ো—

[মাখন ও নরেশের স্কন্ধে ভর দিয়া পরেশ চলিয়া গেল—পুঁটীরাম অপলকদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।]

তারু। হাঁ ক'রে কি দেখ্‌ছো পুঁটীখুড়ো ? কাম তো ফতে! চল, এইবার গিয়ে বড় বাবুর কাছে মোটা রকম বক্‌শিস্‌ আদায় করা যাক্‌—

পুঁটীরাম। কি বল্‌লি ? বকশিস্‌ ?

তারু। হ্যাঁ—হ্যাঁ, বক্‌শিস্‌—মোটা রকম বক্‌শিস্‌—

পুঁটীরাম। খুব মোটা রকম বক্‌শিস্‌ তো আদায় হ'য়ে গেছে তারু! ঐ দেখ, ওখানে রক্তের ঢেউ খেল্‌ছে,আর এই পথ

ধ'রে যতদূর গেছে, সারা পথটায় রেখে গেছে রক্তের নিশান। তার বুকের পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে চুরে দিয়ে যে নিঃশ্বেস তার পড়েছে, তাতেই বিষিয়ে গেছে এখানকার বাতাস—ঐ তো আমার বক্‌শিস্। আমি তাকে এতটুকু থেকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, আর আজ আমিই তাকে এগিয়ে দিয়েছি মরণের পথে—এই তো বকশিস্—মোটারকম বকসিস্। এ বক্‌শিস্ আমার কাজের তবিলে জমা হ'য়ে থাক্‌বে শুধু সারাটা জীবন নয়—মরণের পারে গিয়েও। কেমন বক্‌শিস্ রোজকার করেছি—কেমন বক্‌শিস্ রোজকার করেছি—হাঃ-হাঃ-হাঃ !

[উন্মত্তের ন্যায় প্রস্থান।

তারু। খুড়োর কি শেষটায় মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি ! চল্—চল্ দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামপ্রসাদের গৃহসংলগ্ন উদ্যান—বৃক্ষতলে
পঞ্চমুণ্ডীর আসন

["মা ! মা ! ব্রহ্মময়ী মা !" বলিতে বলিতে রামপ্রসাদ
আসিয়া আসনে উপবেশন করিলেন ।]

রামপ্রসাদ । কাল ব'য়ে যায় !
পল দণ্ড দিবা নিশা
মাস ও বরষ কেটে যায়—
তটিনীর বীচিমালা যথা
একটী একটী করি
ছুটে যায় অনন্ত অম্বুধি-পানে ।
সেই মত মানব জীবনে
কেটে যায় গণা দিন ক'টা ।
সেই সুমধুর শৈশব কৈশোর
গিয়াছে ডুবিয়া কবে
অতীতের কোলে !
যৌবন আসিল—গেল
কখন অজ্ঞাতে !
পড়িলাম বাঁধা সংসার-আনায়ে ।

মুক্তিপথ খুঁজিয়া না পাই !
মুক্তিদাত্রী কৈবল্যদায়িনী কালি !
কবে মুক্তি দিবি পাষাণী জননি ?

জগদীশ্বরীর প্রবেশ

জগদীশ্বরী। বাবা !

রামপ্রসাদ। সংসার-আনায় মাঝে
কর্ম্মসূত্র অত্যজ্য—অচ্ছেদ্য,
জটিলতা যার
বেড়ে যায় দিন দিন !
মুক্তিপথ দেয় রুদ্ধ করি
সংসারের কর্ত্তব্যসঞ্জাত
রিপুরস-বর্দ্ধিত কণ্টকে।
সাধনা-কুঠার বিনা
নাহি অস্ত্র ছেদিবারে
কঠিন কণ্টক-তরু।
শবাসনা জগৎ জননি,
যদি দেখাইলি আলো
একবার বাঁধিয়া নয়ন, কেন পুনঃ
সূচীভেদ্য গাঢ় অন্ধকারে
আবৃত করিলি দিশি ?
আলো দে—আলো দে জননি !

জগদীশ্বরী। বাবা! শুন্‌ছো?

রামপ্রসাদ। তুই তো করুণাময়ী
নহিস্‌ পাষাণি!
মায়ার শৃঙ্খলে বাঁধি দুর্ব্বল সন্তানে
দেখাস্‌ করুণা তোর,
দেখিস্‌ আপনি অন্তরালে বসি
পরম কৌতুকে ব্যর্থ চেষ্টা সন্তানের।

জগদীশ্বরী। বাবা, শুন্‌ছো?

রামপ্রসাদ। কে ডাকে?
এলি কি ঈশানী তুই,
শুনি সন্তানের কাতর আহ্বান?
আয়—আয় মা কল্যাণী—

জগদীশ্বরী। আমি জগদীশ্বরী, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না?

রামপ্রসাদ। অচিন্ত্যরূপিণি!
কে পারে চিনিতে তোরে?
প্রসাদ প্রসাদে তোর চিনিয়াছে শুধু।
ভুবন-ঈশ্বরী—জগদীশ্বরী—
কল্যাণী ঈশানী,
যত নাম তত গুণ তত স্নেহ হৃদে।
অতুলনা—তুই যে তুলনা তোর!

জগদীশ্বরী। তোমার একটা কথাও যে বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি বাবা! আমি তোমায় বল্‌তে এসেছি, ঘরে একটী দানাও

চাল নেই। ঠাকুরসেবা, অতিথিসেবা কিসে হবে? আর আমরাই বা খাবো কি বাবা?

রামপ্রসাদ। আবার মায়ার খেলা!
অন্ধকারে মিলাইল সব!
ও—হ্যাঁ, জগদীশ্বরি! মা।
কি বল্‌ছিস মা?

জগদীশ্বরী। ঘরে এক দানাও চাল নেই, মা বল্‌লেন অতিথিসেবাই বা কি ক'রে হবে—ঠাকুরসেবাই বা কি ক'রে হবে—আর আমরাই বা কি খাবো?

রামপ্রসাদ। অধিষ্ঠিতা যার ঘরে জগৎ-ঈশ্বরী
তার ঘরে অন্নের সমস্যা?
হেন অসম্ভব বাণী
উচ্চারণ করিলি কেমনে?

জগদীশ্বরী। তুমি যে কি বল, তার ঠিক নেই! মানুষের সঙ্গে দেবতার তুলনা করতে গেলে পাপ হয় যে! তুমি দিন দিন যেন কি হ'য়ে যাচ্ছো!

রামপ্রসাদ। সত্যি আমি যেন কি হ'য়ে যাচ্ছি—না? হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলি? ঘরে চাল নাই, চাল সংগ্রহ করতে বেরুতে হবে—না? একটা ধামা-টামা কিছু নিয়ে আয়, আমি একবার বেরুই—

জগদীশ্বরী। ধামা আমি এনে দিচ্ছি, তুমি দেরী ক'রো না যেন! [প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। ওরে না—না। অন্নপূর্ণার ঘরে অন্ন নেই! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

গাহিতে গাহিতে ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি।—

গান

মন, হারালি কাজের গোড়া।
তুই দিবানিশি ভাবিস্ বসি কোথায় পাবি টাকার তোড়া॥
রূপোর চাকি ফাঁকি কেবল, তোর শ্যামা মা যে হেমের ঘড়া,
তাই কাচমূল্যে কাঞ্চন বিকালি, ছিঃ ছিঃ মন, তোর কপাল পোড়া॥
কর্ম্মসূত্রে পাওনা যেটুক্, কে পাবে বল তার বাড়া,
মিছে এদেশ ওদেশ বেড়াস্ ঘুরে—বিধির লেখা কপাল জোড়া॥

রামপ্রসাদ। ঠিক্—ঠিক্ বলেছ ভজহরি! আমার প্রাণের কথা একদিন গানের ভাষায় রচনা করেছিলাম, আজ সেই গান তুমি আমায় শোনালে! কেন যাবো পরের দোরে ভিক্ষা কর্‌তে? যে পাষাণী বাবাকে ভিক্ষুক সাজিয়ে নিজে অন্নপূর্ণা হ'য়ে ভিক্ষা দিয়েছে, সেই বাপের বেটা আমি—পরের দোরে যাবো ভিক্ষা কর্‌তে? না—না, কখনও না। স্ত্রী কন্যা উপবাসী থাক্, অতিথি অভুক্ত অবস্থায় ফিরে যাক্, দেবতা উপবাসী থাকুক্, আমি কিছু দেখ্‌বো না; শুধু আনন্দে করতালি দিয়ে নাচ্‌বো আর মুখে বল্‌বো আমার অন্নপূর্ণা মা ভিখারিনী হয়েছে,—তাঁর অন্ন দেবার শক্তি নেই! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

জগদীশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ

জগদীশ্বরী। আর তোমায় যেতে হবে না বাবা!

রামপ্রসাদ। কে, জগদীশ্বরী? কি বল্‌ছিস মা?

জগদীশ্বরী। বল্‌ছি, আর তোমায় যেতে হবে না। কৈলেসপুরের ঈশেন বাগ্দীর বউ এসেছিল, এক ধামা চাল দিয়ে গেল। বল্‌লে, তারা নাকি তোমার প্রজা, গত সনের ধান নাকি তাদের কাছে জমা ছিল, একেবারে চাল তৈরি ক'রে দিয়ে গেল। আমি যাই, বেলা হ'য়ে গেল, রান্নার যোগাড় করি গে।

[প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। শুন্‌লে ভজহরি?

ভজহরি। শুন্‌লুম বৈকি প্রভু, কৈলাসপুরের প্রজা ঠিক সময়েই উপকার করেছে।

রামপ্রসাদ। বৎস, ভ্রান্ত এ ধারণা তব।

প্রজা তো দূরের কথা,
কৈলাসপুরের নাম
এ জীবনে শুনি নি কখনো।
কৈলাস-ঈশ্বরী আপনি ঈশানী
বাগ্‌দিনী বেশে
বহি শিরে তণ্ডুলের ভার,
এসেছিল আমার আলয়ে!

পাষাণী দিল না দেখা আমা অভাগারে !
থাক—থাক তুমি ছলাময়ী
পাষাণী ঈশানী না দিয়া দর্শন,
থাক—পার যত দিন,
সাধিব না আর।
আপনি কাঁদিব শুধু 'মা—মা' বলিয়া।
এসো বৎস,
অবগাহি পুণ্যতোয়া ভাগিরথী-নীরে
শুদ্ধ দেহে—শুদ্ধ মনে বসিব আসনে।
উঠিব না—নড়িব না,
হোক্ দেহপাত।
দেখি, কতদিন
রহে স্থির পাষাণী ঈশানী।

ভজহরি।—

গান

'মা—মা' ব'লে আর ডাক্‌বো না।
তুমি দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা ধর এলোকশী,
না হয় দ্বারে দ্বারে যাবো, ভিক্ষামাগি খাবো,
মা ব'লে আর কোলে যাবো না ॥

[প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে মায়া বাগ্দিনীর প্রবেশ

মায়া।—

গান

ওরে ও মায়ের ছেলে !
অভিমানে যাস্ কোথা তুই,
আয়না ছুটে মায়ের কোলে ॥
আপনহারা 'মা-মা' ডাকে,
কেঁদে কেন কাঁদাস্ মাকে,
নয়নতারা তুই যে মায়ের
মা কি পারে থাক্‌তে ভুলে ?

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

গঙ্গাতীর

ব্যস্তভাবে নরেশের প্রবেশ

নরেশ। যেমন ক'রেই হোক্ আজ গঙ্গাপার হ'তেই হবে। সুহৃদসঙ্ঘের ভাণ্ডার শূন্যপ্রায়—পরেশ সংগ্রাম কর্‌ছে জীবন-মরণের সঙ্গে ; আরও দু'জন কর্ম্মীর অবস্থাও আশঙ্কা-জনক। মোড়ল খুড়ো ছেলেদের নিয়ে তাদের সেবায় ব্যস্ত—

ওষুধ আছে তো পথ্য নেই—পথ্য জুট্‌লো তো ওষুধ নেই। এদিকে আশ্রিত অতিথির সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বিশজন হ'তে ত্রিশজন—ত্রিশ হ'তে পঞ্চাশ একশো—বর্ত্তমানে পাঁচ শতে পৌঁছেছে। ভেবে উঠ্‌তে পার্‌ছি না কেমন ক'রে জোটাবো তাদের আহার্য্য। না—না, এ আমি কর্‌ছি কি? বৃথা চিন্তায় অমূল্য সময় নষ্ট কর্‌ছি। গঙ্গা আমায় পার হ'তেই হবে। তাইতো, এদিকে তো একখানাও নৌকা নেই। দেখি, ওদিকটা ঘুরে আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

রামপ্রসাদের প্রবেশ

রামপ্রসাদ। সদ্যপাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী, সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ। মা—মা—মা—

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। তাইতো, কি হ'লো আজ! কোথাও একখানা নৌকা নেই। কেমন ক'রে পার হবো! ঠাকুর! তোমরা তো অসাধ্যসাধন করতে পারো, একটা উপায় ক'রে দাও না! ব'লে দাও না কেমন ক'রে আমি ওপারে যাবো?

রামপ্রসাদ। সেই ওপারের কথা
ভাবিতেছি আমিও যে দিবানিশি!
সীমাহীন পারাবার—

কোথায় তরণী—কোথা কর্ণধার—
মার নাম সার শুধু এ জীবনে !
আঁধার নিকষকালো সম্মুখে পশ্চাতে,
দৃষ্টি নাহি চলে,
দিশাহারা বিভ্রান্ত পথিক
উতরোলী কাঁদি তাই 'মা-মা' বলিয়া।

নরেশ। তাইতো! আমি কাকে কি বল্‌ছি! এ যে একটা পাগল!

রামপ্রসাদ। ঠিক বলেছিস্। পাগলী মায়ের পাগল ছেলে,—এ তো হতেই হবে।

নরেশ। না—না, পাগল হ'লেও যে ওঁর পায়ে লুটিয়ে পড়্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে, যেন মনে হ'চ্ছে, এই মহাপুরুষের কৃপায় আমার আশা পূর্ণ হবে। আমার অন্তরের মহাপ্রাণী যেন দৃঢ়স্বরে বল্‌ছে—ওরে, লুটিয়ে পড়্—মহাপুরুষের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়্। [রামপ্রসাদের পদতলে পড়িয়া] আমায় দয়া কর ঠাকুর! আমি বড় বিপদে পড়েছি। সুবুদ্ধি বশে কি দুর্ব্বদ্ধি বশে জানি না দীন আতুরের সেবাব্রত নিয়ে এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেছি। দেশের জমিদারের অত্যাচারে আমাদের প্রধান কর্ম্মী তিনজন মৃত্যুশয্যায়, সঙ্ঘের খাদ্যভাণ্ডার শূন্য-প্রায়; পাঁচ শতাধিক আশ্রিতের মুখে অন্ন যোগাতে বড় আশা নিয়ে এসেছিলুম, যদি ওপারে যেতে পারি, তাহ'লে হয়তো কিছু খাদ্যশস্য সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌বো। কিন্তু দুর্ভাগ্য-

বশতঃ পারের নৌকা একখানাও পেলুম না। দয়া কর ঠাকুর! একটা উপায় ক'রে দাও ঠাকুর!

রামপ্রসাদ। বলিস্ কি রে? তাও কি হয়? অন্নপূর্ণা মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডারে অন্ন নেই? দূর বোকা, তা হয় না, কখনো হয় না।

অর্দ্ধোন্মাদিনীর ন্যায় আলুথালুবেশে
কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। খোকা—আমার খোকা—দেখেছ তোমরা তাকে? একটা সয়তান তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে তার ঘুমন্ত মায়ের কোল থেকে। সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—পাই নি। আমার বুকের নিধি আমার খোকা। বল্‌তে পারো তোমরা, কোথায় গেলে আমার খোকাকে খুঁজে পাবো? ঐ গঙ্গার বুকে লুকিয়ে থাকে যদি, ডুব দিয়ে তাকে খুঁজে বার কর্‌বো। কেউ আগুনে ফেলে দিয়ে থাকে, আগুনে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আগুন নিভিয়ে দিয়ে তাকে বুকে তুলে নেবো। বল না—বল না তাকে তোমরা দেখেছ?

রামপ্রসাদ। এই তো—এই তো তোদের অন্নপূর্ণা মা! প্রতিষ্ঠা কর্ এই মাকে তোদের সেবাশ্রমে। মা অন্নপূর্ণার দয়ায় ভাণ্ডার অফুরন্ত হবে।

কল্যাণী। কি বল্‌লে? সেবাশ্রম? সেখানে আমার খোকা আছে?

রামপ্রসাদ। মা হ'য়ে এক খোকার জন্যে ছুটে বেড়াচ্ছিস্? সেখানে আছে তোর শত শত সহস্র সহস্র সন্তান। মা হওয়ার সাধ পূর্ণ কর্‌বি যদি, সেখানে যা। দেখিস্, ভুলে যাস্ নি যেন এই পাগলা ছেলেকে।

কল্যাণী। বাবা! [কম্পিতকলেবরে রামপ্রসাদের পদ-তলে পতিত হইল।]

রামপ্রসাদ। এখনো দুঃখু? ওঠ্ মা! তুই তো এক সন্তানের মা নোস্,তুই যে জগতের মা—আমার জগদীশ্বরী মা—

নরেশ। চল মা!

কল্যাণী। কোথায় যাবো?

নরেশ। মহাপুরুষ যেখানে যেতে বল্‌লেন, যেখানে শত শত সন্তান মায়ের আশাপথ চেয়ে ব'সে আছে, সেইখানে। সামান্য অন্নের সংস্থান কর্‌তে এসে অন্নপূর্ণাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছি, আমার মত ভাগ্যবান্ আর কে আছে? এসো মা!

কল্যাণী। চল— [নরেশ ও কল্যাণীর প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। আমাকে দিয়ে যা খুসী তাই করাচ্ছিস্ কেন বল্ তো? আমি কি তোর হাতের খেলার পুতুল?

গাহিতে গাহিতে ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি।—

গান

আমায় পেয়েছিস্ তুই খাসা।
কর্‌লি যেন খেলার পুতুল ইঙ্গিতে ওঠা বসা॥

কাজ হারানু গোলেমালে,
ফেল্‌লি মোরে বেড়াজালে,
এমন বাঁধন চেয়ে কাঁদন ভালো
এ যে ভাঙ্গলো আশার বাসা ॥

রামপ্রসাদ। আমার যে তাই হ'লো রে ভজহরি! ওরে, আমার ঘরেও শান্তি নেই, বাইরেও শান্তি নেই। বেটী আমায় প্রাণখুলে একটু কাঁদতেও দেবে না।

[প্রস্থান।

ভজহরি। আপনমনে গজ্‌-গজ্‌ কর্‌তে কর্‌তে চ'লে গেলেন, স্নানাহ্নিক হ'লো কি না উনিই জানেন।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

ব্রজগোপালের বহির্ব্বাটী

জয়রামপ্রসাদ ও নরহরির কথোপকথন
করিতে করিতে প্রবেশ।

জয়রাম। বলিস্‌ কি রে নরু, কুমারহট্ট গাঁয়ের রামপ্রসাদ সিদ্ধপুরুষ হ'য়ে অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড কর্‌ছে?

নরহরি। তা কর্‌ছে বৈকি! মা কালীকে যা হুকুম কর্‌ছে, মা কালী অমনি তটস্থ হ'য়ে তাই কর্‌ছেন।

জয়রাম। আমিও রামপ্রসাদ, জয় আমার লেজে বাঁধা—আমি পার্‌বো না?

নরহরি। জয় যখন তোমার লেজে বাঁধা, তখন তুমি পার্‌তে পারো!

জয়রাম। পার্‌তে পারি—কেন? এ কথা বল্‌লি কেন?

নরহরি। শব-সাধনা বড় শক্ত সাধনা কিনা তাই।

জয়রাম। সে পার্‌লে আর আমি পার্‌বো না? জানিস্‌, কি রকম ক'রে সাধনা কর্‌তে হয়? ওর শিষ্য ভজহরি, আমার শিষ্য হবি তুই নরহরি।

নরহরি। তা নয় হবো, আগে তো তুমি সিদ্ধিলাভ কর। প্রথমেই একটা চণ্ডালের শব চাই, তারপর অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে গিয়ে সেই শবের উপর ব'সে সাধনা কর্‌তে হবে—ব্যস্‌, রাতারাতি সিদ্ধিলাভ।

জয়রাম। তাইতো, চণ্ডালের মড়া পাবো কোথায়?

নরহরি। আরে, তুমি তো নায়েবের ছেলে, এক বেটা চণ্ডালকে মেরে ফেল। এই তো তোমার বাবার হুকুমে বাঁধ কাট্‌তে গিয়ে তিনটে লোক আধমরা হ'য়ে গেল, কেউ কিছু বল্‌লে, না কর্‌লে? তুমি একটাকে শেষ ক'রে দাও।

জয়রাম। অত ঝঞ্ঝাটে দরকার কি? তুই যখন আমার শিষ্য হচ্ছিস্‌, তখন তুই তো রটিয়ে দিতে পারিস্‌, আমি সিদ্ধিলাভ করেছি!

নরহরি। সেটা যদি কেউ বিশ্বাস না করে?

জয়রাম। তার বেলা বিশ্বাস কর্‌লে, আর আমার বেলা কর্‌বে না?

নরহরি। তার অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ দেখে লোকে বিশ্বাস কর্‌ছে।

জয়রাম। তা বটে! তা হ'লে শ্মশানটা একবার ঘুরে আসা দরকার।

নরহরি। বিলেত ঘুরে এসে যেমন বিলেত ফের্‌তা হয়, তেমনি তুমিও শ্মশান ঘুরে এসে সিদ্ধপুরুষ হবে। তা ছাড়া কারণে অকারণে কারণ পান কর্‌তে হবে; তান্ত্রিক সাধনার এইটী হ'চ্ছে আসল জিনিষ।

জয়রাম। সেটা এখনও করি, তখনও কর্‌বো। এখন হয় পেলে পার্ব্বণে, তখন হবে কারণে অকারণে।

তারু পাইকের প্রবেশ

তারু। লায়েব মশায় কোথায় খোকাবাবু?

জয়রাম। আর খোকাবাবু নয়, আমি এবার সাধক—সিদ্ধপুরুষ হ'চ্ছি।

তারু সে আবার কি?

জয়রাম। সে বুঝ্‌বি তখন—তবে তোকে আমার চাই।

তারু। আমি আবার কি কর্‌বো?

জয়রাম। তোকে মর্‌তে হবে।

তারু। আমি মর্‌বো কেনে গো?

জয়রাম। তোকে মেরে ফেলে আমি তোর বুকের ওপর ব'সে সাধনা কর্‌বো।

তারু। মাইরি?

[প্রস্থান।

জয়রাম। তাইতো, বেটাতো রাজী হ'লো না!

নরহরি। মর্‌তে বুঝি কেউ রাজী হয়? ওকে পট্টি দিয়ে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে, তারপর সেখানে ওকে শেষ কর্‌তে হবে। ও তুমি পার্‌বে না; কিছু টাকা ছাড়, আমি ওকে নিয়ে যাবো।

জয়রাম। কত টাকা দিতে হবে?

নরহরি। তা একটা লোকের জান নিতে গেলে তু' পাঁচশো লাগ্‌বে বৈ কি! রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের জন্যে তু'হাতে টাকা খরচ করেছেন, এখনও কর্‌ছেন।

জয়রাম। আমার তো আর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নেই, যা করে বাবাচন্দ্র। দেখা যাবে কতদূর কি হয়! তবে জেনে রাখ, আমি সিদ্ধপুরুষ হবোই। তুইও শিষ্য হবার জন্যে তৈরি হ'।

নরহরি। আমি তো তৈরি।

জয়রাম। শিষ্য হ'লে গান গাইতে হয়, তুই গাইতে পার্‌বি?

নরহরি। খুব পার্‌বো! এই শোন না—[বিকৃতস্বরে গানের তুই চরণ গাহিল]

গান

তারা, কুল পেড়ে দে নুন দিয়ে খাবো।
বাংলা দেশে জন্ম আমার—
বিলাতী আমড়া কোথায় পাবো॥

ব্রজগোপালের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছিস্ কেন? থাম্।

জয়রাম। বাবা, আমি সিদ্ধ-মহাপুরুষ হবো—আমায় শ' পাঁচেক টাকা দাও।

ব্রজগোপাল। বেটা আমার দৈত্যকুলে পেল্লাদ রে, সিদ্ধ মহাপুরুষ হবেন! সাধনা কর্‌বি, তা টাকা কি হবে? লোটা নে, কম্বল নে, হরিদ্বারে পাহাড়ের গুহায় ব'সে দেদার সাধনা কর্‌গে যা—

জয়রাম। টাকা দেবে না তো?

ব্রজগোপাল। টাকা তো আর গাছের ফল নয় যে,, হাত বাড়িয়ে পেড়ে দেবো!

জয়রাম। টাকা দেবে কিনা বল?

ব্রজগোপাল। যত সব বাপে খেদানো মায়ে তাড়ানো ছোঁড়া নিয়ে যা খুসী তাই কর্‌ছিস? আমার ছেলেটার পরকাল খাচ্ছো, তুমি ছোক্‌রা কে হে? বেরোও—বেরিয়ে যাও এখান থেকে; যদি আর কোনদিন এ বাড়ীতে ঢুক্‌বে, তোমায় চাব্‌কে লাল ক'রে দেবো। বেরোও বল্‌ছি—

নরহরি। বিদায় প্রণতি পদে গুরুদেব,
পাপপুরী তব চলিনু ত্যজিয়া।
আর না আসিব—
আর না হইবে দেখা!
খুঁজে নাও অন্য শিষ্য
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করি।

প্রস্থান।

ব্রজগোপাল। ডেপো ছোঁড়া কি বল্‌লে?

জয়রাম। কি আর বল্‌বে সে! কিন্তু তুমি কি করলে বাবা? আমার প্রিয় শিষ্যকে জন্মের মত বিদায় ক'রে দিলে? উঃ, আমার সাধনার পথে ছড়িয়ে দিলে একরাশ কুলকাঁটা!

তবে আর কেন?
শিষ্য গেছে, গুরু না রহিবে আর!
চলিনু—চলিনু পিতা
ত্যজি পাপপুরী।
সন্ন্যাসীর বেশে
ফিরিব এ ভূমণ্ডল।
দেশে দেশে পল্লীতে পল্লীতে
গ্রামে মাঠে হাটে বাটে
দেখা হবে যার সনে,
কহিব তাহারে—

স্নেহহীন—মায়াহীন নিষ্ঠুর জনক
কৃপণের সেরা।
অর্থ হ'তে তনয়ে বঞ্চিত করে—
যে অর্থের পূর্ণ অধিকারী—
সে তনয় পিতার মৃত্যুর পরে।

[গমনোদ্যত]

ব্রজগোপাল। ওরে, ও জয়া—ও খোকা! কোথায় যাস্? ফের্—ফের্—

জয়রাম। না—না, ফিরিব না,
বন্ধু গেছে—শিষ্য গেছে যবে,
আমিও যাইব।
যদি মুখ তুলে চায় ভগবান্,
মৃত্যু হয় তব,
তখনই আসিব ফিরি
তোমার সঞ্চিত অর্থ করিতে দখল।

ব্রজগোপাল। ওরে যাস্ নি—যাস্ নি। এই দেখ্, তবু যায়? ওরে, তোর জন্যে নতুন কারবার ফেঁদেছি। দেশের সব চাল ঝেঁটিয়ে নিয়ে চালের আড়ৎ খুলেছি, দুর্ভিক্ষে মোটা লাভে কালাবাজার চালাবো ব'লে। তবু চ'লে যাচ্ছে দেখ,—ওরে ফিরে আয়—

জয়রাম। ফির্‌তে পারি, যদি আমার ফেরার মূল্য পাঁচশো টাকা দিতে পারো। [প্রস্থান।

ব্রজগোপাল। তাইতো, চ'লে গেল যে! কি করি? একটা ছেলে—তায় আবার মা-হারা। ছেলে যদি সংসার ছেড়ে চ'লে যায়, তাহ'লে মাথার ঘাম পেয়ে ফেলে এত রোজগার কর্‌ছি—সঞ্চয় কর্‌ছি কার জন্যে! ওরে—ওরে জয়া, ওরে খোকা, ফিরে আয়—আমি তোকে পাঁচশো টাকাই দেবো।

[জয়রামকে অনুসরণ করিল।

পঞ্চম দৃশ্য

সুপ্রকাশ রায়ের বহির্ব্বাটীর দরদালান

কথোপকথন করিতে করিতে সুপ্রকাশ
ও গীতার প্রবেশ

গীতা। বল কি বাবা, আমাদের জমিদারীতে বাস ক'রে, আমাদের প্রজা হ'য়ে তারা যা খুসী তাই কর্‌বে, আর তুমি তাই অম্লানবদনে মাথা নীচু ক'রে সহ্য কর্‌বে? তাদের এক একটাকে ধ'রে এনে চাবুক লাগাতে পার্‌লে না?

সুপ্রকাশ। প্রয়োজন হ'লো না মা! ঐ সব বকাট্‌ ছোড়ার দল গাঁয়ের লোককে উস্‌কে দিয়ে দল বেঁধে গিয়েছিল মুক্ষী নদীর বাঁধ কাট্‌তে—

গীতা। বাঁধ কেটে দিয়েছে? তাহ'লে বড় বাঁধে জল আস্‌বে কোথা থেকে? তুমি যে মাছের চাষ কর্‌বে বলেছিলে—তাই বা হবে কি ক'রে?

সুপ্রকাশ। বাঁধ তারা কাট্‌তে পারে নি, পুঁটীরাম পাইকের দল তাদের মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

গীতা। তা না হয় দিয়েছে, কিন্তু তাতেই কি তুমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বে? সামান্য প্রজা হ'য়ে যারা রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের খড়্গ তোলে, তাদের ঔদ্ধত্য দমন করা উচিত।

সুপ্রকাশ। গ্রামে ওরা একটা সঙ্ঘ করেছে। আসলে সঙ্ঘ বল্‌তে যা বোঝায়, এ তা নয়। যত সব নিষ্কর্ম্মার দল, অনাহুত, রবাহুত, যত সব চোর বদমায়েস গুণ্ডাকে জুটিয়েছে ঐ আড্ডায়, চুরি জোচ্চুরি বাটপারী রাহাজানী ক'রে ভুত-ভোজন করাছে আর গুণ্ডামী কর্‌ছে! সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার—তোমার গুণধর কাকাও জুটেছেন ঐ দলে। মনে কর্‌লে আমি একদিনেই ওদের সায়েস্তা ক'রে দিতে পারি। পারি না শুধু ঐ হতভাগা পরেশটার জন্যে। হাজার হোক্ ভাই তো! একটা কিছু কর্‌তে গেলে সেও জড়িয়ে পড়্‌বে। শেষ পর্য্যন্ত বদনাম হবে আমার। লোকে বল্‌বে—সুপ্রকাশ রায় ছোটলোক, ভাইয়ের সঙ্গে শত্রুতা কর্‌ছে!

গীতা। যে ভাই পিতামহের সুনাম কলঙ্কিত করে, বংশের মর্য্যাদা নষ্ট করে, বড় ভাইয়ের মুখে চুণকালী দিতে

চায়, তাকে তুমি ভাই ব'লে পরিচয় দিতে চাও বাবা? না, সে তোমার ভাই নয়—পরম শত্রু। শত্রুকে প্রশ্রয় দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তাকে দমন কর—তাকে নিপাত কর, তবেই পার্‌বে তুমি আত্মমর্য্যদা রক্ষা কর্‌তে—পিতৃ-পুরুষের সুনাম রক্ষা কর্‌তে—রাজা হ'য়ে রাজসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে।

সুপ্রকাশ। তুই তো জানিস্ নে মা, এতটুকু থেকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, ঐ পরেশকে, মুখের খাবার অর্দ্ধেক তার মুখে তুলে দিয়েছি। সেই ভাই—ওঃ! কথাটা ভাব্‌তেও আমার বুকের পাঁজরাগুলো যেন ভেঙ্গে চুর্‌মার হ'য়ে যাচ্ছে!

গীতা। মানুষ আর তাকে কর্‌লে কৈ বাবা? মানুষ হ'লে কি সে আজ তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পার্‌তো? সে এই জমিদারীর অর্দ্ধেকের অংশীদার, যে পথে চলেছে সে, তাতে জমিদারীর অস্তিত্ব আর কতক্ষণ থাক্‌বে বাবা? নির্ব্বোধ, অনাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ভাইয়ের জন্য একদিন তোমাকেও পথে দাঁড়াতে হবে, এ আমি ব'লে দিচ্ছি। এখনো চেষ্টা কর্‌লে হয় তো শাসন কর্‌তে পারো বাবা, এর পর সে চ'লে যাবে শাসনের বাইরে।

সুপ্রকাশ। শাসন আমি তাকে কর্‌বে গীতা! জমিদারীর এক কপর্দ্দকও তাকে দেবো না,—সে বন্দোবস্ত আমি করেছি আমি তাকে জানিয়ে দেবো যে, রায়েদের জমিদারীর উপর তার কোন দাবী নেই।

গীতা। সে যখন তোমার সহোদর ভাই, তখন পৈতৃক সম্পত্তির উপর তার দাবী নেই—এ কথা তুমি বল্‌তে পারো না বাবা!

সুপ্রকাশ। পারি কি না তা আমি দেখিয়ে দেবো। তার যথেচ্ছাচার আমি কোনমতে বরদাস্ত কর্‌বো না।

গীতা। পারো ভাল, জমিদারী রক্ষা হবে তোমার। না পারো, তোমারই যাবে—আমার কি! আমায় তো আর তুমি ফেল্‌তে পার্‌বে না! তুমি পথে দাঁড়াও, আমাকেও হ'তে হবে তোমার সঙ্গী, আজ আছি ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মাঝে, তখন থাক্‌বো দীনতার আবেষ্টনীর ভেতর, এই-টুকুই তফাৎ।

সুপ্রকাশ। ও সব দুশ্চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল মা, সুপ্রকাশ রায় এত বোকা নয় যে, মেয়ের হাত ধ'রে পথে দাঁড়াবে! সংসারের চিরন্তন রীতি—'ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই', তা সহোদরই হোক্ আর জ্ঞাতিই হোক্। স্নেহের দুর্ব্বলতায় আমি নিজের পায়ে নিজে কুঠারের আঘাত করতে পার্‌বো না। শুধু তাই নয়, যাদের প্ররোচনায় পরেশ আজ অধঃপতিত, সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকের দলকেও আমি এমন শিক্ষা দেবো, যাতে তারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌তে পারে যে, কুমীরের সঙ্গে বিবাদ ক'রে জলে বাস করতে যাওয়া আর অকাল-মৃত্যুকে আমন্ত্রণ ক'রে আনা দুই-ই সমান।

গীতা। তবেই বুঝ্‌বো, তুমি তোমার পূর্ব্বপুরুষের নাম রেখেছ—আত্মসম্মান বজায় রেখেছ—রায়-বংশের গৌরব-

অক্ষুণ্ণ রেখেছ। তোমার দাপটে যদি বাঘে গরুতে একঘাটে জল না খায়, তবে তুমি কিসের জমিদার? তোমাতে আর একজন সামান্য প্রজায় প্রভেদ কি? পায়ের তলায় যাদের স্থান, মাথায় চ'ড়ে তারা নৃত্য করবে—এ আমি দেখ্‌তে পারি না—পার্‌বো না।

পুঁটীরামের প্রবেশ

পুঁটীরাম। পারো না ব'লেই তো পুঁটীরাম এতদিন নুণ খেয়ে নেমকহারামী করে নি। বড় মনিবের হুকুমে ছোট মনিবের মাথায় লাঠি চালাতে পেছপাও হয় নি। একদিন যাকে কোলে পিঠে ক'রে বেড়িয়েছি, তার টক্‌টকে তাজা রক্তে দু'হাত রাঙিয়ে খুসীতে ভূতের নাচ নেচেছি, মনকে বুঝিয়েছি নুণ খেয়ে নেমকহারামী করি নি। কিন্তু সে খুসী তো রইলো না মা-জননি! মগজে সাপে ছোব্‌লালে যেমন মানুষ জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে মরে, এ জ্বালা যে সে জ্বালাকেও ছাপিয়ে উঠেছে! মনটা দিনরাত ডুক্‌রে কেঁদে উঠে বল্‌ছে পুঁটে চাঁড়াল, এই জন্যেই তুই চাঁড়ালের ঘরে জন্মেছিস্‌। ওঃ—

সুপ্রকাশ। অমন কর্‌ছো কেন পুঁটীরাম! কি হ'লো তোমার?

পুঁটীরাম। পুঁটে চাঁড়ালের কি হয়েছে, তা তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে না বড় বাবু! মানুষ হ'লে হয়তো বুঝ্‌তে পার্‌তে! তুমি যে জমিদার—হুকুমদার, শুধু হুকুম করতে জান, আর বুঝ্‌তে জান হুকুমের চাকর হুকুম তামিল করে কি না। দেখ

দেখি—দেখ দেখি চেয়ে আমার বুকের পাঁজরাগুলো—এর একখানাও আস্ত নেই—সব ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গেছে! দেখ্‌ছো? বুঝ্‌তে পার্‌ছো আমার কি হয়েছে? পার্‌বে না—তুমি পার্‌বে না। যদি পার্‌তে, তাহ'লে অমন হুকুম দিতে না—দিতে পার্‌তে না।

ব্রজগোপালের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। এই যে পুঁটীরাম, কোথায় ছিলে? তোমার বাহাদুরীতে বড় বাবু খুসী হ'য়ে বক্‌শিস্‌ দিতে তোমায় যে খুঁজ্‌ছিলেন?

পুঁটীরাম। বটে, তা তো জানি নে!

ব্রজগোপাল। তোমার দলের লোকেরা একে একে এসে বক্‌শিস্‌ নিয়ে গেল, তোমার আর পাত্তা নেই!

পুঁটীরাম। তুমি বকসিশ্‌ নাও নি লায়ের মশায়?

ব্রজগোপাল। কাজ করেছ তো তোমরা, আমি শুধু নির্দ্দেশ দিয়েছি তোমাদের—কখন্‌, কোথায়, কি ভাবে থাক্‌তে হবে, কি কর্‌তে হবে—ব্যস্‌, এ ছাড়া তো আর কিছু নয়! এই নাও তোমার বক্‌শিস্‌ পঞ্চাশ টাকা; ক'দিন থেকে সঙ্গে নিয়ে ঘুর্‌ছি, তোমার আর পাত্তা নেই। এই নাও, একখানা একখানা ক'রে গুণে নাও।

[পুঁটীরামকে টাকা দিল, পুঁটীরাম তীব্রদৃষ্টিতে একবার সুপ্রকাশের দিকে একবার ব্রজগোপালের দিকে চাহিয়া টাকাগুলি গ্রহণ করিল।]

ব্রজগোপাল। কেমন, খুসী হয়েছ তো ?

পুঁটীরাম। খুসী হয়েছি কি না সেই কথাটা জান্‌বার জন্যে তোমাদের মনটা ভারি ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে—না ? আমার জবাব শুন্‌বে ? ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিয়ে ভাইয়ের টক্‌টকে তাজা রক্ত দেখে তোমাদের মত ভদ্দর লোক, জমিদার আর তার নায়ের খুসী হ'তে পারে, কিন্তু আমাদের মত ছোটলোক চাঁড়াল খুসী হয় মনিবের হুকুম তামিল ক'রে, কিন্তু এক মানবের বুকের রক্ত নিতে আর এক মানবের হুকুম তামিল করে নয়। পুঁটে চাঁড়াল চাঁড়ালের বুদ্ধিতে চাঁড়ালের খেয়ালে তাই করেছে ব'লেই ভেঙ্গে চুর্‌মার্‌ হ'য়ে গেছে তার বুকের পাঁজরাগুলো, ক্ষেপে বেড়াচ্ছে সে মরণ-যাতনায়। এ বক্‌শিস্‌ পুঁটে চাঁড়ালের সইবে না নায়েব মশায়, এ বক্‌শিস্‌ পাওনা তোমার। এই নাও—তুমি নাও ; কারণ, এতখানি সর্ব্বনাশের গোড়া হ'চ্ছো তুমি—এ বক্‌শিস্‌ তোমারই পাওনা। [নোটের তাড়া ব্রজ-গোপালের গায়ে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিল কিন্তু সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া] হ্যাঁ, যাবার সময় ব'লে যাই, শুনে রাখ নায়েব মশাই ! বক্‌শিস্‌ আমি নেবো, তবে এখানে নয়, ছোট বাবুর পায়ের তলায় প'ড়ে চোখের জলে তার পা দু'টো ধুইয়ে দিয়ে। তাতে যদি সে দেবতা মাপ করে, তাহ'লে বক্‌শিস্‌ নেবো এই চাঁড়াল ছোটলোকের প্রাণটাকে তার কাজে লাগিয়ে।

[প্রস্থান।

ব্রজগোপাল। দেখ্‌লেন হুজুর, ছোটলোক চাঁড়ালের

কাণ্ডখানা! হুজুরকে অপমান ক'রে গেল টাকাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে?

গীতা। বল্‌তে পারো বাবা, কার প্ররোচনায় এতখানি প্রশ্রয় পেয়েছে এই সব ছোটলোকের দল?

সুপ্রকাশ। ভাবিস নি মা! ভেবো না ব্রজগোপাল! এর প্রতিকার আমি কর্‌বো। বাঘে গরুতে কেমন ক'রে একঘাটে জল খায়, এই সুপ্রকাশ রায় এইখানে ব'সেই তা দেখিয়ে দেবে। সন্ধ্যার পর তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'রো ব্রজগোপাল, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আয় মা—

[গীতার হাত ধরিয়া প্রস্থান।

ব্রজগোপাল। ব্রজগোপাল! তুই বগল বাজা—এবার ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মার্‌বে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

সুহৃদসঙ্ঘের সেবাশ্রম প্রাঙ্গণ

নরেশ ও মাখনের কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ

নরেশ। এখন উপায় কি হবে খুড়ো, মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার যে খালি! চাল যা আছে, তাতে বড় জোর দু'টো

দিন চল্‌বে। এতগুলি প্রাণীকে নিছক উপবাস ক'রে থাকতে হবে। দেশের সমস্ত চাল আট্‌কে রেখেছে নায়েব ব্রজগোপাল। কালাবাজারে মোটা লাভে বাইরের খদ্দেরকে বিক্রি কর্‌ছে, বেশী দাম দিলেও আমাদের এক ছটাকও দেবে না। দেশে দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছে। আট দশখানা গাঁয়ের হাটে হাটে বহু চেষ্টা ক'রেও এক ছটাক চাল সংগ্রহ কর্‌তে পারি নি।

মাখন। মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার কখনো শূন্য হবে না। এ যে মহাপুরুষের বাণী, এ কি কখনো মিথ্যে হয় বাবাজি? স্বহস্তে মা অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা করেছ তুমি এই সেবাশ্রমে, মহাপুরুষের বাণী আর মায়ের উপর নির্ভর ক'রে চুপ্‌টী ক'রে ব'সে থাকো। ভাব্‌তে দাও যাঁর ভাবনা তাঁকে; আমরা আছি কাজ কর্‌তে, কাজ ক'রে যাবো। গ্রাম হ'তে গ্রামান্তর ঘুরে অনাথ, আতুর, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতকে ধ'রে আন্‌বো এই সেবাশ্রমে—প্রাণ উৎসর্গ কর্‌বো জনসেবায়। এ ছাড়া আর আমরা কি কর্‌তে পারি বাবাজি?

মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া পরেশের প্রবেশ

পরেশ। এ ছাড়া আমরা আরও কিছু কর্‌তে পারি মাখন খুড়ো!

মাখন। কি বাবাজী?

পরেশ। আমরা পারি অর্থপিশাচ চামারের বুকের রক্ত শুষে নিতে।

মাখন। তোমার হেঁয়ালীটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে বাবাজী, একটু খোলসা ক'রে বল।

পরেশ। বুঝ্‌তে পার্‌লে না খুড়ো? দেশের হাটে মাঠে বাটে কোথাও এক ছটাক চাল পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ আমাদের এই আশ্রমের মত দশটা আশ্রমের সারা বছরের খোরাক হয়, এত চাল মজুত ক'রে রেখেছে যে—সে চামার নয়? বাইরের খদ্দেরকে দশগুণ লাভে বিক্রি কর্‌ছে যে—সে অর্থপিশাচ নয়?

মাখন। এখন বুঝেছি। জমিদারের নায়েবের কথা বল্‌ছো তো? বেল পাক্‌লে কাকের কি? জমিদারের কড়া হুকুম—আমরা দশগুণের জায়গায় বিশগুণ মুনাফা দিলেও আমাদের এক ছটাক চাল দেবে না।

পরেশ। সুপ্রকাশ রায়ের একার জমিদারী নয়, আমি তার অর্দ্ধেকের অংশীদার, আমি আমার পাওনা-গণ্ডা আদায় কর্‌বো।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। চোখ রাঙিয়ে বড় ভায়ের কাছে আদায় কর্‌তে যেও না পরেশ, সানুনয়ে প্রার্থনা কর্‌বে। তিনি জ্যেষ্ঠ, যদি জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য পালন করেন, তাহ'লে তিনি তোমায় তোমার ন্যায্য প্রাপ্য হ'তে বঞ্চিত কর্‌বেন না।

পরেশ। তাঁর কাছে সে প্রত্যাশা নেই। তাঁর প্রকৃতি আমি জানি, তা ছাড়া বর্ত্তমানে আমি তাঁর শত্রু।

কল্যাণী। তিনি তা মনে কর্‌তে পারেন ; কিন্তু তুমি তা কখনো মুখে এনো না পরেশ !

পরেশ। তবে কি আপনি আমায় নিষেধ কর্‌ছেন ?

কল্যাণী। নিষেধ আমি করি নি পরেশ ! আমার উপদেশ —নিজের অবস্থা, নিজের কর্ত্তব্য আর নিজের মনুষ্যত্ব ভুলে না যাওয়া। তুমি সাধারণের সঙ্গে মিশে সাধারণেরই এক-জন হ'য়ে গেছ, তাই বড়লোক জমিদারের স্বরূপ কখনো দেখ নি—কখনো কল্পনাও কর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু আমি দেখেছি—জাত সাপের দেহ যেমন স্নিগ্ধ, বুকে রাখ্‌লে বুক ঠাণ্ডা হয়, আবার তার বিষও তেমনি তীব্র প্রাণঘাতী। ধনিকসম্প্রদায়ও ঠিক্ তেমনি। বনেদী বড় লোক কিনা —হ'তেই হবে ! শুন্‌বে এক নারীর কাহিনী ? শুন্‌তে শুন্‌তে তোমার চোখ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বেরুবে, রোষে ক্ষোভে দেহের লোম খাড়া হ'য়ে উঠ্‌বে, হাতে অস্ত্র না থাকে, বদ্ধমুষ্টি আপনি তোমার মাথার সমান্তরাল হ'য়ে উঠ্‌বে— তার মাথাটা চূর্ণ ক'রে দিতে।

পরেশ। কি সে কাহিনী দেবি ?

মাখন। বোধ হয় আমিও জানি সে কাহিনী—আমারও তা অজ্ঞাত নয় মা !

কল্যাণী। যদি জান, তাহ'লে মূক হ'য়ে যাও—সে কথা আর উচ্চারণ ক'রো না।

পরেশ। কার কথা বল্‌ছেন আপনি ?

কল্যাণী। সে এক ধনিকের অত্যাচার-কাহিনী। থাক্,

সে কাহিনী আর একদিন বল্‌বো—আজ নয়। সম্মুখে এখন তোমাদের অনন্ত কর্ত্তব্য—তোমাদের প্রতিটী মুহূর্ত্ত এখন মূল্যবান। ধনিকের অত্যাচার যখন চোখে দেখ্‌বার সুযোগ পেয়েছ, তখন অতীতের একটা কাহিনী শুনে অমূল্য সময় অযথা নষ্ট ক'রো না। সহস্রাধিক অনাথ আতুর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হতভাগ্য আজ তোমাদের আশ্রিত, তাদের সেবা—তাদের রক্ষাই এখন তোমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।

[প্রস্থান।

নরেশ। মায়ের আদেশ শুন্‌লে পরেশ?

পরেশ। তাঁর আদেশ আর উপদেশ দু'টোই স্বতন্ত্র। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না কি কর্‌বো!

নরেশ। আমাদের আশ্রিত যারা, তাদের জন্য অন্নের সংস্থান করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

পরেশ। কিন্তু সে সংস্থান কোথা থেকে হবে? কেমন করে হবে? কে যোগাবে এতগুলি প্রাণীর মুখের গ্রাস?

পুঁটীরামের প্রবেশ

পুঁটীরাম। [পরেশের পদতলে পড়িয়া] আমায় মাপ কর ছোট বাবু, আমি যোগাবো। আমার গোলায় যা ধান আছে, এক হাজার লোকের খোরাক—একটা মাস ব'সে খেতে পারবে। আমি সেই ধান মাথায় ক'রে এনে দেবো—আমায় মাপ কর।

নরেশ। বেটা ছোটলোক—পাজী নচ্ছার! ছোট বাবুর

মাথা ফাটিয়ে দেবার বেলায় তো এ আক্কেল হয় নি? এখন এসেছিস্ জুতো মেরে গরু দান করতে? বেরো—বেরিয়ে যা এখান থেকে, বেটা ইতর ছোটলোক—

কল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ

কল্যাণী। যখন সে ইতর ছোটলোক ছিল, তখনই সে মাথা ফাটিয়েছে। সেই ছোটলোকপনা, সেই বিদ্বেষ, সেই ক্ষণিকের শত্রুতাই তাকে মানুষ ক'রে দিয়েছে। এখন সে আর ছোটলোক নয়, অনুতাপের আগুনে পুড়ে খাঁটি মানুষ হয়েছে। এখন সে তোমাদেরই একজন—তোমাদেরই ভাই। অনুতপ্ত ভাইকে পায়ের তলা থেকে বুকে তুলে নাও পরেশ!

গাহিতে গাহিতে সঙ্ঘের বালক-বালিকাগণের প্রবেশ

বালক-বালিকাগণ।— গান

মায়ের ডাকে ভাই এসেছে আদর ক'রে নে।
দীক্ষা দিয়ে মাতৃ-মন্ত্রে মালা-চন্দন দে॥
সে তো বাংলা মায়ের ছেলে,
ছিল সে আঁধারেতে মনের ভুলে,
এখন ভুল ভেঙ্গেছে, চোখ খুলেছে, চিনেছে আপন জনারে॥

পরেশ। এসো ভাই—[পুঁটীরামকে বুকে জড়াইয়া ধরিল।] বল, বন্দে মাতরম্।

সকলে। বন্দে মাতরম্—

[পুঁটীরামকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামপ্রসাদের গৃহ-সম্মুখ

একখানা অস্ত্র ও কিছু দড়ি হস্তে লইয়া
রামপ্রসাদের প্রবেশ

রামপ্রসাদ। মায়া—মায়া—
চারিদিক মায়াজালে ঘেরা!
জায়া, কন্যা, পরিজন
মায়ার পুতলী;
মায়ার বেষ্টনী গেহ,
মায়াময় এ বিশ্ব-সংসার!
মত্ত জীব মায়ার খেলায়!
নহি ভিন্ন আমি,
খেলিতেছি আমিও নিয়ত
মায়া-ক্রীড়ানক ল'য়ে।
গৃহকর্ম্ম—এও মায়া!
মাকে ভুলি এতক্ষণ
গৃহকর্ম্মে ছিলাম ব্যাপৃত।
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন মায়ার খেলায়;
ভাল খেলা খেলিস্ জননী

আমারে লইয়া !
বড়ই পিপাসা—
বসি এইখানে।
ও মা জগদীশ্বরি !

[উপবেশন করিলেন]

নেপথ্যে জগদীশ্বরী। আমায় ডাক্‌ছো বাবা ?

রামপ্রসাদ। বড় পিপাসা—একটু জল নিয়ে আয় তো মা !

জল লইয়া জগদীশ্বরীর প্রবেশ

জগদীশ্বরী। এই নাও বাবা !

রামপ্রসাদ। দে মা, দে—[জল লইয়া পান করিলেন।] আঃ—আজ তোকে বড় খাটিয়েছি, না ?

জগদীশ্বরী। তোমার বেড়া বাঁধা হ'য়ে গেল নাকি ?

রামপ্রসাদ। বেটী কে রে ! খুব খাটিয়েছি ব'লে রাগ হয়েছে বুঝি ?

জগদীশ্বরী। রাগ হবে কেন ? আমি আর কি খেটেছি ?

রামপ্রসাদ। অতখানি বেড়া বাঁধ্‌লুম—খাট্‌নী নয় ?

জগদীশ্বরী। খেটেছ তো তুমি !

রামপ্রসাদ। আর তুই যে দড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছিলি ?

জগদীশ্বরী। সে আর কতটুকু ?

রামপ্রসাদ। কতটুকু কি রে ?

জগদীশ্বরী। হ্যাঁ, তিন চারবার বটে।

রামপ্রসাদ। তিন চারবার কি রকম ?

জগদীশ্বরী। তিন চারবার ফেরাবার পর মা আমায় খেতে ডাক্‌লেন, আমিও দড়ি রেখে চ'লে গেলুম।

রামপ্রসাদ। এই তো মা, একটা বড় অন্যায় কাজ কর্‌লে, যে অন্যায়ের মার্জ্জনা নেই!

জগদীশ্বরী। কি অন্যায় কাজ কর্‌লুম বাবা?

রামপ্রসাদ। মিথ্যাকথা বল্‌লে! তুমি তো জান, মিথ্যা-কথা বলা শুধু দোষ নয়—মহাপাপ!

জগদীশ্বরী। আমি তো মিথ্যাকথা বলি নি বাবা!

রামপ্রসাদ। বল নি?

জগদীশ্বরী। না।

রামপ্রসাদ। আমি মাত্র বেড়া বাঁধা শেষ ক'রে আস্‌ছি, তুমিই এতক্ষণ আমায় দড়ি ফিরিয়ে দিচ্ছিলে, অথচ বল্‌ছো দাও নি?

জগদীশ্বরী। দিই নি বাবা!

রামপ্রসাদ। আমার নিজের চোখকে আমায় অবিশ্বাস কর্‌তে হ্‌বে?

জগদীশ্বরী। এই আমি তোমার পা ছুঁয়ে—

রামপ্রসাদ। থাক্ মা, থাক্; আমি বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি মিথ্যাকথা বল নি। তুমি বাড়ীর ভেতর যাও মা।

জগদীশ্বরী! তুমি যাবে না?

রামপ্রসাদ। পরে যাবো, এখন তুমি যাও।

জগদীশ্বরী। কত বেলা হ'য়ে গেছে, খেতে-দেতে হবে না বুঝি?

রামপ্রসাদ। এখনো আমার স্নানাহ্নিক সারা হয় নি মা, তুমি যাও।

জগদীশ্বরী। বেশী দেরী ক'রো না কিন্তু!

[জগদীশ্বরীর প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। ওরে না—না। যা একটু দেরী হবে বেটীর সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে! বেটী এত কাছাকাছি এসে শেষে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল?

কন্যা হ'য়ে কাছে এলি
পাষাণী ঈশানী,
চিনিতে দিলি না মোরে?
এত ছল—এত প্রতারণা
কোথায় শিখিলি শবাসনা?
প্রসাদে ছলিয়া যদি এত তৃপ্তি তোর
কর ছলা-কলা যত আছে জানা।
"তারা—তারা" বলি, হ'য়ে উতরোলী
প্রসাদ কাঁদিতে জানে,
তা হ'তে বঞ্চিত কেমনে করিবি তুই?

[চক্ষু মুদিত করিলেন।]

গাহিতে গাহিতে ভজহরির প্রবেশ

ভজহরি।— গান

মন, কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
(ও মন) ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাঁধ দিয়ে ভক্তি-দড়া॥

নয়ন থাকতে দেখ্‌লি না মন, ছি-ছি রে তোর কপাল পোড়া।
ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥

রামপ্রসাদ। এ গান তুমি কোথায় শিখ্‌লে ভজহরি? ায়ের নাম জপ করতে করতে মনে মনে এইমাত্র আমি এ গান রচনা করেছি, তুমি তা শিখ্‌লে কেমন ক'রে? যামি তো তোমায় এখনো বলি নি?

ভজহরি। পথে আস্‌তে আস্‌তে এক বাগ্দীর মেয়ে আমায় শিখিয়ে দিলে।

রামপ্রসাদ। বাগ্দীর মেয়ে তোমায় শিখিয়ে দিলে? তুমিই ভাগ্যবান ভজহরি, আমি অভাগা—তাই পাষাণী আমার সঙ্গে এত প্রতারণা—এত ছলনা কর্‌ছে? তুমি যাও ভজহরি, এ আসন ছেড়ে আজ আর আমি উঠ্‌বো না—স্নানাহ্নিক করবো না—একবিন্দু জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করবো না।

[ভজহরির প্রস্থান।

জগদীশ্বরীর প্রবেশ

জগদীশ্বরী। বাবা! বেলা যে গড়িয়ে গেল, এখনও স্নানাহ্নিক শেষ ক'রে খেতে এলে না?

রামপ্রসাদ। আজ আমার উপবাস মা!

জগদীশ্বরী। তুমি না খেলে মাও যে খেতে পাবেন না।

রামপ্রসাদ। বলগে—তাঁকেও আমার সঙ্গে উপবাস করতে হবে।

জগদীশ্বরী। কিন্তু আজ যে—

রামপ্রসাদ। একাদশী? তা খুব ভাল, স্বামীর সঙ্গে একাদশীব্রত শাস্ত্র-বিহিত।

গাহিতে গাহিতে মায়া বাগ্দিনীর প্রবেশ

মায়া।—

গান

জ্যোতিষীর বালাই নিয়ে মরি।
পঞ্চমীতে একাদশী বলে নেড়ে দাড়ি॥
অমানিশায় চন্দ্রগ্রহণ রাতে সূর্য্যোদয়,
এ বিত্তেটা শেখা শুধু প'ড়ে বোধোদয়,
তাই গ্রহের নামেই নিগ্রহ হয়
ভেবে আঁৎকে ওঠে ভারি॥

মায়া। জ্যোতিষী-ঠাকুর!

রামপ্রসাদ। আমি তো জ্যোতিষী নই মা!

মায়া। এই যে তিথির কথা বল্‌ছিলে না? তাইতো ঠাট্টা ক'রে গান গাইলুম। যাক্, কিছু মনে ক'রো না। দেখ, আমি বড় বিপদে পড়েছি, তাই তোমার কাছে ছুটে এসেছি; তুমি ছাড়া কেউ পার্‌বে না।

রামপ্রসাদ। তা আমায় কি কর্‌তে হবে?

মায়া। সোয়ামীর জন্যে মা কালীর কাছে ধর্ণা দিয়েছিনু। মা স্বপ্ন দিয়েছে, কুমারহট্ট গাঁয়ের রাম-পেসাদের কাছে যেতে।

রামপ্রসাদ। আমি সেই রামপ্রসাদ—কিন্তু আমার কাছে কেন?

মায়া। মা বলেছে, মায়ের সন্তান ভক্ত রামপ্রসাদের এঁটো ভাত একমুঠো খাওয়ালেই আমার সোয়ামী ভাল হবে। দাও না বাবা, দু'টী পেসাদ!

রামপ্রসাদ। আজ আমি কেমন ক'রে দেবো মা, আজ যে আমার উপবাস।

মায়া। একজনের প্রাণ যাবে, এক অভাগিনী বিধবা হবে—সেটা কিছু নয়, মায়ের কথাটা কিছু নয়, উপোস-টাই তোমার বড় হ'লো?

রামপ্রসাদ। সব পার্‌বো, মায়ের কথা হেলন কর্‌তে পারবো না। তুমি আমার সঙ্গে বাড়ীর ভেতর এসো, আমি স্নানাহ্নিক সেরে তোমায় প্রসাদ দেবো।

মায়া। আমি যে বাগ্দীর মেয়ে গো, আমি এইখানেই দাঁড়াই—তুমি এনে দাও।

রামপ্রসাদ। চল্‌ মা জগদীশ্বরী, তাড়াতাড়ি আমার স্নানাহ্নিকের ব্যবস্থা ক'রে দিবি চল্‌।

জগদীশ্বরী। সব ঠিক আছে বাবা, তুমি এসো।

[রামপ্রসাদ ও জগদীশ্বরীর প্রস্থান।

মায়া। আজ বিন্দুবারিও মুখে দেবে না—কেমন, হ'লো তো!

গান

ও রে ও স্নেহের দুলাল,
তোর চোখে জল সইতে না পারি।
অভিমান তোর করে দিশাহারা,

তোরে ছেড়ে রইতে নারি ॥
যত ডাকিস্ তুই 'মা-মা' বলি,
ব্যাকুলা জননী সব যায় ভুলি,
সন্তানের নিয়ে আলাই বালাই—
মায়ের ব্যথার বোঝা ভারী ॥

[প্রস্থান ।

ভুক্তাবশেষ অন্নের থালা লইয়া রামপ্রসাদের প্রবেশ

রামপ্রসাদ । এ কি ! কোথা সে রমণী ?
মাগিল উচ্ছিষ্ট অন্ন স্বামীর লাগিয়া,
রোগ মুক্ত করিতে তাহারে ;
সহিল না এতটুকু বিলম্ব তাহার !
বুঝি অভাগিনী
চ'লে গেল ক্ষুণ্ন মনে !
দীর্ঘসূত্রী আমি,
মনঃক্ষুণ্ন করিনু তাহার !
স্বেচ্ছায় করিনু পাপ !
কলুষনাশিনী তারা ত্রিনয়নি !
ব'লে দে মা কি হবে উপায় ?
কেমনে পাইব মুক্তি মহাপাপ হ'তে ?

মায়া। [নেপথ্যে] নিষ্পাপ নিষ্কলুষ তুই রে প্রসাদ !
অভিমানে অন্ন ত্যাগ করিতে বাসনা
হয়েছিল তোর,

সে ব্যথা বাজিল প্রাণে,
তাই এ ছলনা মোর।

রামপ্রসাদ। মা! মা! করুণাময়ি!
এত স্নেহ তোর সন্তানের প্রতি!
ধন্য আমি—
ধন্য গর্ব্ব মোর মায়ের সন্তান বলি।
জয় মা ভবানী—জয় মা ভবানী—
জয় মা ভবানী— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনপথ

ব্রজগোপাল, তারু ও দুইজন পাইকের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। বুঝ্‌লি তারু, এই পথটাই সব চেয়ে খারাপ। পথ চল্‌তে চল্‌তে যে শুধু গা ছম্‌ ছম্‌ করে—তা নয়, ডাকাতের ভয়টা খুবই বেশী।

তারু। তেরো চাঁড়ালের হাতে লাঠি গাছটা থাক্‌বে যতক্ষণ, ততক্ষণ ডাকাত তো ডাকাত—ডাকাতের বাবার সাধ্যি নেই যে সামনে এগোয়। তোমার কোন ভয় নেই লায়েব মশায়! তোমার গায়ে কাঁটার আঁচড়টী লাগ্‌তে দোবো না—যতক্ষণ লাঠি ধর্‌তে পার্‌বো।

ব্রজগোপাল। তোদের ভরসাতেই তো সদরে যাবো

ব'লে বেরিয়েছি বাবা! আগের দিন কি আর আছে যে, গায়ের জোর আর মনের জোর নিয়ে বুক ফুলিয়ে পথ চল্‌বো? এখন তোরাই আমার বল—ভরসা। মালগুজারীর অনেকগুলো টাকা সঙ্গে রয়েছে, পরের টাকা বাবা, বুকের রক্ত চেয়ে ঢের বেশী।

কেলো ডাকাতের প্রবেশ

কেলো। কার বুকের রক্ত নায়েব মশায়? তোমার না গরীব প্রজাদের?

ব্রজগোপাল। তুমি কে বাবা?

কেলো। পরিচয়টা পরে পাবে, আগে আমার কথার জবাবটা দাও।

ব্রজগোপাল। যার টাকা, তারই বুকের রক্ত বাবা! রোজগার কর্‌তে মাথার ঘাম পায়ে ফেল্‌তে হয়।

কেলো। সেটা সাধারণের বেলায়। তোমরা তো চোখ রাঙিয়ে, জুলুম ক'রে, চাবুক মেরে পরমানন্দে টাকা আদায় কর—নয় কি নায়েব মশায়?

ব্রজগোপাল। শাস্ত্রের বিধি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। যারা মানুষের মত শিষ্টভাবে জমিদারের পাওনা গণ্ডা দেয়, তারা পেয়ে থাকে আদর-আপ্যায়ন মিষ্ট ব্যবহার; আর যারা অশিষ্ট আচরণ করে, তারাই ভোগ করে নির্য্যাতন। এ তো সংসারের চিরন্তন প্রথা। যাক্‌, রাজা-প্রজার আচরণের সমালোচনা ক'রে তোমার আমার লাভ কি বাবা!

কেলো। প্রয়োজন মনে করেছিলুম, তাই জিজ্ঞাসা করেছি। যাক্, যখন এ আলোচনা চাও না, তখন থাক্; এখন আমার কাজ মিট্‌লেই আমি চ'লে যাবো।

ব্রজগোপাল। কাজ তো তোমার মিটে গেল বাবা, এখন তুমি তোমার পথ দেখ, আমরাও আমাদের পথ দেখি।

কেলো। পথ দেখ্‌বো বৈকি! আগে মালগুজারীর যে টাকাগুলো নিয়ে যাচ্ছো, সেগুলো দাও দেখি।

ব্রজগোপাল। ওরে বাবারে! সেকি কথা রে! হ্যাঁরে তারু, হ্যাঁরে হারু, তোরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস কি? আমি যে যেতে বসেছি!

তারু। তোমার মতলবখানা কি হে?

কেলো। মতলব তেমন কিছু নয়! নায়েব মশায়ের সঙ্গে যে টাকাগুলো আছে, সেইগুলো কেবল দিয়ে যেতে বল্‌ছি।

তারু। আশা তো বড় কম নয় দেখ্‌ছি!

কেলো। আশাটা বড় রকম রাখাই মানুষের স্বভাব।

তারু। কিন্তু এ আশা কখনো ফল্‌বে না।

কেলো। কেমন ক'রে ফলে, সে পথটাও জানা আছে।

তারু। শুধু জানাই থাক্‌বে, কাজে কিছু হবে না।

কেলো। মাইরি? নায়েব মশাই! আমি এই শেষবার বল্‌ছি, নইলে—

ব্রজগোপাল। ওরে তারু, শেষ কর্‌বার জোগাড় কর্‌ছে যে!

কেলো। নায়েব মশায়!

তারু। এটা মগের মুলুক নয়!

কেলো। মগের নয়, তবে এ মুলুক আমার—আমিই এ মুলুকের রাজা, প্রজা, সব কিছু।

তারু। পিঁপড়ের পাখ্‌না উঠেছে মর্‌বার জন্যে!

কেলো। তাই দেখ্‌ছি নায়েব মশায়!

তারু। হেরো, বাগিয়ে ধর্‌ লাঠি। লায়েব মশায়, ঐখানে দাঁড়িয়ে পিঁপড়ের মরণ দেখ।

[তারুর দল কেলোকে আক্রমণ করিল, লাঠি খেলায় অসাধারণ দক্ষ কেলোর লাঠির আঘাতে একজনের হাত ভাঙ্গিয়া গেল, সে লাঠি ফেলিয়া পলাইল। তারুর অপর সঙ্গীটীও কেলোর লাঠির সামনে দাঁড়াইতে না পারিয়া ছুটিয়া পলাইল। তারু প্রাণপণে লড়াই করিয়াও কিছু করিতে পারিল না। সেও কেলোর লাঠির আঘাতে ভূপতিত হইয়া সংজ্ঞা হারাইল।]

কেলো। [ব্রজগোপালের সম্মুখে বিজয়ী বীরের মত দাঁড়াইয়া পুরুষকণ্ঠে কহিল] এই তো নায়েব মশায়, সব আশা-ভরসাই গেল!

ব্রজগোপাল। তুমিই এখন আমার আশা-ভরসা বাবা, তুমি এখন মার্‌তেও পারো, রাখ্‌তেও পারো।

কেলো। তোমার গায়ে হাত দেবো না, এখন সুপুত্তুর হ'য়ে টাকাগুলো বার ক'রে দাও দেখি!

ব্রজগোপাল। এ যে পরের টাকা বাবা, বুকের রক্ত, কেমন ক'রে দেবো বাপধন ?

কেলো। দুর্ব্বল, অসহায়, নিরীহ প্রজাদের জুলুম ক'রে যে টাকা আদায় করেছ, সে তাদেরই বুকের রক্ত। ভালয় ভালয় না দাও, আমি সে টাকা তোমার কাছ থেকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নেবো ; তারপর ঐ টাকার যারা ন্যায্য অধিকারী, তাদেরই আমি ফিরিয়ে দেবো। ও টাকার একটী কাণাকড়িও আমি ছোঁব না। আমি লুঠ রাহাজানি ক'রে টাকা আদায় করি, খুন জখম করি কেন জান ? তোমরা তা জান না—কখনো জান্‌বার চেষ্টা কর নি, তাই আমি তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি—আমি সে টাকা গরীব দুঃখী অনাথ আতুরকে বিলিয়ে দিই। ডাকাতি কর্‌বার পয়সা ভোগ কর্‌বার প্রবৃত্তি আমার নেই। নিজের হাতে চাষ করা জমির ধান—তাই থেকে তৈরি দু'টো আতপ চাল আর আধখানা কাঁচকলা সিদ্ধ খাই দিনান্তে একবার, তাতেই আমি তৃপ্ত—তাতেই আমি সুখী।

ব্রজগোপাল। খুব ভাল কর বাবা, খুব ভাল কর। এ তো খাঁটি সাত্ত্বিক আহার—ঋষি-তপস্বীর খাদ্য ! এমন ঋষি-তপস্বী হ'য়ে তোমার পরের দ্রব্যে লোভ কেন বাবা ?

কেলো। এ লোভ শুধু তোমাদের মত চামারদের শিক্ষা দিতে। যদি কোন দিন তোমাদের আক্কেল হয়, তোমরা মানুষ হও।

ব্রজগোপাল। তা বেশ কর্‌ছো বাবা, আজকের মত ছেড়ে দাও, এর পর মানুষ হবার চেষ্টা কর্‌বো।

কেলো। এর পর নয় নায়েব মশায়, আজই তোমায় একটু আক্কেল নিয়ে ফিরে যেতে হবে—যাতে কাল থেকেই তোমাদের কাজের ধারা বদ্‌লে যায়।

ব্রজগোপাল। এ তো আমার নিজের টাকা নয় বাবা, তুমি টাকা ছিনিয়ে নেবে আমার কাছ থেকে, জমিদার আদায় কর্‌বে তা আমার গলা টিপে। আমি যে ধনে-প্রাণে মারা যাবো বাবা!

কেলো। তোমার মরাই উচিত, কেন না তুমিই জমিদারের ডান হাত। তুমিই তাকে শিখিয়েছ গরীবের রক্ত শুষে নিতে। চাই না আমি তোমার সঙ্গে আর কথা কাটাকাটি কর্‌তে, টাকা বার কর।

ব্রজগোপাল। টাকা তা আমার কাছে নেই বাবা! যার কাছে ছিল, সে পালিয়েছে।

কেলো। মিথ্যাকথা।

ব্রজগোপাল। তামা তুলসী গঙ্গাজল আন বাবা, আমি দিব্বি কর্‌ছি।

কেলো। [ব্রজগোপালের দেহ পরীক্ষা করিয়া] তোমার পেটটা এত মোটা কেন? দেহের সঙ্গে তো খাপ খায় না!

ব্রজগোপাল। ভুঁড়ি গজিয়েছে বাবা, ভুঁড়ি গজিয়েছে!

[কেলো ব্রজগোপালের পিরাণের নিম্নদেশ হইতে একখানা ভাঁজ করা চাদর টানিয়া বাহির করিতেই লাল রঙের সরু

অথচ সুদীর্ঘ একটা থলি দেখিতে পাইয়া তাহা টানিতে লাগিল এবং তাহা খুলিবার সময় ব্রজগোপাল প্রতিবারই ঘুর্‌পাক খাইতে লাগিল। খোলা শেষ হইলে কেলো দেখিল থলিটী কাগজের নোট ও স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ। বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে কেলো কহিল]

কেলো। টাকা যার কাছে ছিল, সে তো পালিয়েছে; আমি আর এখানে থেকে কি কর্‌বো? আমিও পালাই।

[প্রস্থান।

ব্রজগোপাল। ও বাবা, ওটা নিয়ে যেও না বাবা—আমায় ধনে-প্রাণে মেরো না বাবা—তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও বাবা—তুমি আমার ধর্ম্মবাবা! বেটা শুন্‌লে না, চলে গেল! ওরে বাবা রে, কি সর্ব্বনাশ হ'লো রে! [মূর্চ্ছাভঙ্গে তারু এখন ধীরে ধীরে উঠিল] এতক্ষণে ঘুমিয়ে উঠ্‌লে বাপধন?

তারু। আমার কোন দোষ নেই নায়েব মশায়! আমার হাড়-পাঁজরাগুলো ভেঙ্গে চুর্‌মার্ ক'রে দিয়েছে! ওঃ—

[টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ব্রজগোপাল। আমায় অনাথ ক'রে রেখে সব বেটাই যে চ'লে গেল! আমি এখন করি কি! হায়-হায়-হায়, আমায় যে ধনে-প্রাণে মেরে গেল! [বিষণ্ণ মনে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে মায়া বাগ্দিনীর প্রবেশ

মায়া—

গান

সে যে আমার পাগল ছেলে।
যে ডাকে তায়, সেখানে যায় স্থানকাল সবই ভুলে॥

সে যে আপনহারা পরের ব্যথায়,
সাপের মুখে বুক পেতে দেয়,
সার করেছে 'মা-মা' বুলি
ভোগ-বাসনা সকল ফেলে ॥

[প্রস্থান।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান সঙ্গে রামপ্রসাদের প্রবেশ

দেওয়ান। তুমি ঠাকুর বেছে বেছে এই পথ দিয়ে এলে ? এখানে যে ডাকাতের ভয়। কেলো ডাকাত দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত, আজ পর্য্যন্ত তাকে কেউ দমন কর্তে পারে নি। সে বড়লোকের যম, কিন্তু গরীবের মা বাপ। বড়লোকের অর্থ লুঠে নিয়ে গরীবকে দান করে। এই ভীষণ আকালের দিনে এই কেলো ডাকাত শুনেছি বহু লোককে অনাহারের কবল থেকে বাঁচিয়েছে। লোকটা নৃশংস ডাকাত হ'লেও তার মহত্ত্ব প্রশংসনীয়।

রামপ্রসাদ। আমার যে তাকে দেখ্তে ইচ্ছে কর্ছে দেওয়ান বাহাদুর !

এই তো মানুষ—
যে কাঁদে পরের দুঃখে !
ধনিকের অত্যাচার শোষণ শাসনে
জর্জ্জরিত দেশবাসী—
হাহাকার করিছে নিয়ত !
দুর্ভিক্ষের করাল কবলে

মরণ বরণ করে
নিতি নিতি হতভাগ্যের দল !
নিষ্ঠুরতার অবতার এই দস্যু
যদি চাহে তাহাদের মুখপানে,
সে তো দস্যু নয়—
মহা সাধু মহাপ্রাণ সেইজন।
আকুল অন্তর মোর
লভিতে দর্শন তার।

দেওয়ান। দোহাই বাবাঠাকুর! তুমি সারা দেশের জন্যে আকুল হও, কিছু যায় আসে না ; ঐ নৃশংস ডাকাত-টার জন্যে আকুল হ'য়ে একটা অনর্থ ঘটিও না বাবাঠাকুর! তোমার ঐ আকুলতাই তাকে টেনে আন্‌বে এখানে। ফলে যথাসর্ব্বস্ব যাবে, আর রেখে যেতে হবে পৈতৃক প্রাণটাকেও এই জঙ্গলে।

রামপ্রসাদ। সেও যে মায়ের সন্তান দেওয়ান বাহাদুর, তাইতো আমার এই আকুলতা!

দেওয়ান। মহারাজের হুকুমে বাবাঠাকুরকে নিতে এসে কি ফ্যাসাদেই পড়্‌লুম রে বাবা! কে জান্‌তো সোজা পথ ব'লে বাবাঠাকুর টেনে আন্‌বে সাক্ষাৎ যমের দুয়ারে!

কেলোর প্রবেশ

কেলো। আজ আমার সুপ্রভাত, একটার পর আর একটা এসে ফাঁদে পা দিচ্ছে!

রামপ্রসাদ। আজ আমারও সুপ্রভাত, তাই মায়ের সন্তানের দর্শনলাভ হ'লো!

কেলো। বাঃ রে! এ আবার বলে কি! কেলো ডাকাতের দেখা পাওয়াটা বুঝি খুব আনন্দের মনে কর?

দেওয়ান। ওরে বাবারে, এ যে সেই কেলো ডাকাত! এইবার দফা সারলে রে বাবা!

রামপ্রসাদ। সত্যই আজ আমার বড় আনন্দ হ'চ্ছে, মায়ের সন্তানকে দেখে আজ আমি ধন্য!

কেলো। আরও ধন্য কর্‌বো তোমাদের যথাসর্ব্বস্ব নিয়ে। নাও, যা কিছু আছে, বের ক'রে দাও।

দেওয়ান। মা কালভয়বারিণী কালি, রক্ষে কর্ মা!

কেলো। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? বার কর—

রামপ্রসাদ। কি চাও তুমি?

কেলো। টাকা—টাকা—রূপচাঁদ!

রামপ্রসাদ। টাকা নিয়ে কি কর্‌বে?

কেলো। ধোঁয়া দেবো না—এ কথা নিশ্চয়। দেশে দুর্ভিক্ষপীড়িত অগণিত নর-নারী—টাকা নিয়ে তাদের যে ক'জনকে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচাতে পারি, তারই চেষ্টা কর্‌বো।

রামপ্রসাদ। তুমি কি জান না দস্যুবৃত্তি মহাপাপ?

কেলো। যে দিনকাল পড়েছে, তাতে পাপ না ক'রে পুণ্যসঞ্চয় করা যায় না।

রামপ্রসাদ। তুমি যা বল্‌তে চাও, আমি তা জানি; তুমি তোমার পাপার্জ্জিত অর্থে দীন-দুঃখীর দুঃখ দূর কর।

কিন্তু বল দেখি কালু, যাদের জন্য পাপ কর্‌ছো তারা কি হবে তোমার পাপের ভাগী ?

কেলো। অত খতিয়ে দেখ্‌বার আমার সময় নেই, আর তোমাদের সঙ্গে বাজে ব'কে নষ্ট কর্‌বার মত সময়ও আমার নেই। আমি চাই অর্থ, দাও তোমাদের কাছে কি আছে!

রামপ্রসাদ। আজ তুমি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেছ—কর নি ?

কেলো। তুমি জান্‌লে কি ক'রে ?

রামপ্রসাদ। সে কথা থাক্‌, আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, তার উত্তর দাও। সংগ্রহ করেছ কিনা ?

কেলো। করেছি, কিন্তু তার একটা কাণাকড়িও নেই।

রামপ্রসাদ। মিথ্যাকথা। তোমার কুটীরে কলসভর্ত্তি স্বর্ণ-মুদ্রা, তোমার উপাধানের নীচে স্বর্ণমুদ্রা, আরও অর্থ তুমি চাও ?

কেলো। ভণ্ডামীর আর জায়গা পাও নি ঠাকুর ? কেলো ডাকাতকে ধাপ্পায় ভোলাতে পার্‌বে না। নাও—যা আছে, বার কর, মিছে কেন প্রাণ হারাবে ? আমার টাকা চাই।

রামপ্রসাদ। বিশ্বাস না হয়, দেখে এসো। আমরা এই-খানেই অপেক্ষা কর্‌ছি।

কেলো। তোমরা যদি পালাও ?

রামপ্রসাদ। না, পালাবো না।

কেলো। আচ্ছা, আমি সে ব্যবস্থাও কর্‌ছি যাতে পালাতে

না পারো। কিন্তু মনে থাকে যেন, তোমার কথা যদি মিথ্যা হয়, তাহ'লে তোমাদের এইখানে টুঁটি টিপে মারবো।

[কেলো দেওয়ান ও রামপ্রসাদকে লতাপাশে বাঁধিয়া রাখিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।]

দেওয়ান। মরণটাকে ডেকে নিয়ে এলে বাবাঠাকুর—মরণটাকে ডেকে নিয়ে এলে! হায়-হায়-হায়, কেন আমার দুর্ব্বুদ্ধি হ'লো—কেন আমি তোমার কথা শুনে সোজা পথ ব'লে এই ডাকাতে বনের পথে এসেছিলুম!

রামপ্রসাদ। চল না দেওয়ান বাহাদুর, ততক্ষণ আমরা স্নানটা সেরে আসি। বনের ধারেই তো নদী!

দেওয়ান। ঠাকুর! কি বলছো তুমি? আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন নিয়ে গড়ুর পক্ষীটী হ'য়ে আছি, নড়বার উপায় নেই—আমরা যাবো স্নান করতে! এ কি! এমন শক্ত বাঁধন আপনি আপনি খুলে গেল যে!

রামপ্রসাদ। ও রে, মায়ের ছেলেকে বেঁধে রাখতে পারে শুধু মা—আর কেউ নয়। এখন চল, আর দেরী ক'রো না।

[উভয়ের প্রস্থান।

স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলসকক্ষে মায়া বাগ্দিনীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

মায়া।—

গান

সে যে আদুরে ছেলে বিষম আব্দেরে।
মনে যা বাসনা জাগে, আদায় করে জোর ক'রে॥

অভিমানী ছেলের তরে।
বই রত্ন-কলস কাঁধে ক'রে,
চোখে চোখে রাখি তারে, কখন্ কোথায় পড়্‌বে ফেরে॥

[প্রস্থান।

রামপ্রসাদ ও দেওয়ানের পুনঃ প্রবেশ

দেওয়ান। স্নান কর্‌তে যাবে ব'লে দু'পা গিয়েই ফিরে এলে কেন ঠাকুর?

রামপ্রসাদ। দেখ্‌তে পেলে না একটা কলসী কাঁধে নিয়ে কালু ডাকাত এই দিকে ছুটে আস্‌ছে? তার জন্য এখানে অপেক্ষা কর্‌বো বলেছি, অপেক্ষা আমাদের এখানে কর্‌তেই হবে।

কলসস্কন্ধে কেলোর পুনঃ প্রবেশ

কেলো। [কলসটা রামপ্রসাদের সম্মুখে রাখিয়া তাঁহার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িয়া আকুলকণ্ঠে কহিল] কেলো ডাকাতের চোখ খুলে দিলে কে তুমি দেবতা? আমি টাকা চাই নে, তোমার টাকা নাও ঠাকুর! আমায় শুধু একটু পায়ের ধূলো দাও—তোমার পায়ের তলায় একটু স্থান দাও।

রামপ্রসাদ। টাকা তোকে মা দিয়েছে, টাকা তোর; তুই যা খুসী তাই কর্। ডাকাতি ছেড়ে জনসেবায় জীবন উৎসর্গ কর্, মা তোকে দয়া কর্‌বেন।

কেলো। আমি যে মূর্ত্তিমান মৃত্যু—দেশের লোকের আতঙ্ক, আমায় কে বিশ্বাস কর্‌বে ঠাকুর? কে স্থান দেবে?

রামপ্রসাদ। প্রসাদপুরের সেবাশ্রমে যা, সেখানে গেলেই তোর অভীষ্ট পূর্ণ হবে। চল দেওয়ান—

কেলো। পায়ের ধুলো আর একবার দাও ঠাকুর! [পদধুলি গ্রহণ]

[অগ্রে রামপ্রসাদ ও দেওয়ান প্রস্থান করিলেন, কেলো কলসস্কন্ধে তাঁহাদের অনুসরণ করিল।]

তৃতীয় দৃশ্য

ব্রজগোপালের চাউলের আড়ৎ

জয়রামপ্রসাদ ও নরহরি কথোপকথন করিতেছিল

নরহরি। তারপর কি হ'লো?

জয়রাম। তারপর আর কি! আমি কি জানি যে, বেটা মরে নি? নাকে মুখে গায়ে মাথায় রক্ত—সটান লম্বা হ'য়ে প'ড়ে আছে শ্মশানে, দেখেই মনে হয়েছিল, বেটা ম'রে গেছে।

নরহরি। ঠিকই মনে হয়েছিল।

জয়রাম। ঠিকই মনে হয়েছিল? তুই বল্‌তে চাস্, সে মরেছিল?

নরহরি। নিশ্চয়ই।

জয়রাম। তারপর—কারণ পান ক'রে বোতলটা পাশে রেখে, তার বুকের উপর ব'সে আমি কালী কালী বল্‌তে

লাগ্‌লুম আর মাঝে মাঝে একটু একটু কারণ পান কর্‌তে লাগ্‌লুম।

নরহরি। কারণ বুঝি এক বোতলই ছিল ?

জয়রাম। দস্তুরমত দু'টী বোতল। আস্ত বোতলটী রেখেছিলুম্ শবদেহের মাথার গোড়ায়, আর যেটা থেকে একটু একটু পান কচ্ছিলুম্, সেটা ছিল পাশে।

নরহরি। তারপর ?

জয়রাম। তারপরই তো ঘট্‌লো বিভ্রাট।

নরহরি। কি বিভ্রাট শুনি ?

জয়রাম। বল্‌বার কথা নয় ভাই, বল্‌বার কথা নয়। মারকে মার্ পাঁচসিকে গুণোগার !

নরহরি। কি রকম ?

জয়রাম। কারণ পান কর্‌ছি আর মায়ের নাম কর্‌ছি— কারণের বোতল আধখানা হ'য়ে গেছে, হঠাৎ বেটা চাঁড়াল ন'ড়ে উঠ্‌লো।

নরহরি। তারপর ?

জয়রাম। তারপরই তো সর্ব্বনাশটা হ'লো ! বেটা এক ধাক্কায় আমায় ফেলে দিলে হাত দশেক দূরে, তারপর দেড় বোতল কারণ নিয়ে দিল চম্পট !

নরহরি। তুমি তো সিদ্ধিলাভ করেছ বন্ধু !

জয়রাম। সিদ্ধিলাভ কি রে ? বল্, ধাক্কা লাভ আর হাতে পায়ে নাকে মুখে মাথায় চোট লাভ করেছি

নরহরি। তুমি একটী আস্ত গবেট।

জয়রাম। কেন ?

নরহরি। তোমার পরশ পেয়ে মরা বাঁচ্‌লো আর তুমি সিদ্ধিলাভ কর্‌লে না ? আমাকে বোকা বোঝাতে চাও ?

জয়রাম। আরে সে বেটা ম'লো কবে যে, বাঁচ্‌বে ?

নরহরি। আলবৎ মরেছিল—নইলে কি তোমায় বুকে বসিয়ে আধ বোতল কারণ পান কর্‌তে দিত ? তুমি নিজ মুখেই স্বীকার কর্‌লে, তার সর্ব্বাঙ্গে ছিল রক্ত—ছিল কি না ?

জয়রাম। তা ছিল।

নরহরি। ঐ অবস্থায় মানুষ বেঁচে থাকে ? তুমিই বল না ?

জয়রাম। তা থাকে না বটে !

নরহরি। তবে ? এতেই বোঝা যাচ্ছে, সে নিশ্চয়ই মরেছিল।

জয়রাম। হবে !

নরহরি। হবে নয়, হয়েছে। সে মরেছিল, বেঁচে উঠেছে সিদ্ধপুরুষের পরশ পেয়ে। সিদ্ধপুরুষের ক্ষমতা যে অসাধারণ, তা কি তুমি জান না বন্ধু ? তাঁরা মরা বাঁচাতে পারেন। এই সিদ্ধমহাপুরুষ রামপ্রসাদের কথাই ধর না কেন ! উনি যে গাঁয়ে বাস করেন, সেখানে মানুষ মরা উঠে গেছে। একজন ম'লো উনি তাকে বাঁচিয়ে দিলেন, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন, এমনি ক'রে গাঁয়ের সবাই একবার ক'রে ম'লো। এদিকে চিত্রগুপ্তের খাতায় রোকড় মিল হ'য়ে গেল, ওদিকেও সে বেঁচে গেল। এখন চিত্রগুপ্তের ডাকও বন্ধ, দেশে মরাও উঠে গেছে।

জয়রাম। তাহ'লে আমি ছুঁলে মরা বাঁচ্‌বে?

নরহরি। আলবৎ বাঁচ্‌বে।

জয়রাম। নরু, তুমি তাহ'লে প্রস্তুত হও—তুমিই আমার প্রধান শিষ্য। আমি আজই আমাদের বাগানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন পাতবো, তুমি সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে। আমিও আমার গাঁয়ে মানুষ মরা তুলে দেবো। তুমি খোঁজ রেখো নরু, আমায় না জানিয়ে যেন কেউ মরা পোড়ায় না।

নরহরি। আমি তো একা পার্‌বো না প্রভু, দুর্ভিক্ষ যখন হয়েছে, তখন মড়ক লাগ্‌তে আর দেরী নাই। জন কতক লোক ঠিক কর্‌তে হবে, শ'পাঁচেক টাকা চাই যে প্রভু!

জয়রাম। কুছ পরোয়া নেই, দেঙ্গে—

ব্রজগোপালের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। কি দেঙ্গে দেঙ্গে কর্‌ছিস তুই?

জয়রাম। তুমি জান না বাবা, আমি কি হয়েছি?

ব্রজগোপাল। কি হয়েছিস্? ধিঙ্গি?

জয়রাম। না—না, সিদ্ধপুরুষ; মরা বাঁচাতে পারি। দেখ্‌বে তুমি এখনি? তোমায় মেরে ফেলে আবার বাঁচিয়ে দেবো?

ব্রজগোপাল। থাক্, বোঝা গেছে; বেরো এখান থেকে।

জয়রাম। শিষ্য নরহরি, তুমি বল, শক্তিটা বাবার উপর দিয়ে পরখ কর্‌বো নাকি?

ব্রজগোপাল। তবে রে বেয়াদব্—[পাদুকা লইয়া আক্রমণ

করিলে নরহরিসহ জয়রামপ্রসাদ পলায়ন করিল।] ছোঁড়া একেবারে অধঃপাতে গেছে!

ছদ্মবেশধারী পরেশ ও মাখনের প্রবেশ

মাখন। নমস্কার ব্রজগোপাল বাবু, কার্য্যগতিকে আজ আপনারই শরণাগত হয়েছি।

ব্রজগোপাল। কেন মশায়?

মাখন। শুন্‌লুম, আপনার গুদামে নাকি দু'হাজার মণ চাল আছে।

ব্রজগোপাল। যদি থাকে, তাতে তোমার কি?

মাখন। ঠিক ঐ ক'টী চাল আমার প্রয়োজন।

ব্রজগোপাল। প্রয়োজন মানে? আমি যদি না দিই?

মাখন। দিতেই হবে।

ব্রজগোপাল। মণ পিছু একশো টাকা দিতে পার্‌বে?

মাখন। আজ্ঞে না।

ব্রজগোপাল। তবে স'রে পড়।

মাখন। মাল বোঝাই হ'লেই স'রে পড়্‌বো।

ব্রজগোপাল। বোঝাই হ'লে মানে? মাল আমি দেবো না।

মাখন। আজ্ঞে, আপনাকে মাল দিতে হবে না, আপনি চুপ্‌টী ক'রে এইখানে ব'সে থাকৃলেই হবে। কারণ, গুদামের চাবি আপনার ছেলের কাছে পাওয়া গেছে, দশখানা লরি বোঝাই হ'চ্ছে। আপনার পুত্র সিদ্ধমহাপুরুষ, উদার মন, চাবি নিতে এতটুকু কষ্ট করৃতে হয় নি।

ব্রজগোপাল। মাল বোঝাই হ'চ্ছে কি? দেখি—

মাখন। আহা, যাচ্ছেন কোথায়?

পরেশ। [ব্রজগোপালের ললাট লক্ষ্য করিয়া একটা পিস্তল ধরিল।]

ব্রজগোপাল। ওরে বাবারে, খুনে রে—

মাখন। চুপ্! কথাটী কইলে মাথার খুলিখানা উড়ে যাবে।

ব্রজগোপাল। ওরে—বা—

মাখন। আবার?

[ব্রজগোপাল ছট্‌ফট করিতে লাগিল কিন্তু মুখ দিয়া একটী কথাও বাহির হইল না। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইল। ব্রজগোপালের অস্থিরতা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। এমন সময় মোটরের হর্ণ শোনা গেল।]

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। দশখানা লরি একসঙ্গে ষ্টার্ট দিয়েছে।

মাখন। চল তবে—[তাহারা দুইজনে অগ্রসর হইল।]

পরেশ। রিভলভারটা রইলো, কাজে লাগাবেন—[গমনোদ্যত]

ব্রজগোপাল। [ক্ষিপ্রহস্তে রিভলভার তুলিয়া পরেশকে লক্ষ্য করিয়া] এই যে লাগাচ্ছি—

পরেশ। ওটা ছেলেদের খেল্‌বার, ওতে বুলেট্ চলে না; আওয়াজ কর্‌তে শুধু লাল লাল ক্যাপ লাগানো চলে।

[প্রস্থান।

ব্রজগোপাল। এঁ্যা, বেটা বলে কি! সত্যিই তো! তুত্তোর পিস্তল! [দূরে নিক্ষেপ করিল।] তাই তো, বেটারা সব লুঠে নিয়ে গেল নাকি!

জয়রামপ্রসাদের পুনঃ প্রবেশ

জয়রাম। সেবাশ্রমে দু'হাজার মণ চাল দান কর্‌লুম বাবা! সিদ্ধ মহাপুরুষের ত্যাগ আর দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ব্রজগোপাল। ওরে হারামজাদা, এ তোর কীর্ত্তি? ওরে বাবারে, সবাই মিলে আমায় ধনে প্রাণে মার্‌লে রে! পাজী বেটা—নচ্ছার বেটা—ছুঁচো বেটা! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! জুতিয়ে তোকে লবেজান কর্‌বো—[পাদুকা লইয়া আক্রমণ]

[জয়রামপ্রসাদ পলায়ন করিল, ব্রজগোপাল তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।]

———

চতুর্থ দৃশ্য

সুহৃদসঙ্ঘের আশ্রম-প্রাঙ্গণ

গান গাহিতে গাহিতে আশ্রম বালক-বালিকাগণের প্রবেশ

বালক-বালিকাগণ। —

গান

স্বার্থপরের সাধন ভজন নয়কো সরল মুক্তি-পথ।
মুক্তি মেলে জনসেবায়, ভেদ না করে সৎ অসৎ॥
শাস্ত্র বলে জীবের মাঝে আছেন ভগবান্,
জীবের সেবা তাঁরি সেবা, সেই তো সেরা তত্ত্বজ্ঞান,
জীবন দিলে সেবাব্রতে পূর্ণ হবে মনোরথ॥

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। মধ্যাহ্ন সমাগত, এইবার তোমাদের আহার ও বিশ্রামের সময় এসেছে, তোমরা যাও।

সকলে। নমস্তে।

[প্রস্থান।

নরেশের প্রবেশ

কল্যাণী। আমি তোমাকেই খুঁজ্ছিলুম নরু!

নরেশ। কেন মা?

কল্যাণী। আমি শুন্‌লুম নায়েবের চালের আড়ৎ তোমরা লুঠ করেছ, কথাটা কি সত্য?

নরেশ। না মা, আমরা লুঠ করি নি—নায়েব মশায়ের পুত্র জয়রামপ্রসাদ সমস্ত চাল আশ্রমে দান করেছে।

কল্যাণী। পিতা জীবিত থাক্‌তে পৈতৃক সম্পত্তিতে তার কি অধিকার আছে যে, সে দান কর্‌তে পারে ?

নরেশ। সম্পত্তি তার নিজের—তার পিতার নয়।

কল্যাণী। তুমি ঠিক জান ?

নরেশ। শুধু আমি কেন মা, গ্রামের সকলেই এ কথা জানে।

কল্যাণী। জয়রামপ্রসাদ নাবালক নয় নিশ্চয় ?

নরেশ। সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক।

কল্যাণী। তবে মূর্খ—কেমন ?

নরেশ। মনের সৎপ্রবৃত্তি আর মূর্খতা এক নয় মা !

কল্যাণী। আর আমি তর্ক কর্‌বো না তোমার সঙ্গে, কারণ ভাল মন্দ ন্যায় অন্যায় বোঝ্‌বার শক্তি তোমাদের আছে। পরেশ কোথায় গেল বল্‌তে পারো ?

নরেশ। আমিও তাকে খুঁজ্‌ছিলুম মা, তার দাদা তাকে একবার ডেকে পাঠিয়েছেন, এই সংবাদটা তাকে দেবার জন্যে।

কল্যাণী। ও, পুঁটীরামকে ক'দিন দেখ্‌ছি নে কেন ?

নরেশ। তার খবর তো কিছুই বল্‌তে পারি নে মা ! সেই গোলার ধান নিজে মাথায় ক'রে এনে দিলে, তার-পর বুঝি তুই একদিন তাকে দেখেছিলুম—

কল্যাণী। সে তো অনেক দিনের কথা রে !

নরেশ। আজ একবার তার খবর নেবো মা ! দিন

দিন যে রকম লোক বাড়্ছে, এতটুকু সময় ক'রে উঠ্‌তে পাচ্ছি নে।

কল্যাণী। সব কাজ যে তোকে নিজের হাতে কর্‌তে হবে, তার কি মানে আছে?

নরেশ। শুধু আমি কেন মা, কর্ম্মীদের কারও অবসর নেই।

ব্যস্তভাবে মাখনের প্রবেশ

মাখন। বুঝি আবার কি বিপদ ঘটায় দেখ!

কল্যাণী। কেন, কি হয়েছে?

মাখন। কেলো ডাকাত—যার নামে বাঘে গরুতে এক-ঘাটে জল খায়, যার আড্ডার ত্রিসীমানায় কারও যেতে সাহস হয় না, সে এই আশ্রমের দিকে আস্‌ছে—একটা কলসী কাঁধে নিয়ে।

কল্যাণী। জানি সে ধনিকের যম আর দরিদ্রের বন্ধু—এটা তো ধনিকের বাগানবাড়ী বা কাছারীবাড়ী নয় মাখন, যে, বিপদের ভয় আছে? এ যে দীন-দুঃখীর কুটীর, দীনের বান্ধব সে, তাকে অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এসো।

মাখন। কি বল্‌ছো মা?

কল্যাণী। ঠিকই বল্‌ছি মাখন, তোমার যেতে সাহস না হয়, চল নরু, তোমাতে আমাতেই যাই।

মাখন। মাখ্‌না মোড়ল মরণের ভয় করে না মা! আমি ভাব্‌ছিলুম শুধু আমাদের আশ্রমের জন্যে, যদি এখানে এসে সে একটা অনর্থ ঘটায়!

নরেশ। আর যেতে হবে না খুড়ো, ঐ দেখ, পরেশ তাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌ছে।

পরেশ ও কলসস্কন্ধে কেলো ডাকাতের প্রবেশ

কল্যাণী। এসো বাবা কালু!

কেলো। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! কেলো ডাকাত দুনিয়ার চোখে সাক্ষাৎ মৃত্যু—আর এরা কর্‌ছে তার এত আদর! এরা কি তবে দুনিয়ার বাইরে?

কল্যাণী। কি ভাব্‌ছো কালু?

কেলো। আমার চোখে কেমন ধাঁধা লাগ্‌ছে মা! আমি কি দুনিয়ার মানুষের সঙ্গে কথা কইছি, না দুনিয়ার বাইরে চলে গেছি? কেলো ডাকাতকে খাতির করা তো দূরের কথা, সবাই ঠাকুর দেবতার কাছে তার মরণ মানত করে। এখানে এসে দেখ্‌ছি দুনিয়ার নিয়ম উল্টে গেছে! বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে কেন এমনটা হ'লো!

কল্যাণী। দুনিয়ার সব মানুষকে তো তুমি দেখ নি কালু? দেখেছ ধনিকের রক্তচক্ষু, তাদের পাইক বরকন্দাজের লাঠি সড়কি তলোয়ার। যাদের কান্না আর বুকফাটা আর্ত্তনাদ শুনে তোমার পাথরের মত বুকখানা থেকে করুণা-ধারা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে পড়েছে, তাদের তো তুমি কোনদিন চোখে দেখ নি কালু! এ যে তাদেরই পর্ণকুটীর, আর তাদের নিয়েই আছি তাদেরই মত আমরা ক'জনা।

কেলো। তাই আমি বুঝি ভুল কর্‌ছি দুনিয়ার এইখান-

টাকে স্বর্গ মনে ক'রে। কিন্তু মা, আমি বোধ হয় ভুল করি নি—স্বর্গ বুঝি এমনি একটা জায়গা—যেখানকার মানুষকেই আমরা দেবতা বলি। এমন মজার জায়গা ছেড়ে কেলো আর দুনিয়ার ঝামেলার মাঝে ফিরে যাবে না। তোমাদের পায়ের তলায় আমার মত লোককে একটুখানি জায়গা দেবে মা?

কল্যাণী। পায়ের তলায় কি বল্‌ছো কালু, মায়ের কাছে সন্তানেরা যেমন থাকে, তুমিও থাক্‌বে তাদের একজন হ'য়ে।

কেলো। আর একটা কথা মা—

কল্যাণী। কি কথা কালু?

কেলো। এই কলসীটা মোহরে ভর্ত্তি—এ আমার ডাকাতি করা টাকা নয়। কোত্থেকে এলো তাও জানি না! ঠাকুর রামপ্রসাদ বলেছে, মা দিয়েছে। তাই মায়ের দেওয়া টাকা এনেছি—ঐ যে তোমরা কি বল দরিদ্র নারায়ণের সেবা না কি—তাতে দিতে, তুমি এটা নাও মা!

কল্যাণী। বাবার কথা মিথ্যা নয় কালু, এ অর্থ মা দিয়েছেন। আশীর্ব্বাদের মত এ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি বাবা!

কেলো। কেলো ডাকাত! এ্যাদ্দিন পরে দেবতার ছোঁয়া লেগে তুই জাতে উঠ্‌লি!

নরেশ। পরেশ! তোমার দাদা তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছেন।

কল্যাণী। তুমি দেখা ক'রে এসো পরেশ! এসো কালু আমার সঙ্গে। মাখন, নরু, তোমরাও এসো।

[একদিকে পরেশ অপর দিকে কল্যাণী সহ সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সুপ্রকাশ রায়ের বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ

সুপ্রকাশ ও ব্রজগোপাল কথোপকথন করিতেছিলেন

সুপ্রকাশ। অনেকগুলো টাকা তুমি খোয়ালে ব্রজ-গোপাল, সবই গেল তোমার নিজের দোষে।

ব্রজগোপাল। আমার এতটুকু দোষ নেই বড় বাবু, তেরো বেটার বুদ্ধিতে সোজা পথে সদরে যাচ্ছিলুম। এ দিকে টাকা দেবারও তারিখ পেরিয়ে গেছ্‌লো কিনা! দুর্ভাগ্য আমার—ডাকাতে লুঠে নিলে! তবে আমার আড়ৎ লুঠ ক'রে বাপধনেরা যে পার পেয়ে যাবেন, সেটী হ'চ্ছে না। আমি ঠুকে দিয়েছি এক নম্বর—থানায় রীতিমত ডায়েরী ক'রে। একটী একটী ক'রে ধর্‌বে আর লোহার বালা পরাবে। ঘানি টানিয়ে তবে ছাড়্‌বো।

সুপ্রকাশ। তাতে না হয় বাছা বাছা ক'টা গেল শ্রীঘরে, কিন্তু আড্ডা তো ভাঙ্গলো না। ও রক্তবীজের ঝাড়, গজাতেই থাক্‌বে।

ব্রজগোপাল। দাঁড়ান বড় বাবু, দিনকতক সবুর করুন। আগে ঐ ক' বেটাকে ফাটকে পুরি, তারপর ঐ সঙ্ঘের জড় মেরে দেবো।

সুপ্রকাশ। কেমন ক'রে?

ব্রজগোপাল। সে পাটোয়ারী বুদ্ধি আমার আছে বড়

বাবু! ঐ পাটোয়ারী বুদ্ধি নিয়ে এতকাল নায়েবী ক'রে চুল পাকিয়ে ফেল্‌লুম—ঐ ক'টা চ্যাংড়া ছোঁড়াকে আর জব্দ কর্‌তে পার্‌বো না? আপনি দেখে নেবেন বড় বাবু, আপনি দেখে নেবেন।

সুপ্রকাশ। বলি, ঐ ক'টা চ্যাংড়া ছোঁড়াই তো তোমায় জব্দ কর্‌লে, তুমি তাদের জব্দ কর্‌বে কি?

ব্রজগোপাল। সত্যি কথা বল্‌তে গেলে এই আড়ৎ লুঠের ব্যাপারে একটু জব্দ করেছে! ছেলেটা যে আমার আহাম্মুক, বেটা সিদ্ধপুরুষ হয়েছে না গুষ্টীর মাথা হয়েছে!

সুপ্রকাশ। সিদ্ধপুরুষ কি হে?

ব্রজগোপাল। আমার ঐ আহাম্মুক চন্দর ছেলেটা! তাকে কে বুঝিয়েছে আর কি!

সুপ্রকাশ। এ কি বোঝাবার কথা? কেউ বুঝিয়ে দিলেই অমনি বুঝে গেল! সিদ্ধপুরুষ কি কেউ মুখের কথায় হয় নাকি?

ব্রজগোপাল। তবে আর আহাম্মুক বল্‌ছি কেন হুজুর! বেটা যেন আমার ঘাড়ের দুষ্টগ্রহ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

সুপ্রকাশ। তাহ'লে আগে গ্রহশান্তি করগে, নইলে পার্‌বে না কিছু কর্‌তে।

ব্রজগোপাল। সব ঠিক হ'য়ে যাবে হুজুর, ঘাব্‌ড়াবেন না—ব্রজগোপালের যে কথা, সেই কাজ। আমি এখন আসি বড় বাবু, আমায় আজ একবার সদরে যেতে হবে—বেটাদের ফাটকে না পুরে আর নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্ছি নে।

[প্রস্থান।

সুপ্রকাশ। সমস্যা সত্যিই ক্রমশঃ জটিল হ'য়ে আস্ছে! এ কি মা, তুই আবার এখানে কি মনে ক'রে মা?

গীতার প্রবেশ

গীতা। কেন, আস্তে কি নেই বাবা?

সুপ্রকাশ। আমি কি বারণ করেছি?

গীতা। কর নি বটে, কিন্তু কর্লেই বা শুন্ছে কে? কিন্তু ও প্রশ্ন কর্লে কেন?

সুপ্রকাশ। তোর জেরার জবাব দিতে আমি এখনই গলদঘর্ম্ম হ'য়ে যাবো মা, আমায় রেহাই দে।

গীতা। আমি এসেছি স্রেফ তোমায় দু'টী কথা বল্তে—

সুপ্রকাশ। স্বচ্ছন্দে বল। দু'টী কেন, দশটী, দু'কুড়ি দশটী, যা খুসী বল।

গীতা। না—স্রেফ্ দু'টী। এক—কাকাবাবুর সঙ্গে কি বোঝাপড়া কর্বে বলেছিলে, তা কর্লে না যে?

সুপ্রকাশ। আজ সেইজন্যেই তাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

গীতা। দুই—আমার জন্মতিথি উৎসবটা এ বছর হবে কি হবে না?

সুপ্রকাশ। হবে বৈকি! নিশ্চয়ই হবে।

গীতা। কবে? আমি বেঁচে থাক্তে থাক্তে তো?

সুপ্রকাশ। কি যে বলিস্ মা! তুই মানুষের আঁতে ঘা না দিয়ে কথা বল্তে পারিস্ নে।

গীতা। যেখানে কথা ব'লে সাড়া পাওয়া যায় না, সেখানে আঁতে ঘা দিয়েই বল্‌তে হয়।

সুপ্রকাশ। না—না, এ তোর ভারি অন্যায়। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোর মরণ-বাঁচনের কথা নিয়ে বিদ্রূপ মোটেই সইতে পারি নে। তোর জন্মতিথি তো এ মাসে আস্‌বে না—ও মাসে। যথাসময়ে যথারীতি ব্যবস্থা হবে এখন।

গীতা। Ta—Ta (টা—টা)

[গীতা গমনোদ্যোগ করিলে পরেশ আসিল ; পরেশকে দেখিয়া গীতাও ফিরিল]

পরেশ। আমায় ডেকেছেন দাদা ?

সুপ্রকাশ। হ্যাঁ—ব'সো ; কথা আছে।

পরেশ। বস্‌বার দরকার নেই ; বলুন, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুন্‌ছি।

সুপ্রকাশ। তুমি আজকাল ছোটলোকদের সঙ্গে মিশে ভদ্রলোকের গণ্ডীর বাইরে চ'লে গেছ, তোমাকে আমার ভাই ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

পরেশ। ছোটলোক কাদের বল্‌ছেন দাদা ?

সুপ্রকাশ। ঐ সব বাপে খ্যাদানো মায়ে তাড়ানো বকাটে ছোঁড়ার দল—যারা আশ্রমের দোহাই দিয়ে ক'রে বেড়াচ্ছে যত অনাচার। ভদ্রলোকের ছেলে ব'লে পরিচয় দিয়ে ক'রে বেড়াচ্ছে চুরি, বাটপাড়ি, রাহাজানি—আমি তাদের কথাই বল্‌ছি।

পরেশ। যে সব দোষের কথা আপনি বর্ণনা করলেন, তেমন কোন অপরাধ তারা করে নি—করবে না।

সুপ্রকাশ। নায়েব মশায়ের চালের আড়ৎ তারা লুঠ করে নি বলতে চাস্?

পরেশ। না।

সুপ্রকাশ। না মানে?

পরেশ। মানে—তারা লুঠ করে নি, আড়তের যিনি মালিক, তিনি চাল দান করেছেন।

সুপ্রকাশ। নায়েব মশায়ের আড়ৎ আর মালিক হ'লো বুঝি ও পাড়ার ভোলা ময়রা?

পরেশ। তা কেন হবে? মালিক নায়েব মশায়ের ছেলে জয়রামবাবু।

সুপ্রকাশ। চমৎকার! বাপ বেঁচে থাকতেই ছেলে হ'লো সম্পত্তির মালিক!

পরেশ। এ কথা মিথ্যে নয় দাদা, সকলেই তা জানে।

সুপ্রকাশ। চুলোয় যাক্—এখন আমার বক্তব্য এই যে, তোমায় ঐ সব বদ্‌লোকের সঙ্গ ছাড়তে হবে।

পরেশ। বদলোক ওরা নয়।

সুপ্রকাশ। অর্থাৎ তুমি ছাড়বে না।

পরেশ। মনে করুন তাই।

সুপ্রকাশ। তাহ'লে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তার অর্থ হ'চ্ছে—

পরেশ। কি বলুন—

সুপ্রকাশ। বাবা কি উইল ক'রে গেছেন জান?

পরেশ। জান্‌বার প্রয়োজন নেই।

সুপ্রকাশ। দেখ পরেশ, তুমি আমার ছোট ভাই—ছেলেবেলা থো তামায় কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছি, তাই স্নেহের দুর্ব্বলতায় বাবার উইলের কথা আমি তোমায় এতদিন বলি নি। তিনি তোমায় বিষয় থেকে বঞ্চিত করলেও আমি চেয়েছিলাম তোমায় অর্দ্ধেক অংশ দিতে। কিন্তু এখন আর তা হয় না

পরেশ। বাবা আমায় বিষয়ের অংশ থেকে বঞ্চিত করেছেন?

সুপ্রকাশ। হ্যাঁ—তোমার মাসোহারা স্বরূপ মাসিক মাত্র একশো টাকা তুমি পাবে। উইল দেখ্‌তে চাও?

পরেশ। না—আপনার কথাই যথেষ্ট। ও একশো টাকা হাতখরচ হিসাবে আপনার কন্যাকে দেবেন, আমি কিছুই চাই না।

গীতা। শুন্‌লে বাবা, শুনলে! কাকাবাবু আমার অপমান কর্‌লেন?

পরেশ। অপমান নয় মা। পিতৃব্যের কাছে ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্নেহের দাবী ব'লে একটা দাবী আছে তো? তোমার সেই দাবী পূরণ করতে এইটাই আমার যৎকিঞ্চিৎ উপহার—

[দ্রুত প্রস্থান।

গীতা। দেখ্‌লে বাবা, দেখ্‌লে?

সুপ্রকাশ। এ অহঙ্কার থাক্‌বে না মা! এ অহঙ্কার

আমিই চূর্ণ করবো। যখন একমুঠো উদারান্নের জন্যে পেটের জ্বালায় লোকের দোরে ভিক্ষে করতে হবে, তখন বুঝবে সুপ্রকাশ রায়কে ঘাঁটানো আর জাতসাপ নিয়ে খেলা করা দুইই সমান। আয় মা!

গীতা। বাবা, আমায় ধ'রে নিয়ে চল, আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুঁটীরামের গৃহ-প্রাঙ্গণ

তারুর প্রবেশ

তারু। পুঁটীখুড়ো! ও পুঁটীখুড়ো! বাড়ীতে আছ? ঐ তো ঘর দোর খোলা প'ড়ে রয়েছে! খুড়ো গেল কোথায়? বাড়ীখানাকে ক'রে রেখেছে যেন প'ড়ো-বাড়ী! ব্যাপারটা তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না? পুঁটীখুড়ো! ও পুঁটীখুড়ো—

একখানা কাপড়ে ঢাকা তাহার পঞ্চম বর্ষীয় শিশু-পুত্রের মৃতদেহ বুকে লইয়া অর্দ্ধোন্মাদের ন্যায় পুঁটীরাম প্রবেশ করিল

পুঁটীরাম। শ্মশানের রাক্ষসগুলো ব'লে দিলে, আমার খোকাকে আগুনে পোড়াবে। কেন পোড়াবে? কি করেছে সে? সে তো কারো কিছু করে নি? তবে তাকে পোড়াবে কেন? বল্‌লে এখানকার এই রীতি! এ সব চালাকী তাদের! রাক্ষস কিনা, মানুষ পুড়িয়ে তারা খায়। কেন দেবো আমার খোকাকে? খোকা আমার ক'দিন কিছুই খায় নি, খালি জল খেয়ে ছিল। আমি বাপ, তাকে খেতে দিতে পারি নি। কেউ ভিক্ষে দেয় না যে, ভিক্ষে ক'রে

এনে তাকে খাওয়াবো! আশ্রমে গিয়েছিনু, দেখ্‌লুম সবাই ব্যস্ত। যারা এসেছে, সবাই খেতে চায়, আমি আবার কেমন ক'রে চাইবো? সেই সেদিন যে গোলা থেকে সব ধান তাদের দিয়ে এসেছি। তাদের কাছে খাবার কথা বল্‌তে যে লজ্জা হ'লো, পারলুম না—চ'লে এলুম। খোকারও খাওয়া হ'লো না, ঘুমিয়ে পড়্‌লো। খাওয়াবো—ঘুম থেকে উঠ্‌লে তাকে খাওয়াবো। এইখানে একটু ঘুমো বাবা—এইখানে একটু ঘুমো, আমি তোর খাবার জোগাড় ক'রে আনি।

[পুত্রের মৃতদেহরূপ একটা কাপড়ের পুঁটুলী দাওয়ার উপর সযত্নে রাখিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম]

তারু। পুঁটীখুড়ো—

পুঁটীরাম। শ্মশান থেকে পেছু নিয়েছিস্ বুঝি রাক্ষস? দেবো না—কিছুতেই দেবো না তোকে আমার খোকাকে—[ছুটিয়া গিয়া খোকাকে আগুলিয়া দাঁড়াইল।] এগুস্ নি, কাছে এলে আমি তোকে খুন কর্‌বো।

তারু। পুঁটীখুড়ো, কাকে কি বল্‌ছো? আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমি যে তারু—

পুঁটীরাম। তারু? কে তারু?

তারু। তোমার সাক্‌রেদ খুড়ো, রায়েদের বাড়ীর পাইক তারু।

পুঁটীরাম। কি বল্‌লি? বড়লোকের বাড়ীর পাইক? বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা এখান থেকে, তোদের ছায়া মাড়ালেও পাপ।

তারু। আমি আর কারো চাকর নই খুড়ো—চাকরীতে আমার জবাব হ'য়ে গেছে।

পুঁটীরাম। বেশ হয়েছে, যা, গঙ্গাস্নান ক'রে আয়, পাপ ধুয়ে যাবে। আর কখনো বড়লোকের নাম মুখে আনিস্ নে।

তারু। পুঁটীখুড়োর মত একটা মানুষ শেষে এমন হ'য়ে গেল!

গাহিতে গাহিতে কতিপয় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বালক-বালিকাগণের প্রবেশ

বালক-বালিকাগণ।—

গান

খেতে দাও—ওগো খেতে দাও,
ক্ষিদেয় জ্বলে যে প্রাণ।
শুধু জল খেয়ে পারি নে গো আর,
বুঝি জীবনের হয় অবসান॥
চোখের সামনে শুধু দেখি ধোঁয়া,
পথ চলা ভার, যথা তথা শোয়া,
চাহি নাকো ভাত, ফেন দাও শুধু,
সেই হবে মহাদান॥

তারু। কার দোরে এসেছিস্ তোরা? তোদেরই মত খেতে না পেয়ে ওর ছেলে শুকিয়ে কুঁকড়ে ম'রে গেছে। ঐ দেখ্—ছেলের জন্যে হতভাগা আজ পাগল হ'য়ে গেছে!

বালক-বালিকাগণ। ও মা! মাগো—

[স্খলিত চরণে ধীরে ধীরে প্রস্থান।

পুঁটীরাম। ওরা কেন এসেছিল? খোকাকে ডাক্তে এসেছিল খেল্‌তে যাবার জন্যে? কি ব'লে দিলি? ঘুমুচ্ছে ঠিক বলেছিস্। আমি খাবার যোগাড় ক'রে আনি, ওবে খাইয়ে দাইয়ে খেল্‌তে পাঠিয়ে দেবো। যাই—আমি যাই—[গমনোদ্যোগ]

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। কোথায় যাচ্ছো পুঁটীখুড়ো?

পুঁটীরাম। [মৃতপুত্ররূপ পুঁটুলী আগুলিয়া] না—না এদিকে নয়! আমি চিন্‌তে পেরেছি, আমার চোখে ধূলো দিবি তুই? তুই শ্মশানের সেই রাক্ষসটার চর—আমার খোকাকে চুরি ক'রে নিয়ে যাবি? সেটী হবে না। বেরিয়ে যা—বেরিয়ে যা বল্‌ছি, নইলে তোকে খুন কর্‌বো! ওরে—ওরে, আমি কার কি করেছি রে! আমরা বাপবেটায় নিজের কুঁড়েয় ব'সে নিরিবিলি একটু কাঁদ্‌বো, তাতেও তোর বাদ সাধ্‌বি?

নরেশ। কেমন ক'রে এমনটা হ'লো তারু, পুঁটেখুড়ো হঠাৎ পাগল হ'য়ে গেল?

তারু। ঐ দেখ—

নরেশ। ও কি? কার মৃতদেহ?

তারু। খুড়োর ঐ একটী ছেলে—সংসারের শেষ বাঁধন—তাও গেল!

নরেশ। আমরা দেশ-বিদেশের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনা

আতুর নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত, অথচ আমাদের প্রতিবেশী—আমাদের বিপদের বন্ধু—আমাদের পরমাত্মীয় এই পুঁটী-খুড়োর এতবড় একটা সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল, আর একটী-বারের জন্য তার দিকে ফিরে চাইবার আমাদের অবসর হ'লো না! এত বড় অন্যায়—এতখানি স্বার্থপরতা—এত বড় অমনোযোগীতার মার্জ্জনা নেই। এ অন্যায়ের প্রতিকার নেই—প্রায়শ্চিত্ত নেই! [দ্রুত প্রস্থান।

পুঁটীরাম। পার্‌লে না—পার্‌লে না, পালিয়ে গেল! আমি থাক্‌তে আমার খোকাকে নিয়ে যায় কার সাধ্যি! যাই আমি, আর দেরী কর্‌বো না। এখুনি খোকা আমার জেগে উঠবে, ক্ষিদেয় অস্থির হ'য়ে 'খেতে দাও—খেতে দাও' ব'লে কাঁদ্‌বে। আমি যাই—আমি যাই—

[দ্রুত প্রস্থান।

তারু। মরা ছেলেটা এইখানে প'ড়ে থাক্‌বে? খুড়ো যে কখন আস্‌বে তার ঠিক নেই। পাগলের খেয়াল—কখন কি বলে, কখন কি করে, কিছুই ঠিক নেই। এই-খানে প'ড়ে থাকলে কুকুর শেয়ালে টেনে ছিঁড়ে খাবে। না—না, আমি তা হ'তে দেবো না। কত কোলে পিঠে করেছি ছেলেটাকে, এখন বুকে ক'রে গঙ্গার ধারে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে আসি। পুঁটীখুড়োর ছেলে আমার ভাই—[মৃত শিশুকে লইতে গিয়া উহা শুধু কাপড়ের পুঁটুলি দেখিয়া] হায় রে স্নেহ-উন্মাদ! তুই সত্যিই অভাগা! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুপ্রকাশ রায়ের বাটীর ফটক

ভজহরিকে সঙ্গে লইয়া রামপ্রসাদের প্রবেশ

ভজহরি। এখানে কি মনে ক'রে এলেন প্রভু ?

রামপ্রসাদ। মা যে আন্‌লেন এখানে ! কেন জান ? এই বড়লোক জমিদারের বাড়ীতে নাকি মহা-উৎসব। তাঁর মেয়ের আজ জন্মতিথি উৎসব ! এই উৎসবে আজ পঞ্চ-গ্রামের লোক কেউ অভুক্ত থাক্‌বে না। এই মহাদুর্ভিক্ষের দিনে তারা পেটপূরে খেতে পাবে, এ কত বড় একটা আনন্দের কথা বল তো ? সবাই হয়েছে নিমন্ত্রিত, কিন্তু মদ্যপায়ী ব'লে আমার হতভাগ্য মাতুল এদের সমাজে একঘরে !

ভজহরি। তাই বুঝি প্রতিবাদ কর্‌তে এলেন ?

রামপ্রসাদ। দূর, তা কেন ? প্রতিবাদ কর্‌বার আমি কে ? তবু মা আমায় এখানে নিয়ে এলো। কেন নিয়ে এলো, তা তো জানি নে রে ! বোস্ এই বেদীতে, ব'সে ব'সে মায়ের নাম কর্—আমি শুনি।

ভজহরি।—

গান

মন, ক'রো না দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবি রে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণেতে দেখলাম্ ক'রে খোঁজ-তল্লাসী,
ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম সব যে আমার এলোকেশী ॥

শিবরূপে বাজাও শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥

ব্রজগোপালের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। বাঃ-বাঃ-বাঃ ! বেশ গাইতে পারো তো তুমি ? এসো না বাড়ীর ভেতর, বড় বাবুকে দু'একখানা শোনাবে !

ভজহরি। আমরা সন্ন্যাসী, কারও গৃহে যাই না।

ব্রজগোপাল। ও, তা আজ বড় বাবুর কন্যার জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসব হ'চ্ছে, আহুত, অনাহুত সকলকেই ভূরি-ভোজনে তৃপ্ত কর্‌বার আয়োজন করা হয়েছে; তোমরাই বা অভুক্ত ফিরে যাবে কেন ? এইখানেই তাহ'লে একটু ব'সো—তোমাদের কিছু আহার্য্য পাঠিয়ে দিই।

রামপ্রসাদ। আমরা তো ক্ষুধার্ত্ত নই, তবে পিপাসিত; একটু জল দিতে পারো ?

ব্রজগোপাল। ভাল, তাই পাঠিয়ে দিচ্ছি— [প্রস্থান।

ভজহরি। এখানে আপনি জলপান কর্‌বেন প্রভু ?

রামপ্রসাদ। জল যে নারায়ণ রে !

জনৈক ভৃত্য একটী মাটির গ্লাসে জল লইয়া আসিল
এবং রামপ্রসাদের হস্তে দিল

রামপ্রসাদ। ইস্ ! এতে যে মদের গন্ধ রে ! এ জল তো আমি খাবো না !

[গ্লাসটী ভৃত্যকে ফিরাইয়া দিলেন; ভৃত্য গ্লাসটী একবার শুঁকিয়া মুখ বিকৃত করিয়া তাহা লইয়া গেল।]

ভজহরি। স্পর্দ্ধা তো বড় কম নয়, প্রভুকে মদের গ্লাসে জল দিয়েছে!

রামপ্রসাদ। উৎসবের বাড়ী, অত বিচার নেই।

একটী কাঁসার গ্লাসে জল লইয়া ব্রজগোপালের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। আহাম্মুক পাজী চাকরগুলো দেখে শুনে কাজ করে না। বেটাদের খুব শাসিয়েছি। নিজের হাতে আমার আলাদা কুঁজো থেকে ভাল ধোয়া গ্লাসে জল এনেছি, তুমি ঠাকুর এবার নিঃসন্দেহে খেতে পারো। [গ্লাসটী রামপ্রসাদের হাতে দিলেন।]

রামপ্রসাদ। [গ্লাসটী মুখের কাছে লইয়া গিয়া মুখ ফিরাইয়া কহিলেন] এতেও যে মদের গন্ধ হে! উৎসবে আর কিছু না হোক্, মদটা খুব চলেছে দেখ্ছি!

ব্রজগোপাল। বাজে কথা—হ'তেই পারে না—

রামপ্রসাদ। তুমিই দেখ না শুঁকে— [গ্লাস দিলেন।

ব্রজগোপাল। [পরীক্ষা করিয়া] ইস্, তাই তো! আচ্ছা দেখ্ছি— [প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। কালী কৈবল্যদায়িনী মা—

ভজহরি। এ কি পরীক্ষা প্রভু?

রামপ্রসাদ। পরীক্ষা! আমি পরীক্ষা কর্‌বার কে? সবই করাচ্ছেন মা—

রৌপ্যনির্ম্মিত গ্লাসে জল লইয়া গীতার প্রবেশ।

গীতা। এবার আপনি স্বচ্ছন্দে জল খেতে পারেন।

এ আমার দুধ খাবার গ্লাস, বাইরে থাকে না, আলমারি থেকে বার ক'রে ভাল ক'রে ধুয়ে তবে জল এনেছি।

রামপ্রসাদ। কৈ দেখি মা—[গ্লাসটা লইয়া মুখের কাছে ধরিলেন এবং মুখখানা বিকৃত করিয়া বলিলেন] এতেও যে তীব্র মদের গন্ধ! জল আর আমার খাওয়া হ'লো না। গরীব মদ খেলে সমাজে একঘরে হয়, কিন্তু বড়লোকের বাড়ীতে মদের ঢেউ খেলে গেলেও তিনি সমাজে একঘরে হওয়া তো দূরের কথা, তিনি হন সমাজপতি।

গীতা। এবার তা হ'লে আমায় বল্‌তে হবে এ তোমার বুজরুকি। জোর ক'রে বল্‌ছো গ্লাসে মদের গন্ধ।

রামপ্রসাদ। সত্যি মিথ্যে তুমিই পরীক্ষা ক'রে দেখ না মা!

[গ্লাসটী গীতাকে ফিরাইয়া দিলেন, গীতা তাহা পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত ও ভ্রূকুঞ্চিত করিল।]

রামপ্রসাদ। কি বুঝ্‌লে মা?

গীতা। আমায় মাপ কর্‌বেন, আমি অন্যায়ভাবে আপনার উপর দোষারোপ করেছি। আমি যাচ্ছি, আপনার সব কথাই বাবাকে গিয়ে বল্‌বো। [প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। জলও খাওয়া হ'লো না—পিপাসাও গেল না। চল ভজহরি, গঙ্গাতীরেই যাই—স্নানান্তে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে আঁজ্‌লা পূরে জল খাবো এখন।

ভজহরি। প্রভুর যেমন অভিরুচি—

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতা, সুপ্রকাশ ও ব্রজগোপালের প্রবেশ

সুপ্রকাশ। কৈ—কোথায় ?

গীতা। এই বেদীটাতেই তো তিনি ব'সেছিলেন বাবা!

সুপ্রকাশ। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি মা, আমার ঘরের—কি সোনার, কি রূপোর, কি তামার, কি কাঁসার, কি পিতলের, কি মাটির, প্রত্যেক পান-পাত্রটাতেই মদের গন্ধ। গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ মদ্যপায়ী ব'লে সমাজে পতিত—তার নিমন্ত্রণ বন্ধ করেছি। তাই কি দীন ব্রাহ্মণের মর্ম্ম-ব্যথা মহাপুরুষের মূর্ত্তি ধ'রে এসে আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন—এ অবিচার—এ অন্যায় ? ব্রজগোপাল! তুমি ব্রাহ্মণের বাড়ী যাও—তাঁকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো। এ আবার কি!

গাহিতে গাহিতে কতিপয় দুর্ভিক্ষ-পীড়িত বালক-বালিকাগণের প্রবেশ

বালক-বালিকাগণ।—

গান

ওগো দাতা—ওগো দীনের ভগবান্!
পারি না সহিতে ক্ষুধার যাতনা অন্ন দিয়ে বাঁচাও প্রাণ॥
নর্দ্দামায় যা স্রোত ব'য়ে যায়,
তোমাদের ঐ রন্ধনশালায়,
কিম্বা এঁটো পাত কুকুরে যা খায়,
দাও যদি দাতা, তুমি হবে ত্রাতা,
তার কাছে তুচ্ছ বলিরাজার দান॥

ব্রজগোপাল। আরে ম'লো, এ হা-ঘরের দল আবার কোত্থেকে এলো!

গীতা। কি কদর্য্য মূর্ত্তি এদের—আমার যে শ্বাসরুদ্ধ হবার উপক্রম হ'চ্ছে!

সুপ্রকাশ। দরোয়ান! দরোয়ান! এদের নিকাল দেও। তুই চ'লে আয় মা, আর এখানে থাকিস্ নি।

[সুপ্রকাশ ও গীতার প্রস্থান।

বালক-বালিকাগণ। ওগো, আমাদের হু'টী খেতে দাও, কতদিন খেতে পাই নি। তোমাদের বাড়ীতে উৎসব শুনে আস্‌ছি—হু'টী খেতে দাও।

ব্রজগোপাল। বেরো বেটারা, বেরো বল্‌ছি—[ধাক্কা দিল] দরোয়ান! ঝামেলা হঠাও— [প্রস্থান।

বালক-বালিকাগণ। ওঃ, মাগো—

[স্খলিত পদে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

সুহৃদসঙ্ঘের সেবাশ্রম প্রাঙ্গণ

পরেশ ও মাখনের প্রবেশ

মাখন। এত বড় অন্যায় কখনো ধর্ম্মে সইবে না বাবাজি! অতি দর্পে হতালঙ্কা! সুপ্রকাশ রায়ের দশা তাই হবে, এ আমি ব'লে রাখ্‌ছি।

পরেশ। অভিশাপ দিও না খুড়ো, হাজার হোক্ আমার বড় ভাই তো! তাঁর কিছু হ'লে সেটা আমারও সুখের হবে না।

মাখন। কালের ধর্ম্ম! সংসারে যে ভাল হয়, তারই পদে পদে বিপদ!

পরেশ। আমি চাই না আমার পৈতৃক সম্পত্তি, আমি পথের ভিখারী হই—তাতেও আমার দুঃখ নেই। আমার দুঃখ হ'চ্ছে কেন—জান খুড়ো? আমি জনসেবায় যতটুকু অর্থ সাহায্য কর্‌ছিলুম, সেটুকু আর পার্‌বো না—এইটাই আমার মর্ম্মান্তিক দুঃখ।

মাখন। দুঃখু ক'রে আর কি হবে বাবাজি! আঁধারের পর আলো, আলোর পর আঁধার, সংসারের নিয়ম। মানুষ কিছু কর্‌তে পারে না—তাকে মুখটী বুজে চুপ ক'রে থাক্‌তে হবে, সব বরাতের উপর নির্ভর ক'রে।

পরেশ। যাক্ ওসব কথা, আজকের নতুন অতিথি ক'জন?

মাখন। আড়াইশো।

পরেশ। তাহ'লে সব শুদ্ধ হ'লো কত? দু'হাজার তিনশো নব্বুই কেমন?

মাখন। হ্যাঁ, ঐরকমই হবে, আমরা মুখ্যুলোক অত হিসেব কর্‌তে পারি কি বাবাজি?

পরেশ। খাদ্যশস্য যা আছে, কতদিন চল্‌বে মনে কর?

মাখন। তা এখন চল্‌বে, দু'চার হপ্তা চল্‌বে বৈকি।

পরেশ। দু'চার হপ্তা? তোমার আন্দাজ তো! দু' হপ্তাই ধ'রে নিতে হবে। তাহ'লে আজই তোমায় বেরুতে হবে খুড়ো! এ অঞ্চলে তো একটী দানাও নেই—দূর অঞ্চলেই যেতে হবে। মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে পড়, কালু খুড়ো যাবে তোমার সঙ্গে, কারণ পথে লুঠপাটের ভয় আছে। কালু খুড়ো একাই বিশ-জনের মওড়া নেবে এখন।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। আজ আর মাখনের বেরোনো চল্‌বে না পরেশ!

পরেশ। কেন মা?

কল্যাণী। চাল সংগ্রহের এখন বিশেষ তাড়াতাড়ি নেই, যথেষ্ট চাল আছে—মাসখানেকের জন্যে কোন ভাবনা নেই। এখনকার ভাবনা একটা নতুন রকমের এসে পড়েছে।

পরেশ। নতুন আবার কি ভাবনা মা?

কল্যাণী। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে দেশে যা হয়, তাই সুরু হয়েছে। পেটের জ্বালায় লোকে অখাদ্য কুখাদ্য ছাড়া যা খাদ্য নয়, তাও খেয়েছে; এ তারই ফল।

পরেশ। আমাদের গ্রামের কথা বল্‌ছেন?

কল্যাণী। নদীর ওপারে মোড়ল গাঁয়ে বাউড়ীদের বাড়ীতে রোগ ঢুকেছে। বড় অবাধ্য তারা, কারো কথা শোনে না, নিজেদের মতটাই বড় ক'রে দেখে। এতখানি

দুর্ব্বুদ্ধি—এতটা জেদ তাদের যে, তারা না খেয়ে শুকিয়ে মর্‌বে, তবু খেতে পেলেও গাঁ ছেড়ে কোথাও যাবে না।

পরেশ। এ সব লোক মরাই ভাল।

কল্যাণী। অমন কথা শত্রুকেও বল্‌তে নেই বাবা! ভুলে যেও না, তারাও আমাদের মত মানুষ, তফাৎ তারা মূর্খ। মূর্খের উপর রাগ করা চলে না বাবা! তাদের বোঝাতে হবে—শেখাতে হবে—তাদের মানুষ ক'রে তুল্‌তে হবে। এইটাই তো আমাদের সব চেয়ে বড় কাজ। তারা অবাধ্য ব'লেই যে হাল ছেড়ে দিতে হবে, তা নয়। তারা না খেয়ে মর্‌তে লাগ্‌লো, আমাদের আশ্রমের খবর পেয়েও গাঁ ছেড়ে এ দিকে এলো না; তখন আমি কি কর্‌লুম জান? তাদের বাঁচাবার জন্যে লোক দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিলুম। তবে যারা ছিল, তারা বেঁচেছে; এখন কলেরার কবল থেকেও তাদের বাঁচাতে হবে।

মাখন। আমি কি তাহ'লে আমাদের ডাক্তারকে নিয়ে এখনই রওনা হবো মা?

কল্যাণী। হ্যাঁ বাবা, এক্ষুনি। এ সব রোগে সব ব্যবস্থাই চাই তড়িক্ ঘড়িক্। আমাদের দেখ্‌তে হবে যাতে রোগটা না চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

মাখন। আমি এখনই যাচ্ছি মা— [দ্রুত প্রস্থান।

পরেশ। মা! একটু পায়ের ধূলো দাও—

কল্যাণী। এমন আকস্মিক ভক্তির কারণ কি পরেশ?

পরেশ। তোমার উপর ভক্তি আকস্মিক নয় মা, চিরন্তন।

তুমি এইখানে ব'সে এত সংবাদ রাখ, এ যে কোনদিন ধারণা করতে পারি নি। তাই শ্রদ্ধায়, আনন্দে, ভক্তিতে মাথা আপনি নুয়ে পড়্‌ছে তোমার পায়ের তলায়। তুমি মানবী নও—মানবীমূর্ত্তিতে দেবী অন্নপূর্ণা।

রামপ্রসাদ ও ভজহরির প্রবেশ

রামপ্রসাদ। আমিও তো তোদের তাই ব'লেছিলাম রে! তাই তো গঙ্গাস্নান ক'রে দেবীদর্শন করতে এসেছি।

ভজহরি।— গান

আদ্যাশক্তি ভক্তি উক্তি যুক্তি মুক্তিদায়িকা।
সিদ্ধবিদ্যা রাধা সাধ্যা শৈলসুতা বালিকা॥
হাস্য আস্য সুপ্রকাশ্য দৃশ্য চারু নাসিকা।
ত্বং নমামি বিশ্বরূপা দেহি জ্ঞানচন্দ্রিকা॥

[ভজহরি ও রামপ্রসাদ কল্যাণীকে প্রণাম করিলেন]

কল্যাণী। [ব্যস্তসমস্ত হইয়া উভয়ের পদধূলি লইলেন] একি করছেন বাবা, আমায় অপরাধিনী করছেন ?

রামপ্রসাদ। ওরে, কপালিনী কালী আমার যে মা, তুইও যে আমার সেই মা! কোন প্রভেদ নেই রে—কোন প্রভেদ নেই।

কতকগুলি বিল্বপত্র, কতকগুলি ঘাস লইয়া অর্দ্ধোন্মাদের মত উদাস অর্থহীন দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে
পুঁটীরামের প্রবেশ

পুঁটীরাম। পেয়েছি—পেয়েছি, অনেক কষ্টে যোগাড়

করেছি খোকার খাবার। কেউ কি কিছু রেখেছে? সব খেয়ে ফেলেছে! কিচ্ছুটী পাবার যো নেই! আমি নদী নালা পেরিয়ে—সাতগাঁ ঘুরে তবে এই ক'টা যোগাড় করেছি! এতক্ষণ হয়তো ঘুম ভেঙ্গে গেছে, সে ক্ষিদের জ্বালায় আকুল হ'য়ে কাঁদ্‌ছে!

রামপ্রসাদ। ও রে, সে ঘুম তার আর ভাঙ্গবে না। মানুষ একবার ঐ ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে আর ওঠে না। তোর খোকাও আর উঠ্‌বে না।

পুঁটীরাম। কি বল্‌লে? আমার খোকা আর উঠ্‌বে না? ঘুম তার ভাঙ্গবে না?

রামপ্রসাদ। এ তো সে ঘুম নয় রে—সে ঘুম নয়, একে বলে মহাঘুম। দেহ মাটি হ'য়ে কিম্বা পুড়ে ছাই হ'য়ে তার রেণুগুলো বাতাসে উড়ে দূর আকাশে মিলিয়ে গেলেও এ ঘুম ভাঙ্গে না। এ ঘুমে মানুষ ঘুমুলে তার ক্ষুধাতৃষ্ণাও আর থাকে না। সেও এড়িয়েছে তার ক্ষুধা- তৃষ্ণার জ্বালা।

পুঁটীরাম। তবে! তবে কি হবে? আমি যে তার জন্যে খাবার এনেছি! আমার এতকষ্টে যোগাড় করা খাবার আমি কাকে খাওয়াবো?

রামপ্রসাদ। তোমার খোকা মনে ক'রে আমাকে দাও, আমিই খাবো।

পুঁটীরাম। তুমি! তুমি! তোমাকে দেবো? তুমি খেলে আমার খোকার খাওয়া হবে? তবে এসো—আমার কাছে এসো, আমি নিজে হাতে ক'রে তোমায় খাইয়ে দিই।

রামপ্রসাদ। দাও—

পুঁটীরাম। [কম্পিত হস্তে একটী বেলপাতা ও একগাছা দূর্ব্বা রামপ্রসাদের মুখে গুঁজিয়া দিল। মহাপুরুষের পুতঃ দেহ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের মত কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে রামপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সহসা ছিন্নমূল তরুর ন্যায় তাহার পদতলে পতিত হইয়া আকুলকণ্ঠে কহিল] আমি—আমি কি করেছি, তা জানি নে! যে করেছে, বোধ হয় সে আমি নই। পুঁটে-চাঁড়ালের এতখানি বুকের পাটা হবে না যে, দেবতা বেরাম্ভণের মুখে যা খুসী তুলে দেয়। আমায় মাপ কর দেবতা, আমার মুখে ঘা কতক লাথি বসিয়ে দাও—আমার মহাপাপের পেরাচিত্তির হোক্।

রামপ্রসাদ। ছিঃ, ও কথা বলিস্ নে পুঁটীরাম! তুইও যে, আমিও সে, আর ঐ কুকুরটাও তাই: কোন তফাৎ নেই। আমার ভেতর মা আছেন, তোর ভেতর মা আছেন, আর ঐ কুকুরটার ভেতরও মা আছেন। তাহ'লে আমাদের তিনজনের মধ্যে তফাৎ রইলো কোথায়? নে ওঠ্, কাজে যা—ঢের কাজ —ঐ মা ব'লে দেবে, কি করতে হবে।

ব্যস্তভাবে নরেশের প্রবেশ

নরেশ। এমন আশ্রম ক'রে নাম কেন্‌বার কোন মানে হয় না পরেশ! আমরা বুভুক্ষুদের বাইরে থেকে ধ'রে এনে খাওয়াচ্ছি, অথচ আমাদের ঘরের লোক না খেয়ে মরছে—

পাগল হ'চ্ছে, সে দিকে আমাদের নজর পড়্ছে না। এই কি আমাদের কর্ত্তব্য ?

পুঁটীরাম। কার কথা বল্ছো বাবাজি, আমার কথা নিশ্চয় ! বাবাজি, মা যা করেন, তা ভালর জন্যে। পুঁটে-চাঁড়াল আর পাগল নয়, লোহা পরেশ-পাথর ছুঁয়ে সোনা হ'য়ে গেছে ! দেখ্ছো না তোমার সামনে দেবতা—আকাশ থেকে মাটির পীরথিমীতে নেমে এসেছে !

নরেশ। এ কি ! ঠাকুর ! [রামপ্রসাদের পদতলে লুটাইয়া পড়িল]

রামপ্রসাদ। ওরে বাহাদুর, ওঠ্—ওঠ্ ! এখন লোকের পায়ের তলায় প'ড়ে সময় নষ্ট কর্লে চল্বে না, ঢের কাজ আছে কর্বার—একি ! হঠাৎ আকাশে একখানা কালো মেঘ উঠ্ছে যে ! ঝড় উঠ্বে ? না মূষলধারে বৃষ্টিপাত হবে ? না বজ্রাঘাত হবে ? না ভীষণ অগ্নিবৃষ্টিতে সব জ্বলে পুড়ে ছাই হ'য়ে যাবে ? মা ! মা ! ব'লে দে মা, কি তোর ইচ্ছে ? [দ্রুত প্রস্থান।

ভজহরি। প্রভু ! প্রভু ! [পশ্চাদনুসরণ।

পরেশ। ঠাকুর অমন কথা বল্লেন কেন মা ?

কল্যাণী। একটা ভাবী অমঙ্গলের পূর্ব্বাভাষ দিয়ে গেলেন। তার জন্যে আমাদের এখন থেকেই প্রস্তুত হ'তে হবে পরেশ ! সংসারের ভাল কাজ কর্তে গেলেই ঝড়-ঝাপ্টা বিপদ-আপদের জন্যে আগে থেকেই প্রস্তুত হ'তে হয়। এখন এসো সবাই, আর তর্ক-বিতর্ক ক'রে অযথা সময় নষ্ট কর্লে চল্বে না।

[অগ্রে কল্যাণী তৎপশ্চাৎ সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

গঙ্গাতীর—শ্মশানঘাট

নরহরি ও খেঁদার প্রবেশ

নরহরি। যা মতলব করেছি, তাতে বেশ মোটারকম কিছু আদায় হবে ; এখন তুই যদি বোকামী না করিস্।

খেঁদা। বোকামী কর্‌বোক্ কেনে গো—তা কি করতে হবেক্ ?

নরহরি। তোকে একবার মর্‌তে হবে। ছিদেমটা রাজী হয়েছে, এখন তুইও রাজী হ'। তবে কথা হ'চ্ছে এই যে, লাভের ভাগ ছু'আনা চৌদ্দ আনা।

খেঁদা। আমার ভাগে ছু'আনা ?

নরহরি। তবে আর কত ? কর্‌তে তো তোকে কিছু হবে না, শুধু মর্‌বি বৈ তো নয়! যা কিছু কর্‌তে হবে, সব আমি কর্‌বো।

খেঁদা। খাম্‌কা খাম্‌কা মর্‌বোক কি গো ? মর্‌লে তো ফুরিয়ে গেল, টাকা লিয়ে তখন হবেক কি ?

নরহরি। আরে আহাম্মুক, তেমন মর্‌তে বলি নি তোকে।

খেঁদা। মরবেক্ তা এমনটি আর তেমনটি কি গো ?

নরহরি। তুই চুপ্‌টি ক'রে মুখটি বুজে প'ড়ে থাক্‌বি, নিঃশ্বেস ফেল্‌বি—তা কেউ টের পাবে না।

খেঁদা। ছু'আনাতে মর্‌তে পার্‌বোক নি।

নরহরি। বুঝে দেখ্ খাঁদু, তোর কাজটা কি! শুধু চুপটী ক'রে প'ড়ে থাক্‌বি, তার জন্যে তোকে দেবো দু'আনা, যারা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবে, তাদের দেবো দু'আনা; তা হ'লে বুঝে দেখ্ আমার আর রৈল কত—চার আনা তো বেরিয়ে গেল!

খেঁদা। শ্মশানঘাটে নিয়ে যাবেক কি গো? পোড়াবেক নাকি? আমি মর্‌তে পার্‌বোক নি। দু'আনার লোভ দেখিয়ে আমাকে শ্মশানঘাটে পোড়াবেক! ওরে বাপ্‌রে! [গমনোদ্যত]

নরহরি। আরে, চ'লে যায় দেখ! শোন্—শোন্—

খেঁদা। কি, বল—

নরহরি। তোকে ঐখানে নিয়ে আস্‌বে; আর ঐ যে আসন দেখ্‌ছিস—ঐখানে ব'সে থাক্‌বেন একজন সাধু মহা-পুরুষ—তিনি এখন স্নানাহ্নিক কর্‌তে গেছেন। তোদের দু'জনকে নিয়ে গিয়ে ঐ সাধুর কাছে নামাবো, সাধু তোদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেই তোরা অমনি বেঁচে উঠ্‌বি। তারপর টাকা দেবো তোদের, তোরা টাকা নিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘরে চ'লে যাবি। এখন বুঝ্‌লি মতলবটা?

খেঁদা। কিন্তু দু'আনা মজুরী বড্ড কম হ'চ্ছে যে!

নরহরি। আরে, দু'আনা বল্‌তে দু'আনা পয়সা নয়—যা রোজগার হবে, তার দু'আনা অংশ, অর্থাৎ কুড়ি টাকা রোজগার হ'লে তুই পাবি কুড়িটে দুয়ানী। যত টাকা রোজগার হবে, তুই পাবি তত দুয়ানী, বুঝ্‌লি হিসেবটা? ছিদেম তো এক কথায় রাজী হ'য়ে গেল।

খেঁদা। একথাটী আগে বল্লেক নি কেনে? আমি রাজী হ'তুম এক কথায়—তু'টী কথা কইতে হ'তো নি। এখন চল্, কোথায় গিয়ে মর্‌তে হবে, মরি গে চল।

নরহরি। ঐখানে—ঐ বনটার আড়ালে,—বেশী দূরে গিয়ে ম'লে বইবে কে?

খেঁদা। বেশী জোর ক'রে বেঁধো নি কিন্তু?

নরহরি। আরে না—না, তুই যা, চট্ ক'রে ছিদেমকে ডেকে নিয়ে আয়, সে ঐখানে দাঁড়িয়ে আছে। [খেঁদার প্রস্থান] এই তালে কিছু বাগাতে হবে; ও বেটাদের কিছু দিয়ে পুরোপুরি হাতাবো আমি।

খেঁদা ও ছিদেমের প্রবেশ

নরহরি। নে—নে, এইখানে শুয়ে প'ড়ে থাক্; ঐ আস্‌ছে সাধুবাবা—ও যখন গায়ে হাত দেবে, তখন নিঃশ্বেস বন্ধ করবি। বুঝলি?

[খেঁদাও ছিদেম শুইয়া পড়িল]

জয়রামপ্রসাদের প্রবেশ

জয়রাম। সত্যপাতক সং—সং—দুত্তোর, মনেও নেই ছাই! ও মন্তর-ফন্তর আমার ধাতে সইবে না। মুখস্থও হয় না—উচ্চারণও হয় না। লোকজনকে যে শোনাবো, তারও উপায় নেই! নাঃ, ও সব ছেড়ে দিয়ে খালি তারা—তারা বল্‌বো—যা উচ্চারণ কর্‌তে গোলযোগ নেই—ভোলবার যো নেই। [নেপথ্যে "বল হরি—হরি বোল" বলিয়া উঠিল] ঐ

বুঝি কারা আস্ছে মৃতের সৎকার কর্তে, আসন গ্রহণ ক'রে চোখ বুজে বসি। [আসনে উপবেশন করিল]

নরহরি। সাক্ষাৎ ভগবান্! [সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল] প্রভু! প্রভু! একবার করুণানেত্রে চান—আমার অতিপ্রিয় দু'টী আত্মীয় অকালে যমের বাড়ী চ'লে গেছে, তাদের ফিরিয়ে এনে দিন ঠাকুর!

জয়রাম। কে রে—কে রে দুর্ব্বৃত্ত, আমার ধ্যানভঙ্গ কর্লি? আমি ভয়ানক চ'টে গেছি, এখনই তোকে ভস্ম ক'রে দেবো।

নরহরি। দোহাই ঠাকুর, ভস্ম কর্বেন না, একেবারে ছাই হ'য়ে যাবো।

জয়রাম। তোর ব্যাকুলতা দেখে আমার দয়া হ'লো। বল্, তুই কি চাস্?

নরহরি। প্রভু, এদের বাঁচিয়ে দিন।

জয়রাম। আমি বাঁচাবো কি ক'রে?

নরহরি। কিছু কর্তে হবে না আপনাকে, আপনি যে মহাপুরুষ! আপনি শুধু ঐ মৃতদেহে একবার পদ্মহস্ত বুলিয়ে দিলেই তারা বেঁচে উঠ্বে প্রভু! আপনি হয়তো জানেন না, কিন্তু আমি জানি, আপনার শক্তি কতখানি!

জয়রাম। বেশ, তুমি যখন বল্ছো, তখন দিচ্ছি হাত বুলিয়ে। তুমি ততক্ষণ মার নাম কর।

[জয়রামপ্রসাদ খেঁদা ও ছিদামের গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল; নরহরি গাহিল]

নরহরি ।-

গান

তারা, কুল পোড়ে দে, নুন দিয়ে খাবো।
বাংলা দেশে জন্ম আমার বিলিতি আমড়া কোথায় পাবো ॥

[খেঁদা ও ছিদেম গা-ঝাড়া দিয়া দাঁড়াইল]

খেঁদা। বড় ক্ষিদে পেয়েছে !

নরহরি। দাঁড়া, ব্যস্ত হোস্ নি। মরেছিলি, ঠাকুরের দয়ায় বেঁচেছিস্, এই ঢের। প্রভু !

জয়রাম। আবার কি ?

নরহরি। এতখানি দয়া করেছেন যখন, আর একটু দয়া করুন প্রভু ! বেচারিরা পয়সার অভাবে খাদ্যের অভাবে না খেয়ে মরেছিল, যখন দয়া ক'রে বাঁচালেন, তখন ওদের কিছু অর্থ দিয়ে ওদের খাবার ব্যবস্থা ক'রে দিন, নইলে যে আবার মর্‌বে ওরা প্রভু !

জয়রাম। যাদের বাঁচিয়েছি, তাদের আর মর্‌তে দেবো না। দেখ্, আমার কমণ্ডলুতে কি আছে ?

নরহরি। [কমণ্ডলু হইতে দুইখানা মোহর বাহির করিয়া] দু'খানা মোহর প্রভু—

জয়রাম। ওদের ভাগ ক'রে দাও !

নরহরি। আয় তোরা ; শুধু বাঁচা নয়, খাবার যোগাড় সঙ্গে নিয়ে বাঁচা—এমন ক'জন বাঁচেরে ! আয়, চ'লে আয়—

[জয়রামপ্রসাদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

জয়রাম। এই তো প্রমাণ হ'য়ে গেল আমি সিদ্ধ মহাপুরুষ! এখন আর আমায় পায় কে? বাবা বিশ্বাস কর্‌তে চায় না। এবার যদি বিশ্বাস না করে, তাকে মেরে—বাঁচিয়ে প্রমাণ ক'রে দেবো, আমি খাঁটি সিদ্ধ মহাপুরুষ। তারা—তারা—তারা!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

আশ্রম-প্রাঙ্গণ

আশ্রমের বালক-বালিকাগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ

গান

বালকগণ।— আয় রে তরুণ, আয় রে তরুণ,
বাংলা মায়ের স্নেহের বাছনি।

বালিকাগণ।— আয় তরুণী, মাথার মণি,
বাংলা মায়ের আদরিণী॥

সকলে।— ব্যথিতের আর্ত্তরোল শোন্ না কানে,
কান্না কি সাজে বসি ঘরের কোণে,
ওঠ্‌রে ত্বরা—দেশের ডাকে দে রে সাড়া,
ছুটে আয়—আয় রে ছুটে মুছাতে ব্যথা,
তারা যে তোর ভাই-ভগিনী॥

[সকলের প্রস্থান

কথোপকথন করিতে করিতে নরেশ, পরেশ ও মাখনের প্রবেশ

নরেশ। তারপর ওপারের খবর কি মাখন খুড়ো ?

মাখন। খবর অনেকটা ভাল, বাউড়ী ভায়ারা একটু একটু ক'রে ধাতে আস্‌ছে। ছ'জনের পাঁচজনকে টেনে তোলা গেল, কিন্তু একজনকে রাখা গেল না। বাউড়ী-পাড়ার হাল-চাল একরকম ভাল বলা যায়, কিন্তু মুচি-পাড়ায় রোগটা যেন জেঁকে বসেছে।

পরেশ। সেখানে তাহ'লে কি ব্যবস্থা কর্‌লে খুড়ো ?

মাখন। ও পাড়ার ভার নিয়েছে পুঁটীরাম, এ পারের আশপাশের গ্রামগুলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে নরেন ডাক্তারকে নিয়ে কালু। আমাদের ভাগ্যি ভাল বল্‌তে হবে, এখনো আমাদের গাঁয়ে রোগটা ঢোকে নি।

পরেশ। কিন্তু ঢুক্‌তে কতক্ষণ খুড়ো ? ভেবে উঠ্‌তে পাচ্ছি না, তেমন দিন যদি আসে, আমরা ক'দিক সাম্‌লাবো !

মাখন। আমরা আর কি সামলাচ্ছি বাবাজি ! সবই তো সামলাচ্ছেন মা। মায়ের যা ইচ্ছে, তাই হবে, আমরা ক'রে যাবো আমাদের কাজ। কি হবে না হবে, সব মা জানেন।

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। তোমরা শোন নি বোধ হয়, এ গাঁয়েও রোগ ঢুকেছে। বাগ্দীপাড়ায় হারাণ বাগ্দীর ছোট ভাই আর হারাণের বড় মেয়ে দু'জনে একসঙ্গে বিছানা নিয়েছে।

পরেশ। সর্ব্বনাশ! যা ভাব্‌ছিলুম তাই!

কল্যাণী। সর্ব্বনাশ ব'লে হা-হুতাশ কর্‌লে তো চল্‌বে না পরেশ! শুধু হা-হুতাশ ক'রে তাদের রোগমুক্ত করা যাবে না। এখন কর্‌তে হবে আমাদের কাজ। নরু, বাগ্দী-পাড়ার ভার কার উপর দেওয়া যায় বল্ তো? উপেন ডাক্তারকে নিয়ে তুমি এখনই যাও—পঞ্চার মাকে সেখানে রেখে এসো, ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে তুমি ফিরে এসো। আমি ততক্ষণ ভেবে দেখি, কার ওপর ওখানকার ভার দেবো।

নরেশ। এর জন্যে আর ভাব্‌তে হবে না মা, গাঁয়ের লোকের সেবার ভার আমি নিজের হাতেই নেবো; শুধু পঞ্চার মা সঙ্গে থাক্‌লেই চল্‌বে।

কল্যাণী। রোগ যদি গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে বাবা, তখন তো তুমি একা কিছু কর্‌তে পার্‌বে না! তখন আমাকেও হয়তো বেরুতে হবে। তা ছাড়া তোমাদের মত কর্ম্মীকে আশ্রমের বাইরে রাখ্‌লে আশ্রমের অন্য দিকটা যে একেবারে অচল হ'য়ে যাবে বাবা! তাই আমি বলেছি, আমায় ভাব্‌তে হবে। তোমাকে আর পরেশকে আশ্রমের বাইরে থাক্‌তে দেওয়া কোনমতে সঙ্গত হবে না!

নরেশ। কিন্তু এখন আর ভাব্‌বার সময় নেই মা, আমায় যে এক্ষুনি যেতে হবে!

কল্যাণী। এখন যাও,—যত শীঘ্র পারো ফিরে এসো।

[কল্যাণীর পদধূলি লইয়া নরেশের প্রস্থান।

কল্যাণী। সমস্যা যে শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো পরেশ! কি কর্‌বো কিছুই যে ভেবে পাচ্ছিনে ?

ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তারুর প্রবেশ

কল্যাণী। কি রে তারু, অমন ক'রে হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এলি যে ?

তারু। একটা কথা বল্‌তে এলুম মা—

কল্যাণী। কি কথা রে ?

তারু। আমি আজ মাইনের তাগাদা করতে জমিদার বাড়ী গেছ্‌লুম।

কল্যাণী। দিলে মাইনে ?

তারু। চোখ পাকিয়ে নায়েব বল্‌লে—চাকরী ছেড়ে দিয়েছিস্‌ তুই, সেরেস্তায় তোর দেনা আছে, সাতদিনের মধ্যে যদি দেনা শোধ না দিস্‌, তা হ'লে তোর হাল, গরু টেনে আন্‌বো—জোত-জমা কেড়ে নেবো।

কল্যাণী। তুই কি বল্‌লি ?

তারু। ইচ্ছে হ'লো, হাতের লাঠিগাছটা ঘুরিয়ে দিই এক ঘা মাথায় বসিয়ে—তারপর রাগটা সাম্‌লে নিয়ে আস্তে আস্তে চ'লে এলুম।

কল্যাণী। এই কথা বল্‌তেই বুঝি ছুটে এসেছিস্‌ ?

তারু। না মা, আসল কথাটা এখনো বলা হয়নি। আমি যখন কাছারী-ঘরের রকে উঠ্‌ছি, শুনতে পেলুম, ঐ ছোট লোক নায়েবটা বড় বাবুর সঙ্গে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে কি পরামর্শ

করছে। দু'চারটে কথা কানে এলো। নায়েবটা বলছিল, পুলিস আস্‌বে ; কখন আস্‌বে, সেটা ঠিক শুন্‌তে পেলুম না মা।

কল্যাণী। পুলিস আস্‌বে ধরতে ? কাকে ? কে অপরাধী ? কে আনাচ্ছে পুলিস ?

পরেশ। বুঝ্‌তে পার্‌লে না মা ?—এ পুলিস আস্‌ছে আমাদের জন্যে!

কল্যাণী। তোমাদের জন্যে ?

পরেশ। গ্রামের সমস্ত লোক জমিদারের বিপক্ষে দাঁড়ালেও তাদের জন্যে পুলিস আস্‌ছে না—আস্‌বে না! আমাদের মত বড় শত্রু তাঁর কেউ নেই, যদি পুলিস আসে তো আমাদের জন্যেই আস্‌বে মা!

কল্যাণী। অপরাধ ?

পরেশ। শাস্ত্রে বলে দুর্জ্জনের ছলের অভাব হয় না।

তারু। তাদের কথাবার্ত্তার মধ্যে আর একটা কথা শুনেছি মা!

কল্যাণী। কি কথা রে ?

তারু। মাঝে মাঝে নায়েব বল্‌ছিল, তার চালের আড়তের কথা।

পরেশ। আর বল্‌তে হবে না তারু, আমি বুঝ্‌তে পেরেছি ; পুলিস আস্‌ছে আমাদের জন্যে। নায়েব যে সদরে যাওয়া আসা কর্‌ছিল, এতদিনে তার ফল হয়েছে। ওয়ারেণ্ট বের করেছে নিশ্চয়! চালের আড়ৎ লুট করার অপরাধে পুলিস আস্‌বে আমাদের গ্রেপ্তার কর্‌তে—তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত

হ'তে হবে মা, এখন—এই মুহূর্ত্ত থেকে। মাখন খুড়ো, কালুকে ডাকো—নরুকে খবর দাও—আর তুমিও তৈরি হও। মা! আশ্রমের ভার রইলো তোমার উপর। এসো তারু, আশ্রমের অন্য কর্ম্মীদের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি।

[তারুর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

কল্যাণী। এখন স্মরণ হ'ছে কি মাখন, মহাপুরুষ ভবিষ্যতের পূর্ব্বাভাষে কি বলেছিলেন? স্মরণ নেই বুঝি? বলেছিলেন ঝড় উঠ্‌বে—বজ্রপাত হবে—অগ্নিবৃষ্টিতে সব পুড়ে—ছাই হ'য়ে যাবে! এই তার সূচনা—

মাখন। এখন কি কর্‌বে মা?

কল্যাণী। কর্‌তে হবে অনেক কিছু! কিন্তু কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, সেটা ভাব্‌তে হবে—বিচার কর্‌তে হবে। ঠাকুর! ঠাকুর! মনে বল দাও, বুদ্ধি দাও, সাহস দাও—শত সহস্র বজ্রাঘাতেও যেন ভেঙ্গে না পড়ি।

[প্রস্থান।

মাখন। এ আবার কি বিপদ! আশ্রমটা খুলে ইস্তক একটা না একটা ফ্যাসাদ লেগেই আছে! দুনিয়ায় ভাল কিছু কর্‌তে গেলেই পদে পদে বাধা—পদে পদে বিপদ। মন্দ কাজের বেলায় হামরাই হয় সবাই, আর ভালোর বেলায় পেছনে লাগে বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত; তাইতো দুনিয়াটার উপর মাঝে মাঝে ঘেন্না হয়! ইচ্ছে হয়, ভালো আর কারও কর্‌বো না। মরুক্ গে সবাই—আমার কি!

নরেশের প্রবেশ

নরেশ। সব ব্যবস্থা ক'রে এলুম খুড়ো! মা কোথায় গেলেন ?

মাখন। এসেছ, ভালই হয়েছে! ওদিকের ব্যবস্থা ক'রে এলে, এইবার এদিকের ব্যবস্থা কর।

নরেশ। এদিকের ব্যবস্থা আবার কি ?

মাখন। জেলে যাবার ব্যবস্থা—সব গোছ-গাছ ক'রে যেতে হবে তো ?

নরেশ। মানে ?

মাখন। মানে—তাঁরা আস্‌ছেন।

নরেশ। কারা আসছেন ?

মাখন। যাঁরা নিয়ে যাবেন তাঁরা।

নরেশ। কি বল্‌ছো খুড়ো, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে।

মাখন। নায়েবের চালের আড়ৎ লুঠ করা হয়েছে, সেই অপরাধে পুলিশ আস্‌ছে ওয়ারিণ নিয়ে।

নরেশ। কে বল্‌লে আড়ৎ লুঠ করেছি আমরা ?

মাখন। যার আড়ৎ তিনিই বলেছেন, আদালতে আর কে বল্‌বে।

নরেশ। মিথ্যেকথা।

মাখন। তোমার আমার কথা কে শুন্‌বে বাবাজি ?

ব্রজগোপালের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। এই যে মোড়লের পো, অত লম্ফ ঝম্প হ'চ্ছে কার সঙ্গে ? ও—নরেশ বাবু!

মাখন। বাবাজি, ধূমকেতু দেখা দিয়েছে, অগ্নিবৃষ্টির আর দেরী নেই।

ব্রজগোপাল। ধূমকেতু বলা হ'চ্ছে কাকে হে মোড়লের পো? আমাকে বুঝি? অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে প'ড়ে যাবে, অতি ছোট হ'য়ো না ছাগলে মুড়োবে।

মাখন। ও সব শাস্তর-টাস্তর এখানে চল্‌বে না, তোমার কাছারীতে গিয়ে আওড়াও গে।

ব্রজগোপাল। বটে! তাই নাকি? এই যে, আসুন ইন্‌স্পেক্টর বাবু!

দুইজন কনষ্টেবল সহ পুলিস ইনস্পেক্টরের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। এই যে এঁরা দু'জনেই আসামী।

ইনস্পেক্টর। কি নাম তোমাদের?

নরেশ। ভদ্রভাবে কথা বল্‌বেন ইনস্পেক্টর বাবু, আসামী হ'লেও আমাদের একটা মর্য্যাদা আছে।

ইনস্পেক্টর। ও—যাক্, আপনাদের নাম?

নরেশ। আমার নাম নরেশ বাঁড়ুয্যে, আর ইনি মাখন মোড়ল।

ইনস্পেক্টর। ওয়ারেণ্ট আপনাদের দু'জনের নামেই আছে, তাছাড়া আর সব আসামী কই নায়েব মশায়?

ব্রজগোপাল। এইটাই আসামীদের ডিপো—সবাই আছেন এইখানে। আপনি নাম ডাকুন, একে একে গুটী গুটী হাজির হবেন এখন।

ইনস্পেক্টর। এক নম্বর, দু নম্বর তো হাজির, তিন নম্বর হ'চ্ছে পুঁটীরাম—

পুঁটীরামের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। এই যে পুঁটে পাইক—

পুঁটীরাম। পুঁটীরাম সর্দ্দার বল নায়েব, তোমাদের পাইক-গিরিতে সে অনেক দিন ইস্তফা দিয়েছে।

ইনস্পেক্টর। চার নম্বর—পরেশ রায়। কোথায় তিনি ?

পরেশের প্রবেশ

পরেশ। এই যে আমি।

ইনস্পেক্টর। আপনি! আপনি সুপ্রকাশ বাবুর ভাই না?

পরেশ। সকলে তাই বলে।

ইনস্পেক্টর। [নায়েবের প্রতি] সুপ্রকাশ বাবুর ভাই আপনার আড়ৎ লুঠ করেছেন ?

সুপ্রকাশের প্রবেশ

সুপ্রকাশ। করেছে বৈকি! প্রমাণস্বরূপ তার রিভল-ভার আপনাদের কাছেই জমা আছে।

পরেশ। একটুখানি ভুল করেছেন ইনস্পেক্টর বাবু! আড়ৎটা আসলে নায়েব মশায়ের নয়, আর মামলাটা একে-বারে সাজস্।

ইনস্পেক্টর। সেটা আদালতেই প্রমাণ করবেন আপনারা। সাজস্ হয়, ফেঁসে যাবে, তখন আনতে পারবেন মানহানীর দাবী। সুপ্রকাশ বাবু, আপনারা কেস্‌টা সাজিয়েছেন ভাল; তবে ধোপে টিকলে হয়। আর যদি টিকে যায়, তাহ'লে

সুপ্রকাশ বাবুর গৌরবের ঢাক যখন সারা দেশময় বাজ্‌তে থাক্‌বে, তখন লোকের কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বেন তো ?

সুপ্রকাশ। সে দুশ্চিন্তা আপনার কেন ইনস্পেক্টর বাবু ? আপনার কাজ আপনি করুন।

ইনস্পেক্টর। তা তো কর্‌বোই—

সুপ্রকাশ। আসামীদের হাতে হাতকড়া লাগাবেন না ?

ইনস্পেক্টর। সে বিবেচনা আমার—আপনার নয়।

নেপথ্যে কল্যাণী। তাছাড়া ইনস্পেক্টর বাবু ভেবে দেখ্‌বেন, হাতকড়া আগে কার বা কাদের হাতে লাগানো উচিত—মহেশ পুরের মান্যবর জমিদারের হাতে, না এদের হাতে।

সুপ্রকাশ। কে ? কে কথা কইলে ? কার এমন দুঃসাহস ?

ইনস্পেক্টর। তাঁর নামেও আর এক নম্বর জুড়ে দিন। আসুন আপনারা ; চলুন সুপ্রকাশ বাবু !

[সুপ্রকাশ ও ব্রজগোপাল অগ্রগামী হইল। পরেশ, নরেশ ও পুঁটীরাম পুলিসের লোকের সঙ্গে গমন উদ্যোগ করিলে মাল্য, চন্দনাদি লইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে আশ্রমের বালক-বালিকাগণের প্রবেশ। তাহারা যথারীতি উহাদিগকে মাল্য-চন্দনাদি পরাইয়া দিল। সকলে বাহির হইয়া গেল। বালক-বালিকাগণ গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল।]

বালকবালিকাগণ।—   গান

এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল্—এগিয়ে চল্।
দেশের কাজে আসুক্ মরণ, হারাস্‌নি কো মনের বল॥

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রামপ্রসাদের বাটীর প্রাঙ্গণ

রামপ্রসাদ ও জগদীশ্বরী কথোপকথন করিতেছিলেন।

জগদীশ্বরী। দাতুর শ্রাদ্ধশান্তি তো শেষ ক'রে এসেছ, আবার তুমি যাবে কেন বাবা? আরো কিছু কাজ বাকী আছে নাকি?

রামপ্রসাদ। বেটী আমায় নাচিয়ে বেড়াচ্ছে মা, বেটী আমায় নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। কাজ তো সবই চুকিয়ে এসেছি, তবুও মন বল্‌ছে, প্রসাদ, তোকে যেতেই হবে—চ'—আজই বেরিয়ে পড়্—

জগদীশ্বরী। তোমাকে আমার কিছু বল্‌বার নেই বাবা, তুমি যা ভাল বোঝ কর।

রামপ্রসাদ। তুই তো আমার সেই মা, যা করাচ্ছিস্ আমি তাই কর্‌ছি। এক মূর্ত্তিতে তুই আমার চুলের টিকি ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিস্ হিড়্ হিড়্ ক'রে টেনে তোর যেখানে খুসী—সেইখানে, আর অন্য মূর্ত্তিতে তুই আমার মন পরীক্ষা কর্‌তে বল্‌ছিস সব কাজ যখন চুকিয়ে এসেছ, তখন আবার যাবে কেন বাবা! আমি তাহ'লে কি করি, বল দেখি?

জগদীশ্বরী। কি কর্‌বে তা তুমিই জান, আমি কি বল্‌বো? সত্যি কথা বল্‌তে কি বাবা, তুমি এক এক সময়

এক এক রকম হ'য়ে যাও—আমি কিছুই বুঝ্তে পারি নে। যখন তুমি তোমার পঞ্চমুণ্ডীর আসনে থাক, তখন তুমি এক রকম! কেউ নেই, অথচ যেন কার সঙ্গে কথা কইছো, কখনো বা ঝগড়া কর্ছো, কখনো রাগ, কখনো অভিমান—কত কি! হাজার ডাক্লেও সহজে শুন্তে পাও না, আবার যখন বাড়ীতে থাক, তখন তুমি স্নেহময় পিতা! এমন অপার্থিব স্নেহ ঢেলে জগতের কোন পিতা যে তার কন্যাকে এমন আদর কর্তে পারে, তা আমি কখনো ধারণা কর্তে পারি নে।

রামপ্রসাদ। আমার চোখে তুইও যে ঠিক তাই মা! পঞ্চমুণ্ডীর আসনে ব'সে তোকে দেখি স্নেহময়ী মাতৃমূর্ত্তিতে—এখানে তুই আদরিণী কন্যারূপে চপলা বালিকা! যেমন ধোঁকা দিস্, তেম্নি ধোঁকায় পড়িস্। কার দোষ? দোষ আমার না তোর?

জগদীশ্বরী। কি যে বল বাবা, আমি কিছুই বুঝ্তে পারি নে।

রামপ্রসাদ। যে মনে করে বুঝ্বো না, কার সাধ্যি তাকে বোঝায়?

জগদীশ্বরী। তুমি বকো যার মাথাও নেই, মুণ্ডুও নেই।

[প্রস্থান।

রামপ্রসাদ　থাক্বে কেমন ক'রে? বেটী কখনো সাকারা, কখনো নিরাকারা।

ভজহরি গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল

ভজহরি ।—

গান

কোন্‌টী মা তোর আসল রূপ ব'লে দে গো ত্রিনয়নী।
কভু নিরাকারা, কভু সাকারা, আমি চিন্‌তে পারি নি ॥
কভু রাখাল সেজে ধেনু চরাও,
ব্রজে গোপীগণের মন মজাও,
কভু আসবে মগনা বামা নৃমুণ্ডমালিনী ॥

[প্রস্থান

রামপ্রসাদ । সত্যিই তো—সত্যিই তো, চেনা না দিলে বেটীকে চেনে কার সাধ্য !

জগদীশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ

জগদীশ্বরী । বাবা—

রামপ্রসাদ । কে—মা ? কিছু বল্‌বি মা ?

জগদীশ্বরী । মহেশ বাগ্দীর বৌ এসেছিল বাবা !

রামপ্রসাদ । কেন রে ?

জগদীশ্বরী । তোমায় খুঁজ্‌তে।

রামপ্রসাদ । কি জন্যে এসেছিল, কিছু ব'লে গেল না ?

জগদীশ্বরী । বল্‌লে মহেশপুরে বাগ্দীপাড়ায় বড্ড বিসূচিকা হ'চ্ছে।

রামপ্রসাদ । তা আমি কি কর্‌বো ?

জগদীশ্বরী । দাদুর বাড়ী তো সেই গাঁয়ে, তুমি গিয়ে একটা উপায় কর।

রামপ্রসাদ। দেখ্‌লি মা, এই জন্যেই বুঝি মন টান্‌ছিল! বেটী নিজে আস্‌তে পার্‌লে না, বাগ্দিনী বেটীকে পাঠালে কেন? না—আমি যাবো না—কিছুতেই যাবো না। সে যদি আমার কথা না শোনে, আমি কেন তার কথা শুন্‌বো? আমি যাবো না।

জগদীশ্বরী। যা বোঝ; কর গে বাপু, আমি আর তোমার সঙ্গে বক্‌তে পার্‌বো না। [প্রস্থান।

রামপ্রসাদ! প্রসাদ! ব'সে থাক্ এইখানে অচল অটল হ'য়ে, একপাও নড়িস্ নি।

মায়া-বাগ্দিনীর প্রবেশ

মায়া। ওগো বাবাঠাকুর, তুমি চল, আমার বাছারা যে একটা একটা ক'রে যেতে বসেছে!

গান

ওগো, হ'য়ো না পাষাণ।
বাছার তরে ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে যে গো প্রাণ॥
ছিল মায়ের কোল জোড়া,
এমনি আমার কপাল পোড়া,
অকালে কাল নিল কেড়ে তুলে দুঃখের তুফান॥

রামপ্রসাদ। সে তুফান যদি আমার এই কুঁড়ে ঘরে এসে আমার সর্ব্বস্ব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তবু তো আমি যেতে পার্‌বো না মা!

মায়া। কেন যাবে না ?

রামপ্রসাদ। যে তোকে পাঠিয়েছে, সে না এলে তো আমি যাবো না।

মায়া। কেউ তো আমায় পাঠায় নি—আমি নিজেই এসেছি।

রামপ্রসাদ। নিজেই এসেছিস্—তুই নিজেই এসেছিস্ ? সন্তানের দুঃখ দেখে থাক্‌তে পারিস্ নি ব'লে নিজেই ছুটে এসেছিস্ ? বেশ করেছিস্। তা হ'লে দাঁড়া—এইখানেই দাঁড়া—আমি তৈরি হয়ে নি—[এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলেন] কৈ ? একটাও তো নেই! গাছগুলো শুকিয়ে গেছে—পাতাগুলো ঝ'রে গেছে! তাইতো, কোথায় পাই—কোথায় পাই ?

মায়া। কি খুঁজ্‌চো ?

রামপ্রসাদ। বল্ দেখি, কি খুঁজ্‌ছি ?

মায়া। বল্‌বো ?

রামপ্রসাদ। বল্।

মায়া। ফুল।

রামপ্রসাদ। হ্যাঁ ফুল—কোথায় পাই বল্ দেখি ?

মায়া। এই নাও—[দুইটী ফুল দিল]

রামপ্রসাদ। চমৎকার! গঙ্গাজলে যেমন গঙ্গাপূজো হয়, আজ আমি তোর ফুল দিয়ে তোকে পূজো কর্‌বো। দাঁড়া—ঐখানে স্থির হ'য়ে দাঁড়া! কিন্তু আমি যে বড় বিপদে পড়্‌লুম, মন যে দেখ্‌তে চাইছে তোর আসল রূপ—! মনের ইচ্ছা

পূর্ণ কর্‌তে হয়—করিস্, আগে আমি আমার বাগ্দিনী মাকে পূজো ক'রে নিই। সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমঽস্তুতে।

[মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া রামপ্রসাদ যখন ফুল দু'টী দেবীর উদ্দেশে মায়ার চরণে নিক্ষেপ করিলেন, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে মায়া কালিকা-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। রামপ্রসাদের উৎসর্গীকৃত ফুল দেবীর চরণে পতিত হইল। রামপ্রসাদ 'মা—মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যখন ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, তখনই দেবীমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। রামপ্রসাদ প্রণামান্তে উঠিয়া দেখিলেন দেবী নাই, কেবলমাত্র ফুল দু'টী পড়িয়া আছে। ফুল দু'টী তুলিয়া লইয়া মাথায় ঠেকাইয়া ডাকিলেন—জগদীশ্বরি! মা!—]

জগদীশ্বরীর প্রবেশ

জগদীশ্বরী। কেন ডাক্‌ছো বাবা?

রামপ্রসাদ। মায়ের চরণ-ছোঁয়া ফুল তোর মাথায় ঠেকিয়ে দিই। [তথাকরণ] ওরে, আজই আমায় যেতে হবে।

জগদীশ্বরী। কোথায় বাবা?

রামপ্রসাদ। তোর দাদুর বাড়ী—আমার মামার বাড়ী। চল্ মা, সব গোছ-গাছ ক'রে দিবি চল্—

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সুপ্রকাশ রায়ের বহির্ব্বাটীর একটী কক্ষ

সুপ্রকাশ ও ব্রজগোপাল কথোপকথন করিতেছিল

সুপ্রকাশ। ব্রজগোপাল, তুমি যে বলেছিলে—ওদের জড় মার্‌বে, তার তো কিছুই কর্‌লে না ?

ব্রজগোপাল। চাঁইগুলোকে হাজতে পাঠিয়েছি, বাছাধনদের শ্রীঘর-বাস অনিবার্য্য। এখন রইলো শুধু ক'টা চুনো-পুঁটি—ওদের ঠাণ্ডা কর্‌তে আর কতক্ষণ! আশ্রম শিকেয় উঠ্‌বে হুজুর, আশ্রম শিকেয় উঠ্‌বে।

সুপ্রকাশ। তাদের জেল যে হবে, তারই বা ঠিক কি ? আদালতের মামলা তদ্বিরের জোরে উল্টে যায়।

ব্রজগোপাল। তদ্বির কর্‌ছে কে ? যারা ওসব একটু আধটু বুঝ্‌তেন সুঝ্‌তেন তাঁরা তো হাজতে ; তদ্বির কর্‌নেওয়ালা আর আছে কে হুজুর ?

সুপ্রকাশ। বলা যায় না হে, কিছুই বলা যায় না। গাঁ-শুদ্ধ লোক এখন ওদের হাতে।

ব্রজগোপাল। তদ্বির অমনি হয় না হুজুর, পয়সাও চাই, আবার লোকবলও চাই। গাঁয়ে শাঁসালো লোক ক'টা আছে, যারা পয়সা দিয়ে সাহায্য কর্‌বে ? তারপর যে বাঘের খেলা দেখানো হয়েছে, তাতে গাঁয়ের লোকের পিলে চম্‌কে গেছে। তারা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছে যে, এ বনে বাঘ আছে।

সুপ্রকাশ। ওদের টাকার ভাবনা নেই ব্রজগোপাল,

ওদের টাকার ভাবনা নেই। ওরা যে ক'টা ডাকাত পুষে রেখেছে, তারাই যোগাচ্ছে ওদের টাকা। এই ধারণা কেলো ডাকাত একজন, পুঁটে চাঁড়াল একজন, আর হালফিল গিয়ে জুটেছে তেরোটা। দিনের বেলায় ওরা আশ্রমের সাধু-সন্ন্যাসী আর রাত হ'লেই বেরোয় ডাকাতি করতে।

ব্রজগোপাল। শুধু টাকায় তো আর হবে না হুজুর, লোকবল চাই। গাঁয়ের লোক মুখে যতই আত্মীয়তা দেখাক্ না কেন, কাজে কেউ এগোবে না। কারণ তারা বেশ বুঝেছে, সুপ্রকাশ রায়কে চটালে আর রক্ষে নেই, ভিটে-মাটি চাটি তো হবেই, উল্টে জেলটা-আসটাও হয়তো খাটতে হবে।

সুপ্রকাশ। কিন্তু তাতে—ধ'রে নিলুম ওদের জেল হ'লো, জড় মারা গেল না তো!

ব্রজগোপাল। সে ব্যবস্থাও কর্‌ছি হুজুর!

সুপ্রকাশ। কি ব্যবস্থা করবে?

ব্রজগোপাল। জড় মেরে দেবো।

সুপ্রকাশ। তার মানে?

ব্রজগোপাল। ওদের আশ্রমের ঘরগুলোয় তো খড়ের চাল—

সুপ্রকাশ। তাতে কি?

ব্রজগোপাল। সেগুলো পরিষ্কার ক'রে দিলে কেমন হয়?

সুপ্রকাশ। কেমন ক'রে?

ব্রজগোপাল। অতি সহজে—একটী দেশালাই কাটি দিয়ে—

সুপ্রকাশ। আগুন লাগিয়ে দেবে ?

ব্রজগোপাল। আজ্ঞে, টিপ্পনী ক'রে সেই কথাই তো বল্‌লুম হুজুর !

সুপ্রকাশ। কিন্তু—

ব্রজগোপাল। এতে আর কিন্তু নেই হুজুর, এর ঐখানেই শেষ।

সুপ্রকাশ। আগুন কে দেবে ?

ব্রজগোপাল। এ কাজ বাইরের লোক দিয়ে তো চল্‌বে না হুজুর !.

সুপ্রকাশ। তা হ'লে তুমি নিজেই লাগাবে ?

ব্রজগোপাল। বিশ্বাসী লোক আর কে আছে হুজুর ?

সুপ্রকাশ। তা বটে ! হ্যাঁ, তা হ'লে কবে ?

ব্রজগোপাল। রাত পোহালেই শুন্‌তে পাবেন হুজুর, আশ্রম আর নেই, আছে একটা ছাইয়ের গাদা আর ক'টা পোড়া দেওয়াল।

সুপ্রকাশ। সাবাস্‌ ! এ যদি পারো ব্রজগোপাল, তোমায় আমি একটা মৌজা বকশিস্‌ দেবো !

ব্রজগোপাল। দেবেন বৈকি হুজুর, আপনি হচ্ছেন করুণার অবতার—আর আমি তো আপনার খেয়েই বেঁচে আছি হুজুর ! তাহ'লে আমি এখন—

সুপ্রকাশ। হ্যাঁ, দেখ ব্রজগোপাল—

ব্রজগোপাল। আজ্ঞা করুন—

সুপ্রকাশ। আর একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

ব্রজগোপাল। বল্‌তে আজ্ঞে হোক্—

সুপ্রকাশ। সেদিন বোধ হয় তুমি লক্ষ্য করেছ—

ব্রজগোপাল। কোন্‌দিন হুজুর ?

সুপ্রকাশ। যেদিন ওদের পুলিসে ধরিয়ে দেওয়া হয় ?

ব্রজগোপাল। আমার তো কিছুই মনে পড়্‌ছে না হুজুর, আমি তখন আনন্দে দিশাহারা হ'য়ে গেছ্‌লুম !

সুপ্রকাশ। লক্ষ্য কর নি তুমি—সেদিন অন্তরাল হ'তে এক নারী তীব্রস্বরে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে আমায় শাসিয়েছিল ?

ব্রজগোপাল। তাই না কি ? আমি তো অতটা খেয়াল করি নি হুজুর !

সুপ্রকাশ। তুমি বধির।

ব্রজগোপাল। তা বটে—ছেলেবেলায় একটা কঠিন রোগ হয়েছিল, সেই থেকে আমি কানে একটু খাটো।

সুপ্রকাশ। তুমি বধির হও আর অন্ধ হও, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তবে আমি সেই দাম্ভিক রমণীকে একবার দেখ্‌তে চাই—মুখোমুখী তার সঙ্গে দু'টো কথা বল্‌তে চাই।

ব্রজগোপাল। এটা তো গোলের কথা হ'লো হুজুর !

সুপ্রকাশ। কেন ?

ব্রজগোপাল। তাকে তো আর জোর ক'রে ধ'রে আনা চল্‌বে না ! বেটা কেলো ডাকাত সেখানে আছে।

সুপ্রকাশ। কিন্তু আমি যে চাই।

ব্রজগোপাল। এ চাওয়াটা যে হুজুর আমাদের শক্তির বাইরে গিয়ে পড়্‌ছে ?

সুপ্রকাশ। কেন? জমিদার সুপ্রকাশ রায় কি এতই শক্তিহীন?

ব্রজগোপাল। তা নয়, তবে—

সুপ্রকাশ। তবে কি?

ব্রজগোপাল। আজ্ঞে,ঐ কেলো ডাকাত—সাক্ষাৎ মৃত্যু হুজুর!

সুপ্রকাশ। কিন্তু উপায় তোমায় করতেই হবে।

ব্রজগোপাল। তাইতো!

সুপ্রকাশ। তাইতো ব'লে গালে হাত দিয়ে ভাবলে চল্‌বে না—উপায় কর। আমি তাকে চাই। প্রাণান্তেও এ অপমান আমি সহ্য কর্‌বো না।

ব্রজগোপাল। আপনি তো সহ্য কর্‌বেন না, কিন্তু আমি তো উপায় খুঁজে পাচ্ছি নে!

সুপ্রকাশ। পেতেই হবে তোমাকে—অর্থ, লোকবল, যা চাও পাবে।

ব্রজগোপাল। বাধা শুধু ঐ কেলো ডাকাত! হ্যাঁ—তাই তো—ঠিকই তো! পেয়েছি হুজুর, পেয়েছি।

সুপ্রকাশ। কি পেয়েছ?

ব্রজগোপাল। আজ্ঞে, যা খুঁজ্‌ছিলুম।

সুপ্রকাশ। কি খুঁজ্‌ছিলে?

ব্রজগোপাল। আজ্ঞে, উপায়।

সুপ্রকাশ। কিসের উপায়?

ব্রজগোপাল। তাকে দেখ্‌বার—তার সঙ্গে দু'টো কথা কইবার।

সুপ্রকাশ। কি উপায় ?

ব্রজগোপাল। উপায় অগ্নিকাণ্ড।

সুপ্রকাশ। অগ্নিকাণ্ড মানে ?

ব্রজগোপাল। রাত পোহালে সবাই দাঁড়িয়ে থাক্‌বে সেই পোড়া আশ্রমের ছাইয়ের গাদায়, সেই সুযোগে তাকে দেখ্‌তেও পাবেন আর দু'কথা বল্‌তেও পার্‌বেন।

সুপ্রকাশ। ঠিক্। তাহ'লে আজ রাত্রেই তুমি যাচ্ছো ?

ব্রজগোপাল ! নিশ্চয়ই।

গীতার প্রবেশ

গীতা। নায়েব মশায়কে কোথায় যাবার কথা বল্‌ছো বাবা ?

সুপ্রকাশ। এ রাজনৈতিক কথা, তোমার শুনে কাজ নেই, আর শুন্‌লেও বুঝ্‌বে না !

গীতা। কারো সর্ব্বনাশের মতলব বোধ হয় ?

ব্রজগোপাল। আরে, রামচন্দ্র !

গীতা। আপনি থামুন—আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নেই। যাদের নুণ খাচ্ছেন—খেয়েছেন, তাদের বংশধরকে জেলে পাঠাতে পারেন যখন, তখন আপনার অসাধ্য কিছুই নেই। একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বনাশ কর্‌তে গিয়ে আপনি কি করেছেন জানেন ? আজও যাঁর অন্ন খাচ্ছেন, সেই সুপ্রকাশ রায়ের বংশে—তার মুখে দু'হাতে ক'রে চুণকালী মাখিয়ে দিয়েছেন তাঁর ভাইকে জেলে পাঠিয়ে দিয়ে। ছিঃ—

ব্রজগোপাল। আমি—

গীতা। যান, আপনি আর কথা কইবেন না—আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার ঘৃণা হয়। [নতমুখে ব্রজগোপালের প্রস্থান] বাবা!

সুপ্রকাশ। তুই এখন উত্তেজিত হয়েছিস্, বাটীর ভেতর চল্ মা, আমি তোকে সব বুঝিয়ে দিচ্ছি—

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম-সম্মুখস্থ পথ

রামপ্রসাদ ও ভজহরির প্রবেশ

রামপ্রসাদ। দেখ্‌ছিস, আজ অমাবস্যা কিনা, তাই এত অন্ধকার! মেঘখানাও বেশ জ'মে উঠেছে! এই তো আশ্রম! বৃষ্টি-বাদল মাথায় ক'রে আজ আর শ্মশানে গিয়ে কাজ নেই রে! ওই গাছতলায় একটু বসিগে চল্। আজ চোরের ভারি ফুরতির দিন—নয় রে?

ভজহরি। হ্যাঁ প্রভু, দুর্য্যোগেই তো তাদের সুযোগ!

রামপ্রসাদ। আমারও চুরি কর্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে!

ভজহরি। সে কি প্রভু?

রামপ্রসাদ। তবে শোন্ বলি—সেও এমনি একদিন—

কল্‌কেতায় গিয়েছিলুম ; বাগবাজারে মদনমোহনের মন্দিরে কে যেন বল্‌লে, ছেলেরা সব শিবের ঘরে চুরি কর্‌ছে। আমি তার জবাবে বল্‌লুম, বেশ কর্‌ছে—করুক। তখনও আমার ইচ্ছে হয়েছিল চুরি কর্‌তে, এখন আবার সেই ইচ্ছে হ'চ্ছে।

ভজহরি। কি বল্‌ছেন প্রভু? চুরি কর্‌তে ইচ্ছে হ'চ্ছে কি?

রামপ্রসাদ। শিবের ঘরে রে—শিবের ঘরে, সেই ছেলে-দের মতন। গা না রে সেই গানটা—"আয় দেখি মন চুরি করি—"

ভজহরি।—

গান

আয় দেখি মন চুরি করি তোমায় আমায় রে!
শিবের সর্ব্বস্ব ধন মায়ের চরণ যদি আন্‌তে পারি রে।
জাগা ঘরে চুরি করা, ইথে যদি পড়ি ধরা,
হবে মনের দেহের দফা সারা, বেঁধে নেবে কৈলাস-পুরে॥
গুরুবাক্য দৃঢ় ক'রে, যদি যেতে পারি ঘরে,
ভক্তি-বাণে হরকে মেরে, শিবত্ব যে নেবো কেড়ে॥

রামপ্রসাদ। তুই যা ভজহরি, আমি নিরিবিলি এইখানে বসি।

[ভজহরির প্রস্থান।

রামপ্রসাদ। মরি মরি মধুর দুর্য্যোগ কিবা!
মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে আবরিত দিশি,
কালো মেঘ আকাশ ঘেরিয়া,

বারি ঢালে মূষল-ধারায়।
কড়্ কড়্ অশনি-নিনাদ মুহুর্মুহুঃ !
তার মাঝে ক্ষণে ক্ষণে চমকে চপলা,
হাসে যেন বিদ্রূপের হাসি !
বড়ই মধুর—বড় তৃপ্তিকর।
কেন এত লাগে ভাল ?
এ যে মার রূপ—বিশ্বজোড়া !
রণাঙ্গণে নাচে যবে
আসব-মগনা তারা ত্রিনয়না,
এলোকেশী ধরে এই রূপ !
বরণ নিকষ-কালো উন্মাদিনী বামা
দলিতে দুর্ম্মদ দৈত্যে
রণাঙ্গণে বজ্রনাদে ছাড়িছে হুঙ্কার !
অট্টহাসি থাকি থাকি,
কভু বা মধুর হাসি বিজলী প্রকাশে !
স্বেদ-বৃষ্টিধারা ঝরে অবিরল
রণশ্রমে জননীর।
তাই এত ভাল লাগে
প্রকৃতির হেন বিপর্য্যয় !

একটা মশালহস্তে ত্রস্ত পাদক্ষেপে ব্রজগোপালের প্রবেশ।

ব্রজগোপাল। তাইতো, অসময়ে দুর্য্যোগটা এলো যেন আমার সঙ্গে শত্রুতা করতে ! অনেকক্ষণ এসেছি—আশ্রমের

চারিদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, যেদিকে যাচ্ছি, সেই দিকেই সজাগ প্রহরী জেগে রয়েছে ! উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে চারিদিকেই বিল্বমূলে ব'সে যোগীশ্বর ধ্যান করছেন—প্রহরায় আছে ত্রিশূলহস্তে নন্দীকেশ্বর ! যতক্ষণ আগুন লাগাবার সুযোগ ছিল, ততক্ষণ সাহস হ'লো না ; মশাল নিয়ে শুধুই ঘুরে বেড়ালুম আশ্রমের চারিদিক ! এখন বৃষ্টি নেমেছে মূষলধারে—শুধু আশ্রমটাকে বেষ্টন ক'রে ! আশ্রমের গণ্ডীর বাইরে বারিপাতের চিহ্নমাত্র নেই ! এ যে ভৌতিক ব্যাপার ব'লে মনে হ'চ্ছে !

রামপ্রসাদ । ভুতেশ্বর ভুবনপাবন ভোলানাথ
ভালবাসে এই মধুক্ষণ !
তাই এইক্ষণে মহাশ্মশানের মাঝে
উল্লাসে তাণ্ডবে নাচে
ভুত প্রেত ল'য়ে তাথিয়া তাথিয়া
গগন-ডমরু তালে তালে !
চমৎকার—অতি চমৎকার !
কি আনন্দময় ক্ষণ !

ব্রজগোপাল । শরতের খণ্ড মেঘে স্থানে স্থানে বারিপাত হয় দেখেছি, কিন্তু এমনটী কখনো দেখি নি ! ঘোর ঘনঘটায় সমস্ত আকাশটাকে সমাচ্ছন্ন ক'রে রেখে যেন শরতের খণ্ড মেঘ বারিবর্ষণ করছে শুধু ঐ আশ্রমের গণ্ডীর ভেতর ! একি দৈবলীলা !

রামপ্রসাদ । লীলাময়ী জগৎ-পালিনী মহামায়া,

কে বুঝিবে লীলা তোর !
কালীরূপে করালবদনী,
বিভীষণা তারারূপে,
ভুবন-মোহিনীরূপে, ভুবন-ঈশ্বরী,
অতুলনা যোড়শী সুন্দরী ।
কভু বা ভৈরবী ভীমা,
মাতঙ্গীরূপিণী মাতা মহাশক্তিময়ী ।
লোলচর্ম্মাবৃত দেহ
ধূম্রবর্ণা ধূমাবতী কদর্য্যরূপিণী বামা ;
নিজ হস্তে কাটি শির
করে পান আপন শোণিত
ডাকিনী যোগিনী সহ ছিন্নমস্তারূপে ।
কভু বা বগলা বামা,
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী কমল-আসনা,
কমলা জগন্মাতা !
এক মাতা—এতরূপ ধরিস্ কেমনে ?

ব্রজগোপাল । তাইতো ! এমনি ক'রে মশাল নিয়ে আর কতক্ষণ ঘুরবো ! বৃষ্টি থাম্‌বার তো কোন নিদর্শনই দেখা যাচ্ছে না ! এদিকে রাতও শেষ হ'য়ে এলো । দেখি, আর একবার চারিদিক ঘুরে দেখি—যদি কোন রকম সুযোগ পাই ! ভোর হবার আগেই স'রে পড়্‌তে হবে, নইলে আশ্রমের লোকজন জেগে উঠ্‌লেই সর্ব্বনাশ ।

[প্রস্থান ।

রামপ্রসাদ। হ'লো না—চুরি করা আর হ'লো না, শিবের ঘরে আগল প'ড়ে গেছে! মায়ের সংহারিণী মূর্ত্তি তো সারা-রাত প্রাণভ'রে দেখ্‌লুম, এইবার যাই চির-শান্তিদায়িনী স্নেহ-কোমলা জগজ্জননীর শান্তিময় কোলে শুয়ে অবোধ শিশুর মত একটু ঘুমুই গে— [প্রস্থান।

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে কেলো ডাকাতের প্রবেশ

কেলো। সারা রাত্তির ঝম্‌-ঝম্‌ বৃষ্টি আর বাজের কড়্‌ কড়ানিতে ঘুমটাও চ'টে গেল, অথচ বাইরে বেরুতেও পার্‌লুম না। কিন্তু একি! ঝড়বৃষ্টির তো কোন নিশেনই দেখ্‌তে পাচ্ছি নে! দিনের বেলার চন্‌চনে রোদে পথঘাট যেমন শুক্‌নো খট্‌খটে ছিল, এখনো তো ঠিক তেমনি রয়েছে! তবে কি ঝড়বৃষ্টির স্বপ্ন-টপ্ন দেখ্‌লুম নাকি? হয় তো তাই! ঝড় হ'লো অথচ চালের কুটো একগাছা উড়্‌লো না! বৃষ্টি হ'লো, পথে একটু কাদা নেই—কোথাও এক ফোঁটা জল নেই! না—না, এ স্বপ্ন—নিশ্চয়ই স্বপ্ন। ও কি—মশালের আলোর মত ওটা কি? কে যায় ওদিকে মশালের আলো নিয়ে? ওকি! আশ্রমের দক্ষিণ দিকের ঘরটায় আগুন লাগাচ্ছে নাকি? তাইতো বটে! তবে রে পাজী, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা—

দ্রুত ছুটিয়া গেল এবং অনতিবিলম্বে ব্রজগোপালের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে আসিয়া উপস্থিত হইল

কেলো। ঘরে আগুন লাগাচ্ছিলি? কেলো ডাকাতকে চিনিস্‌ না বুঝি?

ব্রজগোপাল। না—না, আমি—আমি—

কেলো। তুমি—তুমি—কি কচ্ছিলে সোনার চাঁদ ?

ব্রজগোপাল। গরু খুঁজ্‌ছিলুম—

কেলো। ঘরের চালে গরু লুকোনো আছে কিনা, তাই মশালের আলোতে দেখ্‌ছিলে—না ?

ব্রজগোপাল। হাতটা কাঁপ্‌ছিল কিনা, তাই মশালটা একটু উপর দিকে উঠে গেছ্‌লো—

কেলো। নায়েব মশায়, একটা বড় রকমের পাপ কাজ কর্‌তে গেলেই হাতটা একটু কাঁপে।

ব্রজগোপাল। গরু খোঁজা কি পাপ ?

কেলো। গরু খোঁজা, না ঘরে আগুন লাগানো ? নায়েব মশায়, কথাটা শুনে হঠাৎ বুকখানা কেঁপে উঠ্‌লো যে ?

ব্রজগোপাল। আমার হৃৎকম্পের ব্যায়রাম আছে কিনা, তাই মাঝে মাঝে অমন কেঁপে উঠে।

কেলো। আগে ব্যারাম-স্যারাম ছিল না, এখন কেলো ডাকাতের কথা শুনে হঠাৎ রোগটা ধর্‌লো !

ব্রজগোপাল। কেলো ডাকাতকে ভয় কিসের ? আমি তো কারো শত্রু নই !

কেলো। তা ঠিক্।

ব্রজগোপাল। আর কথা কাটাকাটিতে কাজ কি, আমায় ছেড়ে দাও। উঃ—কান্‌টায় বড় লাগ্‌ছে !

কেলো। যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো এদিকে না এসো,

তার জামিনস্বরূপ তোমার কানটাকে এখানে রেখে যেতে হবে।

ব্রজগোপাল। ওরে বাবারে, কান রেখে যাবো কি ক'রে ?

কেলো। কোন চিন্তা নেই—সে ব্যবস্থা আমি করছি।

ব্রজগোপাল। তুমি ব্যবস্থা করবে কি রকম ? কেটে নেবে নাকি ?

কেলো। ঠিক ধরেছ তো ! একেই বলে পাটোয়ারী বুদ্ধি !

ব্রজগোপাল। বিনা দোষে আমার কান কেটে নেবে ? একি অত্যাচার ! এটা কি মগের মুলুক নাকি ?

কেলো। মগের মুলুক তো তোমরাই ক'রে তুলেছ নায়েব মশায় !

ব্রজগোপাল। আমরা ক'রে তুলেছি ?

কেলো। হ্যাঁ, তোমরাই করেছ। নইলে বিনা দোষে ক'জন নিরীহ লোককে ফাটকে আটক ক'রে রাখ ? আড়তের মালিক তার সম্পত্তি যদি দান করে, তাতে তোমার কি বলবার আছে হে ?

ব্রজগোপাল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকাই হোক্ আর জিনিষই হোক্, ছেলে যদি তা বরবাদ করে, আমি বাপ—আমি তাতে বাধা দেবো না বলতে চাও ?

কেলো। আমার ঘরে আগুন লাগাবে তুমি, আর আমি তোমায় এমনি এমনি ছেড়ে দেবো, বলতে চাও ?

ব্রজগোপাল। মিথ্যাকথা—আমি আগুন লাগাই নি।

কেলো। আগুন লাগাতে গিয়েছিলে ব'লে কানটা রেখে যাচ্ছো, আগুন লাগালে রেখে যেতে হ'তো গর্দ্দানা।

ব্রজগোপাল। স্পর্দ্ধা তো তোমার বড় কম নয় দেখ্ছি!

কেলো। হ'তো না, যদি এ দেহখানা পুষ্ট হ'তো তোমার অন্ন খেয়ে।

ব্রজগোপাল। তুমি আমায় ছাড়্বে না?

কেলো। বলেছি তো জামিন রেখে যেতে হবে তোমার এই কানটা। যাক্, আর কথা কাটাকাটি ক'রে কাজ নেই; এসো আমার সঙ্গে—

ব্রজগোপাল। আঃ, অত জোরে টানো কেন—লাগে যে! কোথায় যেতে হবে?

কেলো। চুলোয়—জাহান্নমে।

[কেলো ব্রজগোপালের কান ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া যাইতেছিল। ব্রজগোপাল "আঃ! কর কি, ছাড়—ছাড়" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর নেপথ্য হইতে ব্রজগোপালের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। সে বলিতেছিল "ওরে বাবারে, গেছিরে—গেছিরে—সত্যি সত্যি কেটে নিলে যে রে—বাবারে—"। [কেলো একটা উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর ব্রজগোপালের আর্ত্তস্বর দূরে মিলাইয়া গেল।]

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম-প্রাঙ্গণ

কল্যাণী ও তারু কথোপকথন করিতেছিলেন

তারু। আশপাশের গাঁ ছেড়ে এখন আমাদের গাঁয়ে রোগটা ছড়িয়ে পড়েছে মা—

কল্যাণী। তাই তো দেখ্‌ছি বাবা, কি যে করি, কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে। সারারাত্রি রোগীর সেবা ক'রে এইমাত্র আশ্রমে পা দিয়েছি, খবর এলো—ভট্‌চায্‌-পাড়ার নিবারণ ভট্‌চাযের স্ত্রীর অবস্থা নাকি খুবই খারাপ। তাই সেখানে যাবার জন্যে তৈরি হয়েছি।

তারু। এখুনি যাবে মা?

কল্যাণী। খবর পেয়েই পঞ্চার মাকে পাঠিয়ে দিয়েছি; সে গেছে নরেশ ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে; পঞ্চার মার তো বয়েস হয়েছে, সব কাজ গুছিয়ে করতে পারে না। প্রথমটা একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে দিলে কলের পুতুলের মত কাজ ক'রে যায়, নিজের বুদ্ধিতে কিছু কর্‌বার যোগ্যতা তার নেই।

তারু। তা হোক্‌, কিন্তু তার মত খাট্‌তে যোয়ান মেয়েরাও পারে না। দু'টো হাত তাই, দশটা হাত হ'লে মা-দুগ্‌গা হ'য়ে যেতো। তা তুমি বুঝি এখুনি যাচ্ছো?

কল্যাণী। হ্যাঁ, এখুনি। তুই আর কালু আশ্রমেই থাক্‌, তোরা এখানে না থাক্‌লে এখান কার কাজ অচল হ'য়ে যাবে।

তারু। হক্ কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, তুমি না থাক্‌লে এখানকার কোন কাজটাই হয় না। আমরা তো চিনির বলদ, বোঝা বইতেই শিখেছি ; কিসে কি হয়, তা শিখি নি। তা ছাড়া তুমি এখানে সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, তুমি না খাওয়ালে কারো পেট ভরে না। কেউ কিছু বোঝে না ব'লে শিব গড়্‌তে বাঁদর গ'ড়ে বসে। তুমি মা বরং আর কাকেও পাঠিয়ে দাও।

কল্যাণী। আর কাকে পাঠাবো বল্, আর কে আছে ?

তারু। কেন, ঐ ছোটদের এক জনকে কি দু'জনকে পাঠালে হয় না ?

কল্যাণী। ছোটদের মধ্যে যারা বড়, তারা তো সবাই রোগীর বাড়ীতে। যারা আছে, তারা নেহাত ছোট, তারা নিজেকে নিজে সাম্‌লাতে পারে না, রুগী সাম্‌লাবে কেমন ক'রে বল্ ?

তারু। তাহ'লে দেখ্‌ছি তোমাকে যেতেই হবে।

কেলো ডাকাতের প্রবেশ

কল্যাণী। কি রে কালু, কিছু খবর আছে নাকি ?

কেলো। বড় জবর খবর মা—

কল্যাণী। কি রকম ?

কেলো। কাল রাত্রে এখানে ভানুমতীর খেল্ হ'য়ে গেছে।

কল্যাণী। ভানুমতীর খেল্ কি রে ?

কেলো। রাত্রে ঘরে শুয়ে শুন্‌তে লাগলুম ঝড়ের গোঁ গোঁ

শব্দ, বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ তর্ তর্ শব্দ, বাজের কড়্ কড়্ শব্দ; সারারাত ধ'রে ভাব্লুম বুঝি একটা পেরলয় হ'য়ে গেল। ভোরের বেলা উঠে দেখি, ঝড়ে আমাদের ঘরের চালের একগাছা কুটোও ওড়ে নি—বৃষ্টির জলে মাটিও ভেজে নি—বাজের আগুনে একটা তালগাছ কি নারকেল গাছ কোনটাই জ্বলে নি। তাই বাইরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে ভাব্ছিলুম বুঝি বা স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছি।

কল্যাণী। স্বপ্নই তুই দেখেছিস্ কালু! বলি, এই তোর জবর খবর?

কেলো। খবরের শেষটুকুই তো শোন্বার মত মা—

কল্যাণী। তাড়াতাড়ি বল্, আমায় আবার এক্ষুনি যেতে হবে।

কেলো। কোথায় মা?

কল্যাণী। নিবারণ ভট্চাযের বাড়ী,—নে, তুই তোর কথা শেষ ক'রে নে।

কেলো। তারপর ভাব্তে ভাব্তে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, আমাদের মান্যিমান্ বন্ধু মশাল নিয়ে আমাদের ঘরে আগুন লাগাচ্ছেন—

কল্যাণী। আমাদের ঘরে আগুন লাগাচ্ছে—কে?

কেলো। আমাদের বন্ধু লায়েব মশায়।

কল্যাণী। ব্রজগোপাল বাবু? জমিদার বাবুর হুকুমে নিশ্চয়? কিন্তু আশ্চর্য্য হ'চ্ছি, এত ক'রেও তাদের আশাপুর্ণ হয় নি? আশ্রমের কর্ম্মী বল্তে যারা, তাদের সবাইকে

ফাটকে পুরেছেন, তবু তৃপ্ত হ'তে পারেন নি ? কতকগুলো হতভাগা গরীবের মাথা গুঁজে থাক্‌বার স্থান—কুঁড়েটুকুও পুড়িয়ে দিতে চায় ? এরা কি মানুষ ? না মানুষের চামড়া-ঢাকা রাক্ষস ?

কেলো। রাক্ষসেরও মায়া দয়া আছে মা !

কল্যাণী। তারপর তুই কি কর্‌লি কালু ?

কেলো। এই যে মা, আর কখনও যাতে না আসে, তাই তার জামিন রেখে গেছে—এই একটা কান।

কল্যাণী। ছি-ছি, করেছিস্‌ কি কালু ? কাজটা ভাল করিস্‌ নি।

কেলো। ঘরে আগুন লাগিয়ে আমাদের দু'চারজনকে পুড়িয়ে মার্‌তো। আজ পারে নি, আর একদিন হয়তো পার্‌তো ; সেটা বন্ধ কর্‌তেই আমি এ কাজ করেছি মা ! যদি অপরাধ ক'রে থাকি, আমায় মাপ কর মা !

কল্যাণী। এতে মাপ চাইবার কিছু নেই কালু, কারণ এ তোমার অপরাধ নয়। সাপ ছোবল মার্‌বার আগে তাকে মেরে ফেলা অন্যায় নয়। কারণ, হিংসাবৃত্তি তারা কখনো ভোলে না—আদর ক'রে দুধ কলা খাইয়ে পুষ্‌লেও তারা সুযোগ পেলেই দংশন করে। এরাও তাই। তবে কি জান বাবা, অন্যে হিংসা কর্‌লে আমরাও যে হিংসা কর্‌বো, এমন কোন কথা নেই। হিংসাবৃত্তিটাকে মন থেকে দূর ক'রে দেওয়াই মনুষ্যত্ব। যাক্‌, কথায় কথায় আমার অনেকখানি দেরী হ'য়ে গেল, আর তো সময় নষ্ট করা চলে না—

মায়া-বাগ্দিনীর প্রবেশ

মায়া।—

গান

হোক্ না কেন পাগল ছেলে
মায়ের ডাকে রইতে নারে।
মায়ের ব্যথা বাজে বুকে গো,
কেঁদে মরে অঝোর-ঝরে ॥
মায়ের ছেলে চেনে শুধু,
জননীর বদন-বিধু,
শিশুর মত কপোল পাতে
আশিস্-চুমো নেবার তরে ॥

মায়া। আর ভাবনা নেই মা, আর ভাবনা নেই; তোকে আর ছুটোছুটী কর্‌তে হবে না। তোর প্রাণের ডাক শুনতে পেয়েছে তোর পাগলা ছেলে।

কল্যাণী। কার কথা বল্‌ছো মা?

মায়া। ওমা, কেমন মা গো! ছেলে চেনো না? তোমার পাগ্‌লা ছেলে রামপ্রসাদ গো—

কল্যাণী। এসেছেন—বাবা আমার এসেছেন? তবে আর কি! কোন ভাবনা নেই। রোগের বালাই আজ থেকে নির্ম্মূল হ'য়ে গেল।

মায়া। তাইতো শুন্‌লুম গো! সে নাকি শ্মশানে গিয়ে শ্মশান-রঙ্গিনীর পূজো কর্‌ছে! তারপর—সেই পূজোর

ফুলের রেণু ছড়িয়ে দেবে দিকে দিকে। আর কি রোগ থাকে? শুধু রোগ নয়, মহাকালকেও তার জালগুটিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। আমি যাই মা, যাই। আমায় খবর দিতে বলেছিল, খবর দিয়ে গেলুম। [প্রস্থান।

কল্যাণী। আমার সন্তানেরাও ফিরে আস্‌বে কালু, আর ভাবনা নেই।

কেলো। নিশ্চয় আস্‌বে মা, নিশ্চয় আস্‌বে, বাবা এয়েছেন যে! মা! বাবা বোধ হয় ও পাড়ার সেই তেনাদের বাড়ীতে—সেই যে গো, যিনি সেদিন দেহ রাখ্‌লেন—সুবাদে ওঁর মামা হন্? অনুমতি কর মা, আমরা সবাই মিলে গিয়ে বাবাকে এখানে নিয়ে আসি।

কল্যাণী। এর আর অনুমতি কি কালু? তবে কি জানিস্, বাবার স্থানও নেই, কালও নেই। কখন্ কোথায় কি ভাবে থাকেন, তা তিনিই জানেন। যাবার ইচ্ছে হয়, যা তোরা, তবে এটা ঠিক—করুণাময় বাবার যদি ইচ্ছা হয়, তাহ'লে তিনি নিজেই এসে উপস্থিত হবেন।

কেলো। আপন-ভোলা বাবা আম্মাদের—যদি ভুলে যান? তার চেয়ে আমরা যাই মা—

কল্যাণী। যা—[কেলো ও তারু চলিয়া গেল] করুণাময় বাবা, জানি তুমি আস্‌বে, তবুও যেন মন ধৈর্য্য মান্‌ছে না। এক একটা মুহূর্ত্ত যেন এক একটা যুগ ব'লে মনে হ'চ্ছে! করুণাময়! করুণা কর—এসো—এসো—

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সুপ্রকাশ রায়ের বহির্ব্বাটীর কক্ষ

সুপ্রকাশ রায় চিন্তিত মনে কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে ছিলেন এবং আপন মনে বলিতেছিলেন

সুপ্রকাশ। দুর্ব্বুদ্ধি কি সুবুদ্ধি জানি না, যেন একটা শক্তিমান্ ভীষণ দৈত্য আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চলেছে! কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? শান্তিময় গোলাপবাগে না অশান্তির কণ্টকবনে? স্বর্গে না নরকে? কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে! বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে কোথায় এর শেষ!

গীতার প্রবেশ

গীতা। তুমি ভুলপথে চলেছ বাবা, একথা আমি জোর ক'রে বল্‌ছি।

সুপ্রকাশ। ভুলপথে চলেছি! কেমন ক'রে বুঝ্‌লি মা?

গীতা। এতদিন বুঝ্‌তে পারি নি, কিন্তু যেদিন দেখ্‌লুম, তুমি বড়ভাই হ'য়ে সহোদর ছোটভাইকে বিষয়-সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করলে, সেদিন মনে কেমন খট্‌কা লাগ্‌লো; মুখে কিছু বল্‌তে পার্‌লুম না। তারপর যেদিন দেখ্‌লুম, তুমি দেশের একটা মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ ক'রে ধনিকের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্তি কর্‌তে একসঙ্গে চারটী দেশভক্ত বাংলা মায়ের সুসন্তানকে জেলে পাঠাবার আয়োজন কর্‌লে,

নিজের একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর তোমার সে নিষ্ঠুর আচরণের ফলভোগী হ'লো, সেইদিন সেই মুহূর্ত্ত থেকে আমি বুঝ্‌লুম, তুমি ভুলপথে চলেছ। বাবা! এখনো সময় আছে, মনে কর্‌লে এখনো তুমি ফির্‌তে পার। তোমার পায়ে ধরি, ফিরে এসো—

সুপ্রকাশ। এই কথা বল্‌তে এসেছিলি? দেখ্‌, আমি তোর বাবা, বয়সের তুলনায় আমি তোর চেয়ে বুঝ্‌তে পারি ঢের বেশী। পিতার কাছে কন্যা কর্‌বে স্নেহের দাবী—স্নেহের আবদার, পিতার কার্য্যে সমালোচনা করা তার কর্ত্তব্যের বাইরে।

গীতা। ও, ভুলপথেই তাহ'লে চল্‌বে তুমি?

সুপ্রকাশ। এই কথা ছাড়া আর কিছু যদি তোর বল্‌বার না থাকে, তাহ'লে তুই যা এখান থেকে।

গীতা। যাচ্ছি,—আমার আর কিছু বল্‌বার নেই।

[ক্ষুণ্ণমনে বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান।

সুপ্রকাশ। মেয়েটাও দিন দিন যেন কেমন এক রকম হ'য়ে যাচ্ছে! সে গীতা আর এ গীতায় তফাৎ যেন আকাশ পাতাল। [অদূরে ব্রজগোপালকে আসিতে দেখিয়া] এই যে ব্রজগোপাল! এসো। একি! কি হয়েছে তোমার? কম্ফর্টারে অমন ক'রে কান ঢেকে রেখেছ কেন? অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?

একটা কম্ফর্টার বাঁধিয়া ব্রজগোপালের প্রবেশ

ব্রজগোপাল। বাতশ্লেষ্মা বিকার হয়েছে!

সুপ্রকাশ। সে কি! তবু তুমি বিছানা ছেড়ে এতখানি পথ এলে?

ব্রজগোপাল। গরজ আমার চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে এলো—তাই।

সুপ্রকাশ। তোমার হেঁয়ালী তো কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে ব্রজগোপাল!

ব্রজগোপাল। বোঝ্‌বার শক্তি নেই, তাই বুঝ্‌ছেন না; থাক্‌লে হয়তো বুঝ্‌তেন।

সুপ্রকাশ। কি বল্‌ছো তুমি ব্রজগোপাল? কাল যে কাজে গিয়েছিলে, সে কাজ সফল হয়েছে তো ব্রজগোপাল?

ব্রজগোপাল। সফল হয় নি—কোনদিন হবে কি না জানি নে।

সুপ্রকাশ। কারণ?

ব্রজগোপাল। ঝড়বৃষ্টি বজ্রাঘাত নিয়ে প্রকৃতি যখন মহাপ্রলয়ের সৃষ্টি করে, সে সময় ঘরে আগুন দেওয়া দূরে থাক্—মানুষ কেন, বনের পশুও তাদের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরে আস্‌তে সাহস করে না। শুধু আপনার জন্যে আমি তা করেছিলুম। সারারাত্রি মরণকে তুচ্ছ ক'রে চেষ্টা করেছি, কৃতকার্য্য হই নি। ভোরের বেলা যখন সুযোগ এলো, ধরা পড়্‌লুম সাক্ষাত মৃত্যু কেলো ডাকাতের হাতে। প্রাণটা নিয়ে ফিরে এসেছি—এই ঢের, কিন্তু যা দিয়ে এসেছি, তাতে যতদিন বাঁচ্‌বো ততদিন এই বাতশ্লেষ্মা বিকারই হবে আমার সঙ্গের সাথী।

সুপ্রকাশ। কি বল্‌ছো তুমি ব্রজগোপাল? কাল রাত্রে আবার ঝড়বৃষ্টি হ'লো কখন্‌?

ব্রজগোপাল। আপনারা বড়লোক, সোনার পালঙ্কে শুয়ে সুখনিদ্রায় রাত কাটিয়েছেন, বাইরের খবর রাখ্‌বেন কি ক'রে?

সুপ্রকাশ। হয় তুমি অসুস্থ, নয় তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত; তাই এমন আবোল-তাবোল বক্‌ছো।

ব্রজগোপাল। কাহিনী আমার মিথ্যা, কারণ আপনি বড়-লোক, আপনি বল্‌ছেন। কিন্তু আমার মাথায় দু'টো কান ছিল, এ কথাটা তো মিথ্যে নয়? দেখুন দেখি, সে দু'টো ঠিক্‌ ঠিক্‌ আছে কিনা? [কর্ণাবরণ কম্ফর্টার খুলিতেই একটা কানে রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ বাহির হইয়া পড়িল।] বলুন জমিদার বাবু, এটাও মিথ্যে?

সুপ্রকাশ। সর্ব্বনাশ! একি ব্রজগোপাল?

ব্রজগোপাল। এইটীই আমার কাহিনীর শেষাংশ।

জয়রামপ্রসাদের প্রবেশ

জয়রামপ্রসাদ। শেষ ওখানে হয় নি বাবা, শেষ করেছি আমি।

ব্রজগোপাল। কি বল্‌ছিস তুই?

জয়রাম। বল্‌ছি, তোমরা এতদিন চেষ্টা ক'রে প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে যা শেষ করতে পার নি, আমি তা শেষ ক'রে এসেছি। তোমরা মানুষের খোলস প'রে সয়তানের

মত যাদের সর্ব্বনাশ করছিলে, আমি তোমার পুত্র হ'য়ে মানুষের কাজ করেছি তাদের উদ্ধার ক'রে।

ব্রজগোপাল। কাদের কথা বল্‌ছিস তুই ?

জয়রাম। ঐ যে, আশ্রমের চারজন সত্যিকারের মানুষ —যাদের তোমরা জেলে পাঠাতে চেয়েছিলে! আমার সম্পত্তি আমি দান করি—বিক্রি করি, তাতে বাধা দেবার অধিকার তোমার আছে কি বাবা? একবার নিজের বুকে হাত দিয়ে বল দেখি ? বলুন না জমিদার বাবু, অন্যায় করেছে কে ? আমি না আপনারা? দেশের এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে সত্যিকারের মানুষের কাজ করেছে কে? আপনারা না তারা? পয়সার গরম যতই দেখান জমিদার বাবু, আর পাটোয়ারী বুদ্ধির যতই বড়াই করুন আমার বাবা, কালের হাওয়া বদ্‌লে গেছে। মনে রাখ্‌বেন, আপনাদের জুলুম আর চল্‌বে না—চল্‌তে পারে না।

[প্রস্থান।

সুপ্রকাশ। পাশা যে উল্টে গেল ব্রজগোপাল ?

ব্রজগোপাল। তাইতো দেখ্‌ছি!

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ানের প্রবেশ

সুপ্রকাশ। একি! দেওয়ানজী ?

দেওয়ান। হ্যাঁ—আমি, সুপ্রকাশ বাবু! মহারাজের আদেশে আপনাকে সংবাদ দিতে এসেছি—

সুপ্রকাশ। কি সংবাদ ?

দেওয়ান। পর পর তিন সন মালগুজারী জমা পড়ে নি,

পত্তনী-তৌজি নিলেমে চড়েছে; ফল যা হবে, তা বোধ হয় অনুমান করতে পারবেন।

সুপ্রকাশ। ব্রজগোপাল! ব্যাপারটা কি সত্যি? পর পর তিন সন মালগুজারী দেওয়া হয় নি?

ব্রজগোপাল। কাগজ না দেখে তো কিছু বল্‌তে পারবো না বাবু! আমি এখন কানের যন্ত্রণায় অস্থির হ'য়ে যাচ্ছি, ওসব কথা শোনবার বা কাগজপত্র দেখ্‌বার এখন আমার সময় হবে না। [প্রস্থান।

দেওয়ান। উনিই বুঝি আপনার নায়েব?

সুপ্রকাশ। হ্যাঁ।

দেওয়ান। পাটোয়ার নায়েবের পাটোয়ারী বুদ্ধি!

সুপ্রকাশ। কিন্তু—কিন্তু আমি যে ধনে প্রাণে মারা গেলুম দেওয়ান বাহাদুর, আমি যে ধনে প্রাণে মারা গেলুম! ওঃ—

দেওয়ান। আত্মহারা হবেন না সুপ্রকাশ বাবু!

সুপ্রকাশ। প্রয়োজন তো চুকে গেছে দেওয়ান বাহাদুর, আপনি এখন যান—আমায় নিরিবিলি ব'সে ভাব্‌তে দিন।

দেওয়ান। যা খুসী করুন। [প্রস্থান।

সুপ্রকাশ। আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখ্‌ছি! যখন ভাঙ্গন ধরে, তখন এমনি ক'রেই কি সব একসঙ্গে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়! ওঃ, আমি যে ভাব্‌তে পারছি নে! একদিনে এক মুহূর্ত্তে পথের ভিখারী হ'লুম! আমি ধনে প্রাণে মারা গেলুম! ওঃ—

[চিন্তিত মনে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শ্মশান

কমণ্ডলুহস্তে রামপ্রসাদের প্রবেশ

রামপ্রসাদ। পূজা শেষ করি
ফুলরেণু ছড়ায়েছি দিকে দিকে
মায়ের আদেশ মত।
শিবারূপ ধরি শ্মশান-রঙ্গিণী দেবী
সর্ব্বদেহ মোর করিল লেহন ;
রোগ শান্তি হ'লো পূর্ণ ভাবে।
কার্য্য শেষ ; তবু মন
নাহি চায় ত্যজিতে শ্মশান !
আহ্বান করেন মাতা আশ্রম হইতে,
মাতৃ-আজ্ঞা কেমনে উপেক্ষা করি !
কিন্তু বুঝিতে না পারি—
কেন আকর্ষণ শ্মশানের।

[প্রস্থান।

নরহরির কণ্ঠদেশ ধারণ করিয়া খড়্গহস্তে
জয়রামপ্রসাদের প্রবেশ

জয়রাম। বেটা নরাধম নরা, অনেক কষ্টে তোকে পেয়েছি। বেটা ! আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালাবি তুই ?

আজ তোর একদিন কি আমার একদিন! আজ আমি তোকে মা শ্মশান-কালীর উদ্দেশে এইখানে বলি দেবো। বেটা জোচ্চোর—ধড়িবাজ—পাজী—নচ্ছার!

নরহরি। দিন প্রভু, তাই দিন; আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্। আমি মূর্খ—আমি গারোল—আমি গিরগিটি—আমি—আমি—

জয়রাম। কি তুই? তুই জোচ্চোর, তুই ধাপ্পাবাজ, তুই বদমায়েস—

নরহরি। বলুন—যা খুসী তাই বলুন। আমার অদৃষ্ট মন্দ, আমায় সব শুন্‌তেই হবে।

জয়রাম। তুই কি যে ছাই বল্‌ছিস, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। আমি গাল দিছি, তাতেও তোর আপত্তি নেই; তোকে শ্মশানে নরবলি দেবো বল্‌ছি, তাতেও তোর ভয় নেই,—তুই কি বল্‌তো?

নরহরি। প্রভুর দাসানুদাস!

জয়রাম। আবার বুজরুকি? ঐ কথা ব'লেই তুই বেটা পাজী আমায় ফতুর করেছিস্! না—না, আমি তোকে নরবলি না দিয়ে ছাড়্‌বো না।

নরহরি। তাই দিন প্রভু!

জয়রাম। ব'স্ এইখানে—

নরহরি। এইতো বসেছি প্রভু, তবে দোহাই প্রভু, যেন এক কোপেই কাট্‌বেন; দু' তিন কোপ দিয়ে দগ্ধে মার্‌বেন না।

জয়রাম। তোর ঐ শুক্‌নো হাড় যদি এক কোপে না কাটে ?

নরহরি। হিন্দু আপনি, আপনার অধর্ম্ম হবে। নরবলি ছাগবলি, কুমড়ো-বলি, শসা-বলি, কলা-বলি, মায় স্থরথ রাজার লক্ষ-বলি পর্য্যন্ত সবই একটী ছাড়া দু' কোপে নয় !

জয়রাম। এও তো ফ্যাসাদ দেখ্‌ছি !

নরহরি। এ ফ্যাসাদ হ'তো না প্রভু, যদি আমার শুক্‌নো হাড়, রোগা দেহ না হ'তো ! তার চেয়ে এক কাজ করুন না প্রভু !

জয়রাম। তোর কথায় আবার আমি কাজ কর্‌বো বেটা জোচ্চোর বুজরুক ?

নরহরি। কর্‌লে ভালই হ'তো, নরবলির জন্যে ভাব্‌তে হ'তো না।

জয়রাম। তার মানে ? কি বল্‌তে চাস্‌ ?

নরহরি। বল্‌তে আমি কিছুই চাই না প্রভু ! নরবলি দিচ্ছেন দিন, এক কোপের জায়গায় দু' কোপ ক'রে অধর্ম্মে পতিত হবেন না।

জয়রাম। তাইতো, এও যে আবার একটা নতুন ফ্যাসাদ দেখ্‌ছি ! তা—তুই কি বল্‌তে চাস্‌ ?

নরহরি। যা বল্‌ছি, আপনার ভালর জন্যেই বল্‌ছি।

জয়রাম। বল্‌ছি—বল্‌ছি তো কর্‌ছিস, বল্‌ না ?

নরহরি। আমি জোচ্চোর হই, বদমাস্‌ হই, চোর হই, ছ্যাঁচড় হই, যখন একদিন গুরু ব'লে স্বীকার করেছি,

তখন গুরুদ্রোহী হবো না, এখনো গুরুর ভাল কর্‌তে আমি হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ দেবো।

জয়রাম। তা তো বুঝ্‌ছি! আসল কথাটা কি, তাই বল্—

নরহরি। অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য অর্থাৎ কিনা অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ যে গুরু, সে কি একটা যা তা!

জয়রাম। আরে ম'লো!

নরহরি। মা বাপকে বরং তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু গুরু—ওরে বাপ্‌রে! একেবারে সাক্ষাৎ জলজ্যান্ত দেবতা!

জয়রাম। ওরে, তোর ব্যাখ্যা রাখ, আসল কথাটা বল্।

নরহরি। বলে রাত দুপুরে গুরোবে নমঃ। অর্থাৎ দুপুর রাতে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন গুরুকে নমস্কার করবে। এমন যে গুরু, ওরে বাপ্‌রে—[পুনঃ পুনঃ জোড়-হস্তে নমস্কার করিতে লাগিল।]

জয়রাম। এই দেখ্, নচ্ছার বেটা—ছুঁচো বেটা অনর্গল ব'কে যাচ্ছে সেই এক কথা! ওরে হতভাগা, আসল কথাটা কি, তাই বল্।

নরহরি। শাস্ত্রে বলে; গুরুরগ্নি দ্বিজাতিনাং। অর্থাৎ সকলের কাছে আগুন এক রকমের—কি না এক জাতীয়। প্রথমে ধোঁয়া, তারপর গন্‌গনে আঙ্গার, তারপর কয়লা আর ছাই। কিন্তু গুরুর আগুন দু' রকমের। গুরুর মুখে আগুন আর গুরুর রান্নাঘরে উনুনে আগুন! গুরু কি যা তা পদার্থ!

জয়রাম। ওরে, আমি জোড়হাত ক'রে মিনতি কর্‌ছি, তুই আসল কথাটা খুলে বল্‌।

নরহরি।—

গান

গুরুর অন্ত পাওয়া ভার।
গুরু নিতেও যেমন দিতেও তেমন
দুঃখ-নদীতে কর্ণধার॥
গুরুর পেট বুদ্ধি দু'টোই মোটা,
হজম করেন আস্ত পাঁটা,
কারণ মারেন কলসী কলসী—
খাওয়া শোয়ার নাই বিচার॥

জয়রাম। ওরে, থাম্‌—থাম্‌—থাম্‌! তুই কি শেষটায় আমায় পাগল কর্‌বি?

নরহরি। শিব—শিব—শিব! তাহ'লে অনুমতি করুন, আসল কথাটা বলি!

জয়রাম। অনুমতি কেন, আমি জোড়হাতে অনুরোধ কর্‌ছি—

নরহরি। না খেতে পেয়ে আমি রোগা হ'য়ে গেছি, হাড় ক'খানা সার হয়েছে। যদি এক কোপে আমায় কাট্‌তে চান্‌, তাহ'লে আমায় কিছু অর্থ দিন, খেয়ে-দেয়ে মোটা হ'য়ে আসি।

জয়রাম। পাজী, জোচ্চোর! আবার টাকার কথা? বেরো এখান থেকে; আমি তোকে কাট্‌বো না।

নরহরি। কিন্তু এ তো আমায় কাটা নয় প্রভু, আমায়

পরিত্রাণ দেওয়া। যাতে আমায় আর খাবার ভাব্না ভাব্তে না হয়। এখন যদি আমায় না কেটে ছেড়ে দেন, আমি যে না খেয়ে মারা যাবো প্রভু! তাতে যে আপনার মহাপাপ হবে দেবতা, পরিণাম যার অনন্ত নরক!

জয়রাম। তবেই তো!

নরহরি। বাঁচ্তে যখন অনুমতি কর্ছেন, তখন কিছু অর্থ দিন প্রভু, পেটভ'রে খেয়ে বাঁচি!

জয়রাম। বেটা যেন শাঁকের করাতে ফেল্লে রে! যেতেও কাটে, আস্তেও কাটে! বেঁচে থাকা তোর চল্বে না; আমি আর তোকে অর্থ যোগাতে পার্বো না। এই মোহর খানা নে, খেয়ে-দেয়ে মোটা হ'য়ে আস্বি, আমি তোকে এই-খানে বলি দেবো।

নরহরি। গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তাহ'লে আসি গুরুদেব—

জয়রাম। এসো; পাপ, বিদেয় হও—

নরহরি। তাহ'লে একবার ত্রিভঙ্গ-বঙ্কিমঠামে সামনে এসে দাঁড়ান প্রভু, আমি প্রভুকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে চ'লে যাই।

[সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রস্থান।

জয়রাম। খুব শিষ্য যোগাড় করেছিলুম্ যা হোক্, শিষ্য যে শেষটায় বংশ হ'য়ে দাঁড়ালো! আমি এখন করি কি!

[চিন্তিত মনে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আশ্রম-প্রাঙ্গণ

কল্যাণী, নরেশ, পরেশ, মাখন ও পুঁটীরাম কথোপকথন করিতেছিলেন

নরেশ। এমন বাপের যে এমন ছেলে হ'তে পারে, তা আমরা ধারণা ক'র্‌তে পারিনি মা! জয়রামপ্রসাদ আড়ৎ থেকে চাল আশ্রমে দান করেছিল, কিন্তু তার বাপ নায়েব ব্রজগোপাল বাবু জমিদারের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, আসল ব্যাপারটাকে উল্টে দিয়ে আমাদের আশ্রমটা ভেঙ্গে দিতে আমাদের নামে ফৌজদারী মামলা জুড়ে দিলে। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম মামলার অবস্থা দেখে; সাক্ষী মেনেছিলুম জয়রামপ্রসাদকে। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে, বাপ তার অমানুষ হ'লেও জয়রামপ্রসাদ সত্যিকারের মানুষের কাজই কর্‌লে,—ফলে আমরা মুক্তি পেলুম।

মাখন। এখন তো মনে কর্‌লে আমরা একটা মানহানীর দাবী কর্‌তে পারি মা? ভদ্রলোকের ছেলেদের বিনা দোষে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করালে, এর চেয়ে অপমান আর কি হ'তে পারে মা?

কল্যাণী। বাবার উপদেশ, হিংসাকে মন থেকে দূর ক'রে দেওয়া। কি হবে মানহানীর দাবী ক'রে? যারা সত্যি-কারের মাননীয় ব্যক্তি, তারা কখনো মানের দাবী করে না।

মানের দাবী ক'রে মান বাড়ানো যায় না বাবা! তোমাদের সম্মান অনেকখানি বেড়ে যাবে—যদি তোমরা ঐসব দুষ্কৃতদের সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা কর।

মাখন। আমায় মাপ কর মা, আমি বুঝ্‌তে পারিনি। মুখ্যু লোক—বুঝিও কম, আর কেউ কখনো এমন ক'রে বোঝায়নি।

কল্যাণী। হ্যাঁ রে নরু, কালুতো এখনো ফির্‌লো না—

নরেশ। সে কোথায় গেছে মা?

কল্যাণী। বাবা এসেছেন শুনে ক'দিন থেকে রোজই সকালে বেরিয়ে যায় বাবাকে আন্‌তে, রোজই ক্ষুণ্ন মনে ফিরে আসে। কিন্তু বোঝে না সে—বাবাকে খুঁজ্‌তে যাওয়া কতবড় ভুল! করুণাময়ের ইচ্ছা না হ'লে তিনি আস্‌বেন কেন? হাজার খোঁজাখুঁজি কর, দর্শন তাঁর পাবে না।

নরেশ। খুব সত্যি কথা মা!

কল্যাণী। পরেশ! অমন চুপটী ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? মনটা বুঝি ভাল নেই?

পরেশ। মনটা সত্যিই আজ ভাল নেই মা! বুকের ভেতরটা যেন থেকে থেকে কেঁদে উঠ্‌ছে। অথচ এর কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে।

কল্যাণী। ছিঃ বাবা, পুরুষ-মানুষের এতখানি দুর্ব্বলতা ভাল নয়।

পরেশ। তা জানি, তবুও মনটাকে যেন কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছিনে। [ধীরে ধীরে প্রস্থান।

কল্যাণী। তাইতো, হঠাৎ আজ পরেশের কি হ'লো? সহস্র বিপদের মাঝে প'ড়েও যে চিরদিন অচল অটল, আজ তার এমন ভাবান্তর কেন?

মাখন। বড়লোকের ছেলে তো, হাজতবাস করা তার পক্ষে খুবই অপমান। হয়তো সেই কথা ভেবেই মনটা তার খারাপ হয়েছে!

কল্যাণী। অন্যের পক্ষে সেটা সম্ভব হ'তো, কিন্তু পরেশ সে ধাতের মানুষ নয়। দেশের কাজে জেলে যাওয়া তো দূরের কথা—প্রাণ দিতেও সে কাতর নয়।

মাখন। তবে তো কারণটা বলা বড় শক্ত মা!

কল্যাণী। তাইতো ভাব্‌ছি! যাই, দেখি, সে কি কর্‌ছে।

[প্রস্থান

মাখন। মা আমাদের দয়াময়ী, কারো এতটুকু ব্যথা সইতে পারেন না।

অর্দ্ধোন্মাদের ন্যায় সুপ্রকাশের প্রবেশ

সুপ্রকাশ। একটু দয়া কর্‌বে তোমরা? আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো বোধ হয়? জানি না, এখনো চেনা যায় কি না! আমি সুপ্রকাশ রায়—একদিন ছিলুম দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার। তোমাদের উপর—দেশের লোকের উপর প্রভুত্ব করেছি—জুলুম করেছি—জবরদস্তি করেছি—ইচ্ছামত নির্য্যাতন কর্‌তেও কসুর করিনি; সেই আমি আজ পথের ভিখারী। আমার সব গেছে, আমার ঐশ্বর্য্য গেছে—সম্পদ গেছে—

মান গেছে—মর্য্যাদা গেছে। ছিল শুধু আমার নয়নানন্দদায়িনী স্নেহের নিধি একমাত্র কন্যা, আজ ভাগ্যহীন আমি, তাকেও হারাতে বসেছি। তোমরা যদি একটু দয়া কর, হয়তো তাকে ফিরে পাবো।

নরেশ। প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার সুপ্রকাশ রায় শত্রুর দুয়ারে এসেছেন দয়া ভিক্ষা করতে, এটা কি লজ্জার কথা নয় ?

সুপ্রকাশ। সে সুপ্রকাশ রায় আর নেই যুবক, এখন শত্রু মিত্র তার সমান ; দয়া ভিক্ষা ছাড়া তার আর অন্য গতি নেই। মোড়ল! দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি বন্ধু, সত্যি আজ আমি তোমাদের দ্বারস্থ—দয়ার ভিখারী।

মাখন। তাহ'লে বুঝ্‌তে পেরেছেন বোধ হয়, উঠ্‌লেই পড়্‌তে হয় ?

সুপ্রকাশ। এখন বৃথা তর্কে সময় নষ্ট করতে পার্‌বো না ভাই, আমায় দয়া কর।

নরেশ। আপনার কথার অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পারছি নে, আপনি কি চান ?

সুপ্রকাশ। উমেশ ডাক্তারের কাছে গেলুম, কথা কইলে না ; নরেন আর উপেন অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলে। তাই আমি আজ তোমাদের শরণাপন্ন হয়েছি—তোমরা আমায় দয়া কর।

নরেশ। ডাক্তার কেন ? বিসূচিকা হয়েছে ?

সুপ্রকাশ। না ; সর্পাঘাত। আমার মেয়েকে সাপে কামড়েছে!

মাখন। বাগ্দীপাড়ার হারু বাগ্দী তো ভাল সাপের রোজা—তাকে ডেকে পাঠালেই তো হ'তো ?

সুপ্রকাশ। ডেকে পাঠানোর কথা কি বল্‌ছো মোড়ল, আমি নিজে গিয়েছিলুম—হারুর দু'টো হাত ধ'রে কত অনুনয় বিনয় কর্‌লুম। বল্‌লে কি জানো ? বল্‌লে চামারের বাড়ীতে আমি যাই না। সত্যি কথাই বলেছে সে, আমি চামারেরও অধম। চামার মরা জন্তুর ছাল খুলে নেয়, আমি জ্যান্ত মানুষের ছাল খুলে নিয়েছি। কেন আস্‌বে তারা ? তারা সাধারণ মানুষ—তাই তারা প্রতিশোধ নেবে ব'লে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছে, কিন্তু তোমরা তো বন্ধু, তাদের মত নও! আমি জানি, তোমরা সাধারণ মানুষের অনেক উপরে। তাই বড় আশা ক'রে আজ তোমাদের কাছে ছুটে এসেছি, তোমরা আমায় দয়া কর—আমার একমাত্র কন্যার জীবন রক্ষা কর বন্ধু!

কল্যাণীর প্রবেশ

কল্যাণী। ঠাকুরের কথা ভুলো না বাবা, সয়তান যদি বিপদে প'ড়ে তোমাদের কাছে দয়া ভিক্ষা করে, তাকেও বিমুখ ক'রো না।

সুপ্রকাশ। আপনিই বুঝি এ আশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ?

কল্যাণী। দেবী কি দানবী তা জানি না। হয়তো একদিন দানবী ছিলুম, হৃদয়ের সবটুকু স্থান হয়তো পূর্ণ ছিল ভীষণ প্রতিহিংসা-বিষে। দলিতা ফণিনী হ'লেও মাথা তুলে ছোবল মার্‌বার সামর্থ্য ছিল না ; তাই দেবতার পাদোদক

দিয়ে সমস্ত বিষ ধুয়ে ফেলে সেখানটা পূর্ণ ক'রে রেখেছি মাতৃত্বের পুতঃ প্রেরণা দিয়ে। নইলে ক্রুদ্ধা ফণিনীর বিষ-নিঃশ্বাসে এতক্ষণ সয়তান তো ছার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্থাবর, জঙ্গমের শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হ'তো। [প্রস্থান

নরেশ। মায়ের আদেশ শুন্‌লে তো খুড়ো, একবার নরেন ডাক্তার আর হারু বাগ্দী দু'জনকে ডেকে নিয়ে জমিদার বাবুর বাড়ী যাও।

মাখন। আসুন জমিদার বাবু—

সুপ্রকাশ। তুমি যাও মোড়ল, আমার প্রয়োজন এখনো শেষ হয় নি। মনে রেখো, একটা জীবন রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছ, অযথা বিলম্ব করা উচিত নয়। [মাখনের প্রস্থান] উনি কে ?

নরেশ। কার কথা বল্‌ছেন ?

সুপ্রকাশ। ঐ নারী—

নরেশ। মা—[অন্যদিকে মুখ ফিরাইল]

সুপ্রকাশ। সত্যই মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তি। আমি ওঁর সঙ্গে দু'টো কথা কইতে চাই ; ওঁকে একবার ডেকে দেবে ?

নরেশ। মায়ের সে আদেশ নেই।

সুপ্রকাশ। আশ্চর্য্য ! সেই মুখ, সেই চোখ, সেই দৃষ্টি, যেন কবে—কোন্ অতীতে কোথায় দেখেছি ! সেই স্বর যেন পরিচিত, কিন্তু মনে পড়ে না, কখন কোথায় শুনেছি ! সেই তেজোদৃপ্ত ভঙ্গিমা—যার ক্ষীণ স্মৃতি মনের মাঝে উঁকি মার্‌ছে, কিছুতেই স্মরণ কর্‌তে পার্‌ছি নে !

নেপথ্যে কল্যাণী। সয়তানের খোলস ছেড়ে যদি পর্‌তে পার্‌তেন মানুষের খোলস, তাহ'লে স্মরণ হ'তো।

সুপ্রকাশ। সেই স্বর—সেই স্বর—সেই অতীতের পুরাণো পরিচিত স্বর! যুবক, বলতো—বলতো রমণীর নাম কি?

নরেশ। দুঃসাহস আপনার মন্দ নয় জমিদার বাবু! আপনার ঔদ্ধত্যের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সেটা সংযত করুন—যদি আত্মসম্মান বজায় রাখ্‌তে চান।

নেপথ্যে কল্যাণী। যাঁর আত্মসম্মানজ্ঞান নেই, তাঁর সংযমেরও বালাই নেই বাবা—

সুপ্রকাশ। কল্যাণী—কল্যাণী—

নরেশ। জমিদার বাবু, আর আমরা বোধ হয় আপনার মর্য্যাদা রাখ্‌তে পার্‌বো না। আপনার ঔদ্ধত্য চরমে উঠেছে, আপনার বাড়ীর পরিচারিকাদের নাম ধ'রে সম্ভাষণ করেন, যায় আসে না, কিন্তু ভুলে যাবেন না উনি আমাদের মা—মহিমময়ী মা—আপনার পরিচারিকা নয়। আরও মনে রাখ্‌বেন, মায়ের অপমান সন্তান কখনো সহ্য কর্‌বে না।

সুপ্রকাশ। তুমি আমায় অপমান কর—নির্য্যাতন কর—যা খুসী কর, আমি কোন কথা শুন্‌বো না। কল্যাণী—

নেপথ্যে কল্যাণী। না—না—না।

কেলোর প্রবেশ

কেলো। শুনে এলুম নরুদা, আমাদের জমিদার বাবুর মেয়েটী তো পটল তুল্‌লে! বড় বেড়ে উঠেছিলেন, এইবার পড়্‌লেন!

নেপথ্যে কল্যাণী। মানুষের বিপদবার্ত্তা নিয়ে বিদ্রূপ বা উল্লাস কর্‌তে নেই মূর্খ!

কেলো। কে—মা? কেলো ডাকাত বরাবরই তো ছিল অমানুষ, তোমরা তাকে মানুষ কর্‌ছো বটে, কিন্তু অভ্যাস দোষে তার পা পিছ্‌লে পড়্‌ছে যখন তখন, তাকে মাপ ক'রো মা—

সুপ্রকাশ। কি বল্‌লে তুমি?

নরেশ। বড় দুঃসংবাদ—আপনার কন্যার মৃত্যু হয়েছে।

সুপ্রকাশ। এঁ্যা, কি বল্‌লে—গীতা আমার নেই? ওঃ—ভগবান্‌! আমার পাপের ভার কি এত ভারি হয়েছে, যার জন্যে আজ তুমি আমায় কর্‌লে সর্ব্বহারা! ওঃ-হো-হো—

গীতাকে লইয়া রামপ্রসাদের প্রবেশ

রামপ্রসাদ। অনুতপ্ত হতভাগ্য, মায়ের দয়ায় তোকে আর সর্ব্বহারা হ'তে হবে না। এই নে, মাকে আমার ফিরিয়ে এনেছি।

সুপ্রকাশ। মা! মা! আমার হারানিধি মা—

রামপ্রসাদ। কন্যাকে পেয়ে সব ভুলে গেলি? তোর পাওয়ার অনেক কিছুই যে বাকী রে! তুই আর কেন অন্তরালে লুকিয়ে রয়েছিস্‌ মা? হারানো স্বামীকে পাবার আশা বুকে নিয়ে এতকাল আশাপথ চেয়ে বসেছিলি, আজ যে তোর সে আশা পূর্ণ হ'তে চলেছে মা! আয়—আয় মা সতীলক্ষ্মী, স্বামীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে ধন্য হ'।

কল্যাণীর প্রবেশ ও সুপ্রকাশের পদধূলি গ্রহণ

সুপ্রকাশ। কল্যাণি! কল্যাণি! আমায় মার্জ্জনা কর—

কল্যাণী। ছিঃ, ও কথা বল্‌তে আছে কি? তুমি যে স্বামী, আমার ইষ্টদেবতা। আমি দাসী, দাসীকে পাপের ভাগী ক'রো না।

গীতা। [কল্যাণীকে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া কহিল] মা— মাগো—

সুপ্রকাশ। করুণাময় দেবতা, এত করুণা তোমার!

রামপ্রসাদ। এখনো তোর সব পাওয়া শেষ হয় নি। মাখন কোথায় গেল? মাখন মোড়ল?

মাখনের প্রবেশ

রামপ্রসাদ। এই যে মাখন! হ্যাঁ, সে কই? আমার মায়ের ছেলে?

মাখন। [নরেশকে দেখাইয়া] এই যে বাবাঠাকুর! এই ছেলের জন্যেই তো আমায় ছাড়্‌তে হয়েছিল জমিদার সুপ্রকাশ বাবুর সংস্রব। কি যে দুর্ম্মতি হয়েছিল তাঁর, হয়তো টাকার গরমে, নয়তো দরিদ্রকন্যাকে লুকিয়ে বিয়ে ক'রে তাকে বড়লোক সমাজে নিজের স্ত্রী ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা হয়েছিল ব'লে। তা যে কারণেই হোক্, দুর্ম্মতির বশে ত্যাগ করলেন অভাগিনীকে—যখন সে পূর্ণ-গর্ভা। আমিই তাঁকে রেখে দিলুম আমার এক আত্মীয়ার বাড়ী, তারপর অনেক কিছু ঘট্‌লো। দুঃখিনীর সন্তান

মানুষ হ'লো অনাথ-আশ্রমে। মা ঘুর্‌তে লাগ্‌লো উন্মাদিনীর মত পথে পথে। তারপর সে দেবীকে তো আপনিই এই আশ্রমে প্রতিষ্ঠা কর্‌লেন ঠাকুর!

কল্যাণী। আমার সন্তান—আমার হারানিধি!

[নরেশকে বক্ষে টানিয়া লইলেন ; একপাশে রহিল গীতা, অন্যপাশে রহিল নরেশ]

পরেশের প্রবেশ

পরেশ। মা! মা!

সুপ্রকাশ। তোর নিষ্ঠুর দাদাকে ক্ষমা কর্ ভাই! আমায় শিখিয়ে দে তোর এই মহান্ ব্রত, যাতে জীবনের শেষ ক'টা দিন আমি পরমানন্দে কাটাতে পারি জনসেবায়। ভাই, এতদিন যে মহিমময়ী নারীকে তুই মা ব'লে আস্‌ছিলি, তিনি তোর এই পাপিষ্ঠ অগ্রজের পরিণীতা পত্নী।

পরেশ। না—না, আমার মা—আমাদের মা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ানের প্রবেশ

দেওয়ান। এই যে ঠাকুর, আপনি এখানে! [রামপ্রসাদের পদধূলি লইয়া] মহারাজ আপনার প্রস্তাব সানন্দে অনুমোদন করেছেন। তিনি আদেশ দিয়েছেন যেন অবিলম্বে নিলাম রদ ক'রে সুপ্রকাশ বাবুকে তাঁর পত্তনী-মহল ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তাই সুসংবাদটা আপনাকে জানাতে এসেছি সুপ্রকাশ বাবু!

রামপ্রসাদ। এইবার বল্ দেখি, এখনো কি তুই সর্ব্বহারা?

সুপ্রকাশ। করুণাময় মহাপুরুষ, আপনার চরণে কোটী কোটী প্রণাম। এই গ্রামের অধিবাসীরা করুণাময় মহাপুরুষের অনুকম্পায় মরণের পথ থেকে ফিরে এসেছে, আজ থেকে এ গ্রামের নাম হ'লো প্রসাদপুর। পরেশ! ঢোল-সহরতে আমার এই অভিমত ঘোষণা ক'রে দাও ভাই!

রামপ্রসাদ। ওরে—ওরে, আমার তো আর থাকা চলে না, আমায় যে এখনই যেতে হবে, আমার যে ডাক পড়েছে—

[প্রস্থান

সকলে। ঠাকুর—ঠাকুর— [প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

রামপ্রসাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ

রামপ্রসাদ, ভজহরি ও শিষ্যগণ সমাসীন

রামপ্রসাদ। ওরে, ওরে মাতৃভক্ত প্রিয় শিষ্যগণ!
নহে বহুদিন, কহিয়াছি তোমাদের—
যেই দিন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র
পুণ্যশ্লোক নরপতি
চিরতরে লইলা বিদায় ইহধাম হ'তে,
কহিয়াছি সেই দিন,
সে সুদিন সত্বর আসিবে মোর।
আসিবে মায়ের ডাক,

ত্যজি ইহধাম মায়ের সন্তান
যাইব মায়ের কোলে ;
আজি সমাগত সেই শুভ দিন।
বহুদিন আসিয়াছি মাতৃ-অঙ্ক ত্যজি,
মাতৃহারা অভাগা সন্তান আমি
এই বিশ্বমাঝে—ধরিয়া মাটির দেহ।
আর তো লাগে না ভাল,
তাই আকুল হৃদয় ছুটে যেতে যায়,
ধৈর্য্য নাহি ধরে আর।

ভজহরি। একি কথা শুনি গুরুদেব!
কোন্ অপরাধে অপরাধী মোরা ?
তেয়াগিয়া আমা অভাজনে
যাইবে চলিয়া প্রভু ?
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নি,
দয়িতা, তনয়—একাধারে তুমি।
তোমারে ছাড়িয়া
কেমনে ধরিব প্রাণ ?

রামপ্রসাদ। চিরন্তন রীতি বৎস জগতের এই,
নহে জীব অজর অমর ;
জন্মিলে মরিতে হবে বিধির বিধান
জীর্ণ বস্ত্র পরিহরি মানব যেমন
নব বস্ত্র করে পরিধান,
মানবাত্মা অবিনশ্বর

ত্যজি জীর্ণ অকর্ম্মণ্য দেহ
নব দেহ করয়ে আশ্রয়।
তাই যোগীজনপাশে
জীবন-মরণ নাহি ভেদাভেদ।
অনিত্য সংসারে মায়ার বন্ধন
মানবে বাঁধিয়া রাখে,
কিন্তু কতক্ষণ ?
যতক্ষণ আয়ুষ্কাল !
শোক, দুঃখ, আনন্দ, উল্লাস,
সকলি মায়ার খেলা।
রাখি মন মায়ের চরণে
হও যত্নবান—
মায়াপাশ করিতে ছেদন।
পূরিবে কামনা,
অন্তে পাবে স্থান মায়ের চরণে।

সুপ্রকাশ, নরেশ, পরেশ, কল্যাণী, গীতা, মাখন,
কেলো, পুঁটীরাম প্রভৃতির প্রবেশ

রামপ্রসাদ। এই যে, তোরাও সবাই এসেছিস্! আমার যাওয়ার খবরটা বুঝি হাওয়ার সঙ্গে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে ?

সুপ্রকাশ। তাই শুনেই তো ছুটে এসেছি প্রভু!

রামপ্রসাদ। বেশ করেছিস্—ঠিক্ সময়েই এসেছিস্।

ওরে মন, হরি হরি বল্—কালী কালী বল্! বাড়ী যাই চল্—ডাক পড়েছে রে, ডাক পড়েছে—

ভজহরি।—

গান

বল হরি যাই বাড়ী বেলা গেল সন্ধ্যে হ'লো।
ফুরালো খেলা, ভাঙ্গলো মেলা, আর কেন বিলম্ব বল ॥
বিদেশে প্রবাসে, ভবপান্থবাসে, কিছু আর লাগে না ভাল,
বাড়ী পানে মন ছুটেছে এখন, মা মা ব'লে ঘরে যাই চল।
মায়ের আনন করি দরশন, তাপিত প্রাণ হবে শীতল,
হেন জননী দিবস রজনী আশাপথ মোর চেয়ে কেবল ॥

সর্ব্বাণীর প্রবেশ

রামপ্রসাদ। এসেছ সর্ব্বাণি! ঠিক—ঠিক সময়েই এসেছ সাধ্বি! এসো, তু'জনে হাত ধরাধরি ক'রে বেরিয়ে পড়ি। ওই শোন মায়ের ডাক, পতিতপাবনী সুরধুনীর বুকে দাঁড়িয়ে মা ডাক্‌ছেন, ওরে আয়—ওরে আয়—ওরে আয়—

[সর্ব্বাণীর হাত ধরিয়া ভাগীরথী অভিমুখে গমন]

ভজহরি। ধাত্রী বঙ্গমাতার কোল ছেড়ে আজ মায়ের সন্তান মায়ের কাছে চ'লে গেলেন। মা—মা—মা—

সুপ্রকাশ। বল বন্দে মাতরম্!

সকলে। বন্দে মাতরম্!

যবনিকা

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নাটক

বিরজাসুর নট ও নাট্যকার শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যভারতী ও নটবাণীতে অভিনীত হইতেছে। অধর্ম্ম ও অলক্ষ্মীর ছলনায় বণিকরাজ চিত্রসেনের সঙ্গে অধর্ম্মের যুদ্ধ, অধর্ম্মের পরাজয়, চিত্রসেন কর্ত্তৃক অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দান, কূট-কৌশলী রাজমন্ত্রী দুর্জ্জয় সিংহের চক্রান্তে অধর্ম্ম কর্ত্তৃক রাজকন্যা হরণ, সেনা-পতি সমর সিংহের বাধাদান ও গুপ্তঘাতকের ছুরিকায় আহত, অরুণ সিংহের দেশপ্রেম, চিত্রাসুর কর্ত্তৃক রাজকন্যা নির্য্যাতন, অসুর-মহিষী চন্দ্রাবতী কর্ত্তৃক রাজকন্যা উদ্ধার, বিরজাসুর কর্ত্তৃক বণিকরাণীর নির্য্যাতন, বণিকরাণীর গর্ভে দেবী দুর্গার জন্ম, বিরজাসুরসহ যুদ্ধ, বিরজাসুর বধ। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

"দস্যুকন্যা" "রঘু-ডাকাত"-খ্যাত স্বনামধন্য সংলাপী নাট্যকার শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের নতুন নাটক। মণিপুর—স্বাধীন মণিপুর।... সিংহাসনের অধিকারী দুটি রাজভ্রাতা—কল্যাণবর্মা আর অনঙ্গবর্মা—যেন এক বৃন্তে দুটি ফুল—অভিন্নহৃদয়। বিদেশী শাসক ও লুণ্ঠকের শ্যেন দৃষ্টি স্বাধীন মণিপুরের ওপর। দুটিভাইয়ের শৌর্যবীর্যে বারবার ব্যর্থ হয়ে যায় মগরাজ মংবার আক্রমণ। তবু মণিপুরের সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে ঘনালো অকাল দুর্যোগের কালো মেঘ। আসন্ন হয়ে উঠলো রাষ্ট্রবিপ্লব। শত্রু হযে উঠতে চাইল সেই অভিন্ন-মন দুটি রাজভ্রাতা।। কিন্তু কেন? এ কার চক্রান্তের ফল? দস্যুরাজ মংবা? বিক্ষুব্ধ তান্ত্রিক রুদ্রাচার্য্য? ভিনদেশী অর্থপিশাচ বাণিয়া শেঠ ধরমদাস? চীনা রেশম ব্যবসায়ী ওয়াং হো? বহুরূপী উড়িয়া গুণধর? নিপীড়িত ব্রাহ্মণ-কবি বিনায়ক? প্রতিহিংসাপরায়ণা কবিজায়া করুণা? অথবা—মগরাজকন্যা মেয়ে বোম্বেটে বিচিত্র-স্বভাব আ-পিন্? .. বিপ্লবী নাট্যকারের নবতম রচনা এই নাটক। মূল্য ২'৫০ টাকা।

রঘু ডাকাত শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। বছরের পর বছর অনাবৃষ্টির ফলে দেশ জুড়ে হ'লো অজন্মা—গরীব চাষীসম্প্রদায়ের হাল, গরু, বীজ বিক্রী হ'য়ে গেল পেটের দায়ে—বাকি খাজনা অনাদায়ে চারিদিকে চল্‌লো জমিদারী জুলুম —শ্রীদাম চাষী জীবন দিলে জায়গীরদারের চাবুকে—রঘু দেখ্‌লে চোখের উপর নির্য্যাতিত পিতার মৃত্যু। ধনীর ধনহরণ-ব্রতের সংকল্প করে ধনী-সম্প্রদায়ের চোখের উপর বিভীষিকার রূপে গরীব চাষীর ছেলে রঘু দাঁড়ালো রঘু ডাকাত নাম নিয়ে। কে তুলে দিলে তার হাতে ডাকাতের লাঠি? দারিদ্র্যতা আর ধনীর অবিচার। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—